দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

প্রণীত।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নবভারত-প্রেসে
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত এবং ৩২নং কলেজ
ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯০৪

বিজ্ঞাপন।

পাঠ্যাবস্থায় বারাণসী অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশবাসী বিদ্যার্থীর সহিত পরিচয় হয়। সেই সময় হইতে দেশভ্রমণেচ্ছা হৃদয়ে বলবতী ছিল, ঘটনাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করি। যদিও দাক্ষিণাত্যেই শেষে গমন করিয়াছিলাম, তথাপি আমার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে "দক্ষিণাপথভ্রমণ" নাম দিয়া, দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণবৃত্তান্তই অগ্রে প্রকাশ করিলাম। যদি পাঠকগণের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে পরে "উত্তরাপথ ভ্রমণ" নামে আর্য্যাবর্ত্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই পুস্তকে দেশ সমূহের প্রাচীন নাম ও তত্তৎ-দেশের সংক্ষিপ্তইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, স্থানীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভ্রমণাবসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে অবিকল তাহাই বর্ণনা করা-গিয়াছে, সুতরাং উহার কোন্ অংশ পাঠকগণের রুচিকর হইবে, কোন্ অংশ হইবে না তাহা বলিতে পারি না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত বিশ্বকোষ অভিধান ও শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের পুস্তক সমূহ হইতে কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আর দুবলহাটির প্রসিদ্ধ-ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা রাণী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়া ও শ্রীযুক্তা রাণী উমাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়া ইহার মুদ্রণব্যয়ের কিয়দংশ সাহায্য করিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। অতএব এই দানশীলা রাণী মহোদয়াদিগের নিকট ও সুশিক্ষিত এবং মাতৃভাষানুরাগী তাঁহাদের প্রধান অমাত্য শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় মহোদয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মুদ্রাঙ্কনজনিত যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন ইতি—

নবদ্বীপ।
শকাব্দ ১৮১৯
২৩শে আশ্বিন।

নিবেদক
শ্রী[illegible]রচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র। C

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা হইতে যাত্রা।

১৮১৮ শক (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) অতীত প্রায়। এবার সান্নিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে কলিকাতার অধিবাসিগণ নিতান্ত সশঙ্ক। গবর্ণমেণ্ট কলেজ্ স্কুল্ ব্যতীত স্থানীয় অন্যান্য কলেজ্ স্কুল্ গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে চৈত্র মাসের শেষেই দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হইল। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই প্রায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। আমি ২৬শে চৈত্র (৮ই এপ্রেল) সোমবার সায়ংকালে বাসা হইতে যাত্রা করিলাম। রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেসনে যাত্রী-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ২টার সময় "আসানসোল্" ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

"আসানসোল্" ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেসন। এখান হইতে বেঙ্গল নাগপুর-রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে। এইস্থানটী রাণীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। এখান হইতে কলিকাতা ১৩২ মাইল। আসানসোলে অনেক কয়লার খনি আছে। এতদ্ভিন্ন মধ্য-ইংরাজীবিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ক্ষুদ্র একটী বাজার আছে। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। যে গভীর রাত্রে অবতরণ করিলাম, তখন ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া

স্থানান্তরে যাইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং যে কোন প্রকারে ষ্টেসনেই অবস্থান করিতেহইল। আমরা অনেক গুলি আরোহী অবতরণ করিলাম, তন্মধ্যে একটী ভদ্রলোক তাঁহার কম্বল ও বিছানার চাদর পাতিয়া বিস্তৃত এক শয্যা প্রস্তুত করিলেন এবং আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উহার এক পার্শ্বে শয়ন করিতে বলিলেন। অগত্যা ঐ স্থানে শয়ন করিয়া রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যাপন করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে কিঞ্চিৎ দূরস্থ বাজারের একটী দোকানে আশ্রয় লইলাম। আসানসোলে অত্যন্ত জল কষ্ট। প্রান্তর-মধ্যস্থ একটী পুষ্করিণীতে গিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া আসিলাম এবং রন্ধন ভোজনের পর ১০টার সময় পুনরায় ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী যাইবার অনেক বিলম্ব, বিশ্রামেরও স্থান নাই সুতরাং প্লাট্ফরমে বেঞ্চিতে বসিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। ২টা বাজিলে গাড়ী আসিল, আজ ...গযাত্রীর ভিড়ে গাড়ীতে স্থান নাই। একটী গাড়ীতে কয়েকটী বাঙ্গালীবাবু ছিলেন, তাঁহারা আমাকে গাড়ীতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন। ইহাদের মধ্যে দুইটী বাবু বেশ শিক্ষিত। তাঁহারা আমার মস্তকে কুদ্রটিকী ও পায়ে চটীজুতা দেখিয়াই সংস্কৃত ভাষার প্রসঙ্গ উপ.পন করিলেন। ক্রমে আমরা কালিদাস ভব-ভূতি মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ বাণভট্ট প্রভৃতি কবিগণের কাব্যের আলোচনা করিতে করিতে মহাসুখে যাইতে লাগিলাম। শেষে তাঁহাদের সহিত আমার এত সৌহৃদ্য জন্মিল যে, তাঁহারা আমাকে একাকী গাড়ীতে রাখিয়া যাইবেন বলিয়া মহা দুঃখিত

হইলেন। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ আট জন বাঙ্গালী একটী কামরায় ছিলাম তন্মধ্যে একজন পুরুলিয়া ষ্টেসনে নামিলেন। আমি এই বাঙ্গালী ভ্রাতাদের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলাম যে, প্রত্যেকেই নামিবার সময়, যাঁহারা গাড়ীতে থাকিলেন তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন "মক্কা যাত্রীদের উৎপাতে ইহার যাহাতে ক্লেশ না হয়, আপনারা যেন তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যান।"

ক্রমে ক্রমে সকলেই নামিয়া গেলেন, আমরা তিনজন মাত্র একটী কামরায় থাকিলাম। এক একটী ষ্টেসনে যেই গাড়ী থামে, অমনি অপর কামরার লোকেরা উহাতে উঠিবার জন্য দল বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বহু বাক্যব্যয় করিয়া তাহাদিগকে আমরা ফিরাইয়া দিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরও বড় কষ্ট হইতেছিল, সেদিন আরোহীর সংখ্যা এত অধিক যে অনেকে গাড়ীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছিল। আমরা ঐ সকল যাত্রীকে অবশ্য আমাদের গাড়ীতে লইতাম, কিন্তু তাহারা যে সকল খাদ্য সঙ্গে আনিয়াছে তাহার গন্ধে তিষ্ঠিতে পারা যাইবে না বলিয়াই ঐরূপ আপত্তি করিতে হইল। আমাদের কামরা ব্যতীত অধিকাংশ গাড়ীই মক্কাযাত্রীতে পূর্ণ। তাহারা কোথায় চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট হইতে হাঁড়ী পূরিয়া ভাত ও সুরুয়া লইয়া আসিয়াছে, দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রি অতিবাহিত হওয়ায় উহা পচিয়া দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়াছে। উহারা সানকীতে ভাত লইয়া উহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আহার করিতেছে। হাঁড়ীর কালীতে বেঞ্চিগুলি পর্য্যন্ত বসিবার অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় আমার সঙ্গী একটী বাবু বলিলেন "আমাদের গন্তব্য স্থান সন্নিহিত অতএব এখনই আপনার নিরাপদে যাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।"

তাহার পর একটী ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই দেখা গেল সেখানকার ষ্টেসন-মাষ্টার ও বুকিংক্লার্ক বাঙ্গালী। আমাদের দেখিয়া তাঁহারা আপন ইচ্ছাতেই গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন, ২।৪টী কথার পর আমাদের মনোগত ভাব জানাইলাম। ষ্টেসনমাষ্টার্ বলিলেন "আপনার কোথাকার টিকিট ?" আমি বলিলাম "নাগপুরের"। তিনি সে দিন নামিয়া থাকিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আমার অবকাশ কালটা বৃথা নষ্ট করিতে চাহি না সুতরাং আমি আর এথানে অপেক্ষা করিব না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে নাগপুর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌছি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন্।" ষ্টেসন মাষ্টারটী অতিসজ্জন, তৎক্ষণাৎ কয়েকটী নাগপুরী ভদ্র লোককে আমাদের গাড়ীতে আনিয়া দিলেন সুতরাং আমাদের মক্কাযাত্রীর শঙ্কা বিদূরিত হইল। তাহার পর একটী ষ্টেসনে আমার সঙ্গী দুইটী বাঙ্গালী নামিলেন, আমি অতি কষ্টে তাঁহাদের বিদায় দিয়া একপার্শ্বে আমার ব্যাগ্‌টীর উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অদৃষ্টপূর্ব্ব জনপদের প্রান্তর, গ্রাম, নগর সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ গোলকের ন্যায় মন্দ মন্দ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া অস্তমিত হইতেছেন। গম্ভীর-আকৃতি পর্ব্বতমালা যেন উন্নত শিরে আকাশের প্রান্ত দেশ অবলোকন করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় শালবন, কোথায় বা পার্ব্বত্য বাঁশঝাড়গুলি পরস্পর জড়া জড়ী করিয়া দণ্ডায়মান। একটী পর্ব্বতের গাত্রে হাট বসিয়াছে, পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সাঁওতালগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া

দলে দলে গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে। পর্ব্বতের উপত্যকাবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকারা তাহাদের কুটীরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষে বাষ্পশকটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। ক্রমে আকাশে একটী একটী নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল, ক্ষণকাল মধ্যে চন্দ্রকিরণে সমুদয় আরণ্যভূভাগ আলোকিত হইয়া গেল। নাগপুরী সঙ্গীরা পরস্পর গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের সেই গল্পের সময়ের অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষা আমার পক্ষে এক প্রকার অবোধ্য সুতরাং তাঁহাদের হাস্য কিংবা করতালীর কারণ অনুভব না করিতে পারিয়া নীরবে বসিয়া আছি। ষ্টেসনমাষ্টার্ বাবু আমাকে যত্ন পূর্ব্বক লইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তজ্জন্য নাগপুরী ভদ্র লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব লইতেছেন।

রাত্রি অধিক হইল, নিদ্রাবেশে কিছু চক্ষে দেখিতে পাইতেছিনা, তখন নাগপুরী সঙ্গীদের আদেশে ব্যাগে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলাম। নিশা অবসানে বিলাসপুর ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। বিলাসপুর একটী ক্ষুদ্র সহর, এখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, যাত্রীরা নিজ নিজ অভিলষিত খাদ্য ক্রয়ে নিযুক্ত হইল। আমি এই অবসরে নামিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া লইলাম। ২৮শে বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় রাইপুর ষ্টেসনে শকট থামিল। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে। আমি এখানে নামিয়া ৺:এত্য উকীল শ্রীযুক্ত রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর এম্ এ, বি, এল্ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ভূতনাথ বাবু অতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি, তাঁহার সমাদরে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। ভূতনাথ বাবু

রাইপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান্। তাঁহার ঐকান্তিকপরিশ্রমে ও ডোঙ্গরগড়ের রাজার অর্থসাহায্যে এখানে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূতনাথ বাবু এই সাধু কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাইপুর সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

কোশলরাজ্য ও রাইপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাল্মীকি রামায়ণে যে কোশলরাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এই রাইপুর জেলাই সেই পুরাতন কোশল। কোশলরাজ্য দুইটী, উত্তরকোশল ও কোশল। উত্তরকোশল সরযূতীরে, ইহার রাজধানী অযোধ্যা। আর দক্ষিণ কোশল বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত এই রাইপুর প্রদেশ। অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ এই কোশলরাজকুমারী কৌশল্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন,তাহার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা নাগপুরের ভোঁশলা নরপতিদের শাসনাধীন ছিল। এখন রাইপুর, নাগপুরের চিফ্‌কমিসনারের অধীনস্থ একটী জেলার হেড্ কোয়ার্টার্। এখানে ডেপুটী কমিসনার অবস্থিতি করেনএবং ফৌজদারী কোর্ট, দেওয়ানী-কোর্ট ও অন্যান্য অফিস্ আছে। এই সহর অনেকগুলি সুদৃশ্য বাঙ্গলো ও বড়, বড় ফলফুলের গাছেঅত্যন্ত সুন্দর দেখায়। অত্রত্য সুলভ ধান্য, চাউল, গোধূম ও গব্যঘৃতাদি নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানে উৎকল, মহারাষ্ট্রী, বেহারী, ও বাঙ্গালীর বাস আছে। ইহারা বিষয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে বাস করেন। যাহারা এদেশের আদিম নিবাসী তাহারা প্রায় অশিক্ষিত। এখানে স্কুল্ ও ডাক্তারখানা আছে। অত্রত্য অধিবাসীরা উড়িয়া ও হিন্দী মিশ্রিত একরূপ ভাষায় কথোপকথন করে। আমি বুধবার ও বৃহস্পতিবার পরম আনন্দে ভূতনাথ বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিলাম। প্রত্যহ সায়ংকালে সকলে বসিয়া ভগবদ্-গীতার আলোচনা করা যাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাগপুর অভিমুখে যাত্রা।

৩০শে চৈত্র শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় আহারান্তে পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম। রাইপুরসহর অতিক্রম করিলেই কুমারী নাম্নী একটী পর্ব্বতসম্ভূতা নদী আমাদের নয়ন গোচর হইল। এই বিমলসলিলা শুভ্র স্রোতস্বিনী মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণসম্পর্কে রজতরেখার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। রেলপথের উভয়পার্শ্বে বন্য বাঁশ ও নিবিড় শালবৃক্ষে আবৃত পার্ব্বত্য ভূভাগ দেখিতে অতিগম্ভীর। কিছুদুর গেলেই দেখা গেল একটী উন্নত পর্ব্বতমালা ভেদকরিয়া রেলপথ গিয়াছে। যখন অন্ধকারময় পর্ব্বতরন্ধ্রে, শকটমালা প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন একটী বৃহৎ-পিপীলিকা-শ্রেণী ভূবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিয়দ্দূর গেলেই পর্ব্বতরন্ধ্রপ্রবিষ্ট আরো-

হাঁরা সমস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া উঠিল। একটী ষ্টেসনে শকট থামিল। সাঁওতালবধূরা মিষ্ট শাস্তারিয়া * ফল ও ফুটী বিক্রয়ের জন্ত গাড়ীর নিকটে আসিতেছিল, পুলিসপ্রহরীরা তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল। যখন পার্ব্বত্যরমণীরা গাড়ী ছাড়িবে ভাবিয়া হতাশ্বাসে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল, তখন নির্দ্দয় পুলিসপ্রহরীরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, শেষে পয়সা উৎকোচ দিবে স্বীকার করিলে ছাড়িয়া দিল। গাড়ী ছাড়িতে ছাড়িতে তাড়াতাড়ী তাহারা যাহা বিক্রয় করিল, তাহার অধিকাংশ নিষ্ঠুর প্রহরীরা কাড়িয়া লইল। এই ঘটনা দেখিয়া হৃদয় যেন এক প্রকার বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, চিরকালই দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলেরা অত্যাচার করিয়া থাকে †। ২০।২৫ ক্রোশ অন্তর অন্তর ষ্টেসন, নিকটে কোন উর্দ্ধতন শাসনকর্ত্তা নাই সুতরাং পুলিসেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, কোন মনস্বী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেও সহজে ইহার প্রতীকার করিতে পারেন না।

দেবাড়ীষ্টেসনের পূর্ব্বভাগে দেবাড়ী নাম্নী একটী পার্ব্বত্য নদী উত্তরভাগস্থ পর্ব্বতমালা হইতে বেগে নির্গত হইতেছে। নদীবক্ষে রেলসেতু, উহার দক্ষিণে নদীর স্রোত দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে। ঐ বিভিন্নপথগামী স্রোতের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী পর্ব্বত, তাহার উপরিভাগে অতি পুরাকালের প্রস্তরময় সুন্দরমন্দিরে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এইস্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিমনোহর। দেখিলে ইচ্ছা হয়

* এক প্রকার কমলা।

† নৈবাদ্ভুতমিদংলোকে যদ্বক্ষানলভয়োঃ।
ঈশ্বরৈশ্চ বলোবধ্যঃকতো দণ্ডবিধায়কঃ ॥ (বাল্মীকি রামায়ণ)

শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক সুশীতলসমীর-পরিসেবিত বিজন দেবমন্দিরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া হৃদয় পবিত্র করি। শকটের আলস্য নাই, আরোহী লইয়া অশ্রান্তবেগে ধাবিত হইতেছে। অপরাহ্ন ৬টার সময় নাগপুর ষ্টেসনে অবতীর্ণ হইয়া একখানি একাগাড়ী ভাড়াকরিলাম, গাড়োয়ান্ যথাসময়ে অত্রত্য বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারানারায়ণ রায় এম্-বি, মহোদয়ের বাসায় উপস্থিত করিল। তারানারায়ণ বাবু শিক্ষিত অতি সজ্জন। তিনি অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন। আহারান্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তারানারায়ণ বাবুর সহিত নানা গল্পে অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলাম।

নাগপুরে ভ্রমণ।

পরদিন ১৮১৮ শকাব্দের ১লা বৈশাখ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলাম। নাগপুর একটী প্রাচীন নগরী। ইহার দৃশ্যগুলি দেখিবার জন্য হৃদয়ে ঔৎসুক্য হইয়াছিল সুতরাং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলাম। প্রথমে অত্রত্য হিস্‌লপ্ কলেজের সংস্কৃতপ্রোফেসর শ্রীযুক্তপণ্ডিত সদাশিব জয়রাম এম্-এ, ও মরিস্ কলেজেরপ্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কেশবগোপাল তামনকর এম্-এ, মহোদয়দ্বয়ের সহিত প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল কথোপকথন হইল। যাঁহারা ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহাদের কোথায় ও কথোপকথনের অসুবিধা হয় না, ভারতবর্ষের প্রত্যেকদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতৃভাষার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া অতিদ্রুত ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। আমি সংস্কৃতচতুষ্পাঠীরছাত্র বাঙ্গালি

দেশের বাহিরে সংস্কৃত ভাষাই আমার একমাত্র সম্বল। উপরি উক্ত পণ্ডিতত্রয় সংস্কৃতজ্ঞ, অতএব এস্থলে আমাদের তিন জনের আলাপ গল্প ও পরস্পর মানসিকভাব বিনিময়ের কোনই অসুবিধা হইল না। পণ্ডিত সদাশিবজয়রাম কৃতবিদ্য ও উন্নতস্বভাব। তিনি স্বদেশে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত এম্ এ পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। যে কারণে তিনি যোগ্যতর হইয়াও প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, দ্বিতীয় হইয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম।

প্রাচীন দণ্ডকারণ্য এবং নাগপুর।

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের একাংশ নাগপুর নামে পরিচিত। এখান হইতে নাসিক পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণ ব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ পুরাকালে দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে* ইক্ষাকু নৃপতির অন্যতম পুত্র দণ্ড শুক্রা-

---

* "ইক্ষ্বাকুরাজপুত্রো দণ্ডঃ শুক্রাচার্য্যকন্যামরজাং [illegible]হীত্বা মৈথুনং কৃতবান্ সমুনিস্তং শ্রুত্বা রাজানং শশাপ।

সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সভৃত্যবলবাহনঃ।
পাপকর্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ॥
সর্ব্ব সত্ত্বানি যানীহ জঙ্গমানি স্থিরাণি চ।
সর্ব্বেষাং পাংশুবর্ষেণ ক্ষয়ঃ ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি॥
দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সমনমাশ্রমং।
পাংশুভূতমিদাক্ষাৎ সপ্তরাত্রাদ্ভবিষ্যতি॥

চার্য্যের কন্যা অরজাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহার সতী-ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন—"এই রাজা সপ্তরাত্রি মধ্যে সপরিজনে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই রাজ্যের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিগণের ক্ষয় হইবে। সপ্তরাত্রি মধ্যে বন ও আশ্রমাদির সহিত এই জনপদ ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। হে আশ্রম-বাসিগণ! তোমরা এই জনপদের শেষ সীমায় বাস কর।"

"তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে রাজা দণ্ড ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হইলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত এই দেশ সেই সময় হইতে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হইল। আর ইহার দক্ষিণ দিকে যে স্থানে তপস্বীরা বাস করিয়াছিলেন, উহা জন-স্থান নামে বিখ্যাত হইয়াছে।" এই জন্য অদ্যাপি নাগপুর-বাসী ব্রাহ্মণেরা কোন বৈধকার্য্যের সঙ্কল্পবাক্য পাঠকালে "দণ্ডকা-রণ্যান্তর্গত প্রদেশে" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

নিষধদেশ ও নাগপুর।

এই দেশ কোন কোন্ সময় কোন্ কোন্ রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল তাহার ক্রমিক বৃত্তান্ত জানা যায় না। বোধ হয় দণ্ডকারণ্যের উত্তরদিক্ এক সময় নিষধ দেশ নামেও পরিচিত

ইক্ষ্বাকু। ক্রোধসংযুক্তস্তদাশ্রমনিবাসিনঃ।
জনং জনপদান্তেষু স্থীয়তামিত্যবোচত॥
সপ্তাহাদ্ভস্মসাদ্ভূতঃ স চাপি রক্ষতেজসা।
তত্র দণ্ডস্য বিষয়ো বিন্ধ্যশৈলস্যসানুষু॥
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থো দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
তপস্বিনঃ স্থিতা যত্র জনস্থানমুচ্যতে॥" (বাল্মীকি রামায়ণ)

হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় বীরসেন রাজার তনয় নল, এই জনপদের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিদর্ভ প্রদেশের রাজকুমারী অপূর্ব্ব রূপগুণ-সম্পন্না দময়ন্তী, বহু নিম্ন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বয়ম্বর সভায় এই নলকে বরমাল্য প্রদান করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কলির চক্রান্তে নল নিজ ভ্রাতা পুষ্করের সহিত পাশ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া উহার পণস্বরূপ তাঁহার নিষধ জনপদ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বনে আগমন করিলেন এবং ভার্য্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার পিত্রালয় বিদর্ভ প্রদেশে গমনের জন্য দময়ন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। * "এই সকল পথ অবন্তী এবং ঋক্ষবান্ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছে। এই বিদর্ভ জনপদের পথ, এই পথ কোশল দেশে গিয়াছে, ইহার পরই দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাপথ"।

এই স্থান পাঠ করিলেই মনে হয় রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল তিন দিন অনাহারে নগরের উপকণ্ঠে বাস করিয়া অনন্তর পশ্চিম ভাগস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রিয়তমা পত্নীর ক্লেশে অধীর হইয়া বলিতেছেন, ঐ দেখ অবন্তী জনপদ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অনেক পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। অবন্তী জনপদ নাগপুরের ঠিক পশ্চিমভাগে আর ঋক্ষবান্ পর্ব্বত, নাগ-

---

* "এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথং।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্ব্বতম্॥
এষ পন্থা বিদর্ভাণাময়ং গচ্ছতি কোশলান্।
অতঃ পরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব)

পুরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারপর পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বামদিকে বিদর্ভ-জনপদ ও পশ্চাদ্ দিকে কোশল দেশ দেখাইয়াছিলেন। অনন্তর নল ও দময়ন্তীর পরস্পর বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে, দময়ন্তী যাইতে যাইতে এক ঘোর অরণ্যে * প্রবেশ করিলেন। ইহা আরও পশ্চিম ভাগস্থ বিন্ধ্যারণ্য। তাহারপর তিনি সায়ংকালে চেদিরাজের রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাহিষ্মতীপুরী বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্যে জব্বলপুরের দক্ষিণে নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত ছিল। চেদিনামক ক্ষত্রিয়েরা প্রাচীন কালে নর্ম্মদাতীরে বাস করিত, তজ্জন্য এই প্রদেশ চেদিরাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় নাগপুরের উত্তরদিক্ নিষধ ও দক্ষিণদিক্ দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন এইদেশ নাগপুর নামে কেন প্রসিদ্ধ হইল? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে একটী পণ্ডিত বলিলেন—"এই নগরীর নিকটে নাগনদী † প্রবাহিত বলিয়া এই নগরীর নাগপুর নাম হইয়াছে"। আর একজন বলিলেন "ইহা নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়দের রাজধানী বলিয়া নাগপুর নামে খ্যাত হইয়াছে"।

---

* দারুণামটবীং প্রাপ্য ভর্তৃনাশপীড়িতা।
বিদর্ভতনয়া রাজন্ বিললাপ সুদুঃখিতা॥
গচ্ছন্তী সা চিরাৎকালাৎ পুরমাসাদয়ন্মহৎ।
সায়াহ্নে চেদিরাজস্য সুবাহোঃ সত্যদর্শিনঃ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

† "ললিতবিস্তর" নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নাগনদীর নাম দৃষ্ট হয়।

নাগপুরের রাজবংশ।

১৬৪৯ শকাব্দে (১৭২৮ খৃঃ) মহারাষ্ট্রযোদ্ধৃসমিতির অন্যতমশাখার অন্তর্গত রঘুজী ভোঁশলা নাগপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬৯৫ শকাব্দ (১৭৭৪ খৃঃ) পর্য্যন্ত এই বংশকর্তৃক নাগপুরনগরীর চতুঃসীমান্তর্গত প্রদেশসকল শাসিত হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর হইতে ইংরেজ-রেসিডেণ্টের পরামর্শানুসারে রঘুজীর বংশধরগণ এই রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৭৩১ শকাব্দে (১৮১০ খৃঃ) জননী বর্ত্তমানে নাগপুরের রাজার মৃত্যু হয়, তাঁহার একটী শিশু সন্তান ছিল। শাস্ত্রানুসারে রাজজননীই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী সুতরাং ইংরেজ-রেসিডেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন রাজমাতা পুত্রশোকে ব্যাকুলা, তাঁহার অনুজ্ঞার উত্তর প্রদান করিলেন না। এদিকে শাসনকর্ত্তার অভাবে রাজ্য উচ্ছৃঙ্খল হইবে আশঙ্কা করিয়া রেসিডেণ্ট, ইংরেজপক্ষের শান্তিরক্ষকের প্রতি শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন, তদবধি এইরাজ্য ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। রাজ্যাধিকারবঞ্চিত রাজার দুইটী পুত্র বর্ত্তমান আছেন। ইহারা ইংরেজগবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক কয়েক সহস্র টাকা ও কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভোঁশলারাজগণের প্রাসাদ দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহা পাষাণদ্বারা প্রাচীন রীতিতে নির্ম্মিত। নগরীর উত্তরপশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর ভোঁশলা নৃপতিগণের যে দুর্গ ছিল, উহাতে এখন ইংরেজ-সৈন্য বাস করে।

নাগপুরের বিবরণ।

এই নগরের চারিদিকেই কিছু দূরে দূরে পর্ব্বতমালা। পার্ব্বত্যভূমিতে অবস্থিতিপ্রযুক্ত এই নগরটী সমতল নহে, কোন-স্থান উচ্চ কোনস্থান বা নিম্ন। এই নগরে অধিকাংশই খোলার ঘর কিন্তু নির্ম্মাণ কৌশলে বেশ পরিপাটী দেখায়। নগরের উত্তর পশ্চিমভাগে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান। সময়ে সময়ে বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হওয়ায় উহা সাগরের ন্যায় আকার ধারণ করে। তীরে কয়েকটী শিবমন্দিরে সাধু ও সন্ন্যাসি-গণ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দলে দলে পুরসুন্দরীরা এই জলাশয়ে অবগাহন করিয়া থাকেন। এই সময় কোন প্রবাসী স্নান ঘাটে উপস্থিত থাকিলে হাস্যমুখী অবগাহনকারিণীদের পরস্পর বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া আমোদিত হইতে পারেন। নাগপুর মধ্যভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে নাগ-পুর প্রদেশের চিফ্‌কমিসনার্ বাস করেন। এতদ্ভিন্ন চিফ্‌কোর্ট ও অন্যান্য কতকগুলি অফিস্ আছে। এখানকার কল্‌কারখানা গুলিতে বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ভোঁশলাবংশের রাজকুমারেরা নাগবংশীয় * ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। যে সকল

---

* নাগবংশের মৌলিক তত্ত্ব লইয়া অনেকে অনেক বিতর্ক করেন কিন্তু নাগগন যে পূর্ব্বকালে শকজাতীয় বৌদ্ধ ছিলেন, শেষে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হওয়ায় আপনাদিগকে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। জাঠগণও শকগণের অন্যতম শাখা হইতে সমুদ্ভূত। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে মধ্যভারতবর্ষ ও দাক্ষিণাত্যের অনেক নাগ-বংশের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

জাতির সহিত ইঁহাদের বিবাহ হয়, তাঁহারাও আপনাদিগকে ক্ষত্র নামে পরিচিত করেন। নানাজাতিসঙ্কুল এই ভারতবর্ষে বর্ণ-নির্দ্দেশ করা বড় দুরূহ। তবে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বাহুবলে এই দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং ইঁহারা ক্ষত্রধর্ম্মাক্রান্ত বীরগণের সন্তান হইয়া কেন ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত না হইবেন? ভোঁশলা বংশের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পর্ব্বত বিহারে গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার নাম কুমার লক্ষণরাও ভোঁশলা, বয়স ১৫।১৬ বৎসরের অধিক নয়, কিন্তু বেশ বিনয়ী ও সুশীল। এখানে উচ্চ কর্ম্মচারীর অধিকাংশ মহারাষ্ট্রী বাঙ্গালী ও বিহারী। এতদ্ভিন্ন মুসলমানও আছে। গণ্ডজাতিরা এ দেশের আদিমনিবাসী। ইহাদের ব্যবহার দর্শনে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। গণ্ডজাতি দুই প্রকার, প্রথম রাজগণ্ড, দ্বিতীয় গণ্ড। গণ্ডদের মধ্যে যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্প্রদায়কে রাজগণ্ড বলে এবং যাহারা উহাদের বশীভূত, তাহারা গণ্ড। গণ্ডদের চলিত নাম গোঁড়, গোঁড়েরা হিন্দু। মধ্য-ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য-ভূভাগ গোঁড়জাতিতে পরিপূর্ণ। নাগপুরের ভাষা মহারাষ্ট্রী উড়িয়া ও হিন্দী মিশ্রিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাগপুর ত্যাগ।

তিন দিন বিশ্রামের পর ৪ঠা বৈশাখ বুধবার অপরাহ্ন ৭॥ টার সময় "জি, আই, পি," রেল শকটে আরোহণ করিলাম। সমস্ত নিশা,কত প্রান্তর,দীর্ঘারণ্য, নদ নদী,পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া গমন করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ভোঁশোয়াল নামক ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। এই জংসনটী অপেক্ষাকৃত বড়, এখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। ১০ টার সময় পুনরায় ট্রেন্ মিলিবে সুতরাং বহুসংখ্য আরোহী শকট হইতে নামিয়াই স্নানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। আমিও প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। এখানে মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর বিশ্রামের স্থান নাই। গ্রাম প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে ষ্টেসন, চতুর্দ্দিকে কেবল বালুকাময় ভূমি। আরোহিগণ কতক প্লাট ফরমে, কতক অংশ বৃক্ষতলে, কতকগুলি অনতিদূরস্থ পুষ্করণী-তীরে অবস্থান করিতে লাগিল। বৃক্ষের শাখাগুলি মাড়োয়ারী মহিলাদের লাল কাপড়ে শোভা পাইতে লাগিল। শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি, ফেরীওয়ালাদের ফললাড্ডু বিক্রয়ের কলরব, বারাণসী প্রত্যাগত ছাত্রদের ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক, কতকগুলি বালকবালিকার বাঁশীর রব ইত্যাদিতে একটী যেন মেলা বসিয়া গেল। তাহার পর ১০ টার সময় গাড়ী আসিলে আমরা উহাতে আরোহণ করিয়া খাণ্ডোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভোঁশোয়াল ও খাণ্ডববন।

ভোঁশোয়াল হইতে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত এই সুদূরব্যাপী ভূভাগই খাণ্ডববন নামে পরিচিত ছিল। ইহার কোথায়ও ভীষণ অরণ্য, কোন স্থানে শৈলমালা, কোন কোন স্থলে পর্ব্বত-বাহিনী নদী বিরাজমান। পুরাণে কথিত আছে—* সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদর্শন স্বীয় বাহুবলে খাণ্ডবী নামে রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানীতে বহুসংখ্য লোকের বাস ছিল। উদ্যান, জলাশয়, দেবমন্দির, হস্তিশালা, অশ্বাগার, হট্ট, বিপণি প্রভৃতিদ্বারা এই নগরী অতিশয় শোভান্বিতা ছিল। ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া রাজা বিজয় অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন। তিনি বারাণসীর অধিপতি বিজয়ের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডবী-নগরীর অধীশ্বর সুদর্শনকে আক্রমন করিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর সুদর্শন নৃপতি নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা পলায়ন করিল। বারাণসীশ্বর বিজয় আদেশ করিলেন, "হে প্রজাবর্গ! তোমরা শীঘ্র এই জনপদ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনকর। যদি ইচ্ছা হয় আমার রাজধানী বারাণসী নগরীতে গিয়া বাস করিতে পার †।" প্রজারা

---

* এই স্থলে অতি বাহুল্য ভয়ে পৌরাণিক বচনগুলি উদ্ধৃত হইল না, কেবল উহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

† রাজা সুদর্শনের সহিত বারাণসীর অধিপতি বিজয়ের যে বিবাদ ইহা বৌদ্ধ ও হিন্দুর সংগ্রাম। সুদর্শন একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার উন্নতিতে বিজয় নরপতি মত্তস্থ হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার ও তাঁহার রাজধানী ও জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া উহা অরণ্যে পরিণত করেন। ললিত-বিস্তর নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের ৪২৮ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ নরপতি সুদর্শনের বৃত্তান্ত

তাহাই করিল, রাজা বিজয়, হীরক মণি মাণিক্য রত্ন ও কাঞ্চন রাশিতে গোশকট সকল পূর্ণ করিয়া আপন রাজধানী বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে শত যোজন ব্যাপী এই জনপদকে অরণ্যে পরিণত করিলেন। দেবরাজ তক্ষক ও অন্যান্য নাগদেবগন্ধর্ব্বগণের সহিত এই কাননে বিহার করিতেন।

খাণ্ডব বনদাহের ইতিবৃত্ত।

একদা অগ্নিদেব অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিলেন হে বীরপুঙ্গব! আমার মন্দাগ্নি হইয়াছে, এই অরণ্য আমার খাদ্যে পরিণত কর। এই কাননে নানা বনৌষধী আছে উহা ভক্ষণে

পাওয়া যায়। ললিত বিস্তর অতিপ্রাচীন গ্রন্থ, যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়া ছিল। কালিকা পুরাণের গ্রন্থকর্ত্তা বৌদ্ধ হিন্দুর এই বিবাদটী প্রকারান্তরে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি রাজা সুদর্শনকে সূর্য্যবংশীয় নরপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বস্তুতঃ মধ্যভারতবর্ষে যে অনেক বৌদ্ধ রাজা ও সম্প্রদায়বৌদ্ধ গৃহস্থ এবং ধর্ম্ম প্রচারক বাস করিতেন, উহা ললিতবিস্তর, স্থবিরাবলী, কল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। ইঁহাদের উপাধি ঘোষ, মিত্র, নাগ, দত্ত, পাল, সিংহ বৰ্দ্ধন, দেব, গুপ্ত, সেন, প্রভৃতি। যেমন অশ্বঘোষ (বুদ্ধ চরিতের গ্রন্থকার) কল্যাণমিত্র, ধর্ম্মশ্রী মিত্র, সঙ্ঘমিত্র, গর্দ্দমিত্র, প্রণামমিত্র, নাগদত্ত, মহেশ্বরদত্ত, সাগরদত্ত, বজ্রদত্ত, কনকদত্ত, জয়দত্ত, সোমদত্ত, নরদত্ত, শঙ্খপাল, অজপাল, জ্যোতিপাল, ভুক্তিপাল, জয়সিংহ, হর্ষবর্দ্ধন, বজ্রদেব, শ্রীগুপ্ত, গন্ধর্ব্বসেন ইত্যাদি।

আমার মন্দাগ্নি নিবৃত্তি হইবে। তদনুসারে অর্জ্জুন অগ্নির প্রীতিসম্পাদনমানসে এই খাণ্ডব বন দাহ করিয়াছিলেন।*

এই খাণ্ডব বন যেরূপ বহুদূর বিস্তৃত তাহাতে বোধ হয় অর্জ্জুন ইহার অতি অল্প অংশ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা ১০টা হইতে অপরাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গমনকরিলাম। রেলপথের উভয়পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুল্মপরিবৃত ভীষণ অরণ্য, উহার মধ্যে কোথায়ও পর্ব্বতমালা কোন স্থানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কোন কোন অংশে পার্ব্বত্য নদী শুষ্কবক্ষে যেন সেই নিবিড় শালবনের মধ্যে শয়নকরিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অতি পুরাকালের দুই চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। আবার স্থানে স্থানে পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রস্তর নির্ম্মিত রাজপথ সকল দেখা যাইতে লাগিল। মনুষ্যসঞ্চাররহিত নিবিড়তর অরণ্যানী মধ্যে এই মন্দির ও রাজপথসকল কে নির্ম্মাণ করিল? অথবা ইহা সকল সেই পরাজিত নরপতি সুদর্শনের শাসিত জনপদের শেষ চিহ্ন! বস্তুতঃ এই রেলপথ হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে এখানে কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা দেখিলেই অনুমিত হয়। পুরাণের আখ্যায়িকা সকল অতিরঞ্জিত কিংবা

---

* বিরূপাক্ষাদভবদ্যাধি র্গাধের্মিত্রোঽভবৎ সুতঃ।
তেষাং কল্মোঽভবত্রাজা কল্লাত্তু বিজয়োঽভবৎ ॥
যো বিজিত্য ক্ষিতিং সর্ব্বাং পার্থিবান্ ভুরিতেজসা।
শক্রস্যানুমতে চক্রে খাণ্ডবং শতযোজনম্ ॥
যৎসব্যসাচী হ্যদহৎ পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আবহন্ পরমাং প্রীতিং জ্বলনস্য মহাত্মনঃ ॥
(কালিকাপুরাণ ৯২ অধ্যায়)।

রূপকথায় প্রচ্ছন্ন থাকিলেও উহা হইতে অনেক সত্যের আভাস পাওয়া যায়। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহার অধিকাংশই পুরাণের সাহায্যে বলিতে হইবে।

খাণ্ডোয়ায় অবতরণ।

অপরাহ্ন ২ টার সময় খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া অত্রত্য বাঙ্গালী প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, মহোদয়ের বাসায় অতি সমাদরে গৃহীত হইলাম। অর্জ্জুন খাণ্ডব বনের যে অংশ দগ্ধ করিয়া পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তথায় একটী জেলা কোর্ট স্থাপন করিয়াছেন। এই জেলাটী নাগপুরের চিফ্‌কমিসনারের অধীন। এখানে ডেপুটী কমিসনার্ বাস করেন। পার্ব্বতীয় ভূমিতে যেরূপ শস্য হওয়া উচিত, এই স্থলে তাহাই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ এখানে শাক শব্জী ফল মূল অল্প জন্মে। এখানকার ভূমির পরিমাণ অনুসারে লোকসংখ্যা অল্প। হিন্দুর মধ্যে নর্ম্মদীয়ব্রাহ্মণ, গুর্জ্জরগৌড়ব্রাহ্মণ, দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নবশাক, তিলি, তাম্বুলী, নাউ প্রভৃতি এবং অতিশূদ্র তিল্ ইত্যাদি এখানে বাস করে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ লোক অতি বিরল। ক্ষত্রিয়েরা চাকুরী ও কৃষিকার্য্য করে, বৈশ্যেরা বাণিজ্যব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী। ইহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত। ৩। ৪টী বাঙ্গালীবাবু বিবিধ কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনটী উকীল, একটী ব্যারিষ্টার্। হরিদাস বাবু এখানকার

প্রধান ব্যক্তি। ইনি মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ ও অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারটী এক য়ুরোপীয়-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সহরের নিকটে একটী পৌরাণিক স্থান আছে, উহার নাম রামশর। এই স্থানটী খাণ্ডোয়া ষ্টেসন হইতে এক মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। পরদিন অপরাহ্নে রামশর সন্দর্শন করিতে গেলাম।

রামশর তীর্থ।

রামশর একটী বিজন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথতনয় রাম পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই পথে পঞ্চবটী গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া জনকনন্দিনী পিপাসার কাতর হন। রাম নিকটে কোন জলাশয় না পাইয়া ভূতলে শর নিক্ষেপ করেন, তাহাতে ভূগর্ভ বিদীর্ণ হওয়ায় সলিল উত্থিত হয়। উহা পান করিয়া সীতা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এই জন্য স্থানটীর নাম রামশর হইয়াছে। জলোদ্ধারের স্থানে একটী কূপ আছে। উহার চতুর্দ্দিক্ পাষাণদ্বারা বদ্ধ। নিকটে একটী মন্দিরে রামসীতা লক্ষ্মণ ও হনুমানের পাষাণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আর কয়েকটী মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। অনতিদূরে ২।৩টী মন্দিরে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন ও কারুকার্য্যে শোভিত। কিঞ্চিৎ দূরে মসজিদ্‌ও আছে। এই স্থানটী একটী কৃত্রিম নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। উহার পশ্চিমতীরে প্রান্তর মধ্যে

একটী দুর্গ আছে। ঐ দুর্গ মধ্যে ইংরেজ-সৈন্যেরা বাস করে। সায়ংকাল উপস্থিত প্রায়, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল। আমিও দ্রুতপদে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। হরিদাস বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই অতি সুজন, তাঁহাদের শিষ্টাচারে আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

খাণ্ডোয়া হইতে অবন্তী-অভিমুখে গমন।

৯ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে পুনরায় বাষ্পশকটে আরোহণ করিলাম। হরিদাসবাবুর ভ্রাতা স্বয়ং টিকিট করিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন এবং ইন্দোরযাত্রী কতিপয় ভদ্রলোককে আমার তত্ত্বাবধান করিয়া লইয়া যাইতে বলিয়া গেলেন। ইন্দোর প্রবাসী আর একটী বাঙ্গালা বাবু আমাদের সঙ্গী, তিনি খাণ্ডোয়া হইতে তাঁহার নবপরিণীতা পুত্রবধূকে লইয়া যাইতেছেন। তিনি অন্য গাড়ীতে ছিলেন। যতক্ষণ সূর্য্যের আলোক ছিল, ততক্ষণ সেই পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল স্থান সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের সেই ঘোরতিমিরপুঞ্জে যেন জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমাদের বাষ্পশকটও ক্রমশঃ যেন ভীষণ অপেক্ষা ভীষণতর অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিল। রাত্রি ১০টা বাজিল, দুই পার্শ্বে কেবল বৃক্ষগুল্মপরিবৃত শৈলমালা ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যমদূতের ন্যায়

একজন পুলিস্-কর্ম্মচারী গাড়ীর ধারে ধারে আরোহীদিগকে যার যার আস্‌বাব সাবধানে রাখিবার জন্য বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিঞ্চিদ্দূর গমনকরিলেই রেলশকট নর্ম্মদা-সেতুর সন্নিহিত হইল। অমনি প্রত্যেক গাড়ী হইতে নর্ম্মদার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। নর্ম্মদা সেই বৈদিককালের পুণ্যনদী। বেদোক্ত প্রত্যেক ধর্ম্মকর্ম্মে জলশুদ্ধির সময় * গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এই সপ্ত নদীর নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ হিন্দু জাতির প্রায় তীর্থ স্থান এই সপ্ত নদীর কোন একটীর তীরে অবস্থিত। এই নদী উল্লঙ্ঘন করিবার সময় মধ্যভারতবর্ষবাসীরা অপরাধীর ন্যায় করযোড়ে উপবেশন করিয়া রহিল, আমরাও প্রণিপাতপূর্ব্বক নর্ম্মদাকে অতিক্রম করিয়া গেলাম।

গভীর রজনীতে গাড়ী মৌ ছাউনী অতিক্রম করিয়া ইন্দোরে পৌছিল। আমি এখানে অবতরণ করিলাম না। উজ্জয়িনী দেখিবার বাসনা হৃদয়ে এতদূর বলবতী যে, তাহা না দেখিয়া কোথায়ও যাইব না স্থির করিয়াছি। তাহার পর অনুমান রাত্রি ৩ টার সময় ফতেয়াবাদ ষ্টেসনে পৌছিলাম। ফতেয়াবাদ একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। এখানে যোধপুরের রাঠোর-রাজ যশোবন্তসিংহের সহিত আরঙ্গজীবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ষ্টেসনটী প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে বাদসাহদিগের নির্ম্মিত একটী প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। ফতেয়াবাদ জংসন হইতে একটী শাখারেলপথ উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

---

* গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

আমি অন্যান্য যাত্রীদের সহিত গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীর গাড়ীতে উঠিলাম। উজ্জয়িনীর পাণ্ডাগণ গাড়ীর নিকটে আসিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি যথাসম্ভব সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল এবং প্রাতঃকালে উজ্জয়িনী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

অবন্তীমহাতীর্থ।

অবন্তি-জনপদ ও অবন্তীতীর্থ অতিপ্রাচীন। পুরাণে যে সাতটী * মুক্তিপ্রদ তীর্থের উল্লেখ আছে, অবন্তী তাহাদের অন্ত-তম। বৈদিককালে ঋষিগণ যে সকল পুণ্যনদীর তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, কালক্রমে ঐ সকল স্থান তীর্থরূপে পরিণত হয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ-নরনারীদিগের প্রযত্নে ও অনেক সিদ্ধভূমি তীর্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মচিন্তায় এই-স্থান পবিত্র হইয়াছিল, কোন্ কোন্ মহর্ষির শিষ্যগণের বেদ-ধ্বনিতে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, কোন্ কোন্ রাজর্ষির সাধনাধারা এই ক্ষেত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিল তাঁহাদের সকলের নাম জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় তীর্থের নামে এই দেশ ও প্রথম অবন্তি-আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত

---

* অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

একখানি অতি পুরাকালের জ্যোতিষ গ্রন্থ। ইহার ভূগোলাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে * পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ববর্ষে প্রসিদ্ধা যমকোটি † নগরী। দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষে স্বর্ণময় প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ঐরূপ লঙ্কাপুরী বিদ্যমান। পশ্চিমভাগে কেতুমালবর্ষে রোমনগরী বিরাজমান। উত্তরদিকে উত্তর কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী প্রসিদ্ধা। এখানে তাপত্রয় বিরহিত সিদ্ধগণ বাস করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে কোথায়ও অবন্তীর নাম উল্লিখিত হয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে লঙ্কা ভারতবর্ষের অন্তর্গত। ইহাদ্বারা বোধ হয় ‡ সূর্য্যসিদ্ধান্ত-রচনাকালে অবন্তীতীর্থ এত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থে এই স্থান বর্ণিত হয় নাই। ভগবান্ বরাহমিহিরাচার্য্য পৌলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, § বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পৈতামহসিদ্ধান্ত

---

* ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥
যাম্যায়াং ভারতেবর্ষে লঙ্কা তদ্বন্মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভূগোলাধ্যায়)

† যমকোটি "যবদ্বীপ," কেহ কেহ "শ্যাম" বলেন।

‡ সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে সত্যযুগের অল্পাবশিষ্ট থাকিতে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়।

§ রোমক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সূর্য্য বলিয়াছেন যথা ;—সূর্য্য উবাচ। রোমকং রোমকাখ্যোক্তং ময়া যবনজাতিষু। জাতেন ব্রহ্মণঃ শাপাত্তথাত্রৈব নন্দতু॥ রোমকে নগরে তচ্চ রোমকেণ চ বিস্তৃতম্। ইতি পঞ্চ পুরাণানি গণিতানি প্রচক্ষতে।

অবলম্বন করিয়া যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন, উহাতে অবন্তী ও উজ্জয়িনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বরাহমিহির পৈতামহসিদ্ধান্তের বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন * "অবন্তী হইতে ৫৮৬ ⅔ যোজন উত্তর দিকে গমন করিলে ভূমধ্য (সুমেরু) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং লঙ্কা হইতে ৮০০ যোজন উত্তরে গমন করিলেও ভূমধ্য (সুমেরু) প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

উজ্জয়িনী রাজধানী।

কেহ কেহ বলেন, অবন্তীর উজ্জয়িনী নাম পরে হইয়াছে কিন্তু বরাহমিহির প্রমাণান্তরে বলিয়াছেন "লঙ্কা হইতে সমসূত্রপাত উত্তরে উজ্জয়িনী, তজ্জন্য উভয় স্থানে এক কালে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হয় কিন্তু বিষুবদিন † (১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র) ব্যতীত অপর দিনের পরিমাণ এই স্থান দ্বয়ে সমান

---

* ষড়শীতিং পঞ্চশতীং
ত্রিভাগহীনং চ যোজনং গত্বা।
ক্ষিতিমধ্যমুদগবন্ত্যা
লঙ্কায়া যোজনাষ্টশতীম্ ॥ ১৯ ॥ (পৈতামহসিদ্ধান্ত)
উজ্জয়িনী লঙ্কায়াঃ
সন্নিহিতা যোত্তরেণ সমসূত্রে।
তন্মধ্যাহ্নো যুগপৎ
বিষমো দিবসো বিষুবতোঽন্যঃ ॥১৭॥ (পৈতামহসিদ্ধান্ত)

† আগামী ১৮২১ শক হইতে একবিংশতি অয়ন প্রবর্ত্তিত হইবে সুতরাং উক্ত শক হইতে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন বিষুব দিন হইবে।

নহে।" অতএব উজ্জয়িনী নামও অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্য তদীয় সিদ্ধান্তশিরোমণিনামক গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন * "গণিত দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিরক্ষদেশ (লঙ্কা) হইতে অবন্তী পৃথিবীর ষোড়শ অংশের উপরি অবস্থিত। এই লঙ্কা ও অবন্তীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যোজনকে ষোড়শ গুণ করিলেই ভূপরিধিমানের নিশ্চয় হইতে পারে।" এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে অবন্তী ও উজ্জয়িনীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বোধহয় এরূপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান ভারতবর্ষে আর নাই। এই প্রাচীনক্ষেত্রে কত কত ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবাস ছিল, কত কত প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বিরাজমান ছিল। এখানেই ধন্বন্তরি, ক্ষপণক অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষিগণের, বিভিন্নপথগামী প্রতিভা-সকল বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বহু অনুসন্ধান-দ্বারা জানা গিয়াছে, উজ্জয়িনীতে একাধিক বিক্রমাদিত্য ও একাধিক কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া এই স্থানকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আমি যথাক্রমে তাঁহাদের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতি-ষোড়শাংশে
ভবেদবন্তী গণিতেন যস্মাৎ।
তদন্তরং ষোড়শসংগুণংস্যা
দ্ভূমানমস্মাদ্বহু কিং তদুক্তম্॥

(সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য।

১। বর্ত্তমানসময় হইতে কিঞ্চিদূন দুইসহস্র * বৎসর পূর্ব্বে অবন্তিজনপদের প্রধাননগরী উজ্জয়িনীতে সম্ভবতঃ সূর্য্য-বংশের কোন শাখায় বিক্রমাদিত্যনামা এক ভূপতি জন্ম গ্রহ করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইতে যে বৎসর গণনা করা যায় উহার নাম সংবৎ। অধুনা ১৯৫৪।৫৫ সংবৎ চলিতেছে। সংবতে চৈত্রীচন্দ্রের শুক্ল-প্রতিপদ্ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য বিদ্বান্ পরাক্রমশালী ও গুণ-গ্রাহী ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে যোদ্ধ নরপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিক্রমাদিত্য শিবোপাসক ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে মহাকাল বা কালপ্রিয়নাথের যাত্রামহোৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইত।

মহাকবি কালিদাস।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে* অবন্তী হইতে সুদূর মিথিলার কোন প্রাচীন নদীর তীরে উচ্চৈট্ নামক একটী পল্লীগ্রামে

---

* ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্ট ঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

* ১। নাসিক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে উহাতে শকারি নাম দৃষ্ট হয়। শকারি বিক্রমাদিত্যের নামান্তর। সাহসাঙ্কঃ শকারিঃ স্যাদ্বিক্রমাদিত্য ইত্যপি ইতি জটাধরঃ॥

* ২। মিথিলার অন্তর্গত দরভঙ্গার মহারাজের সভায় প্রসিদ্ধনৈয়ায়িক

কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কৃষক গোপ প্রভৃতির বাস ছিল। ব্রাহ্মণদের দুই একজন শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তদ্ভিন্ন সকলেই কৃষিজীবী। এক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের গৃহে একটী পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্রটী পিতার হীনতা ও দারিদ্র্য নিবন্ধন কোন প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইল না। প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে কৃষক ও গোপদিগের সহিত গরু মহিষ চরাইত। এই বালকের হৃদয়ে যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসামান্য প্রতিভা বিদ্যমান ছিল, তাহা কেহই জানিত না, যে দুই একজন একটু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এই নগণ্য যুবক তাঁহা-

---

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঝাঁর মুখে কালিদাসের এই জীবনবৃত্তান্তের মৌলিক অংশ শ্রবণ করিয়াছি। তিনি কালিদাসের জন্মভূমি উচৈট, গ্রামে আমাকে পাঠাইতে চাহিলেন এবং বলিলেন আমার কথা কল্পনাসম্ভূত নহে, যথার্থ। এতদ্ভিন্ন মিথিলার অন্যান্য প্রধান পণ্ডিতেরাও অতি দৃঢ়তা সহকারে মিথিলায় কালিদাসের জন্মভূমি নির্দেশ করেন। আমি কান্যকুব্জ, মালব, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই আপন আপন দেশে কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া দাওয়া করেন না। উজ্জয়িনীর পণ্ডিতেরা বলেন কালিদাস উজ্জয়িনীতে ছিলেন, লোক পরম্পরাগত এই জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথায় তাহা জানি না।

* ৩। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত এড্‌লেন্, সংস্কৃতসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবরণ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ নরপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, এই চারি খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসর অগ্রে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

* ৪। সংস্কৃত ইংরেজী-অভিধানপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধসংস্কৃতবিদ্ উইলসন সাহেব বলেন "কাত্যায়ন ও বররুচি এক ব্যক্তি, ইহা সোমদেবভট্ট-প্রণীত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে লিখিত আছে। সিংহলে অতি পূর্ব্বকাল হইতে

দের নিকট পরিচিত ছিল না। এইরূপ সময় যাইতে লাগিল। এক দিন গ্রাম্যলোকেরা এক স্থানে সমবেত হইয়াছে। একজন রহস্য দেখিবার জন্য প্রস্তাব করিল "এই গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে শ্মশানে যে এক কালিকার মন্দির আছে রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর সময়ে যে ব্যক্তি ঐ মন্দিরে যাইতে পারিবে উদরপূর্ণ করিয়া তাহাকে চিঁড়াদধির ফলাহার দেওয়া যাইবে।"

কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, কাত্যায়ন বা কাচ্চায়ন যেমন "প্রাকৃতপ্রকাশ" নামক প্রাকৃতব্যাকরণ লিখিয়াছেন ঐরূপ পালীব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন, পালীব্যাকরণ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উইলসন্ বলেন, প্রাকৃত ব্যাকরণ ও পালীব্যাকরণ অভিন্ন। উহার সূত্র ও উদাহরণ পৃথক্ নহে। ব্রাহ্মণেরা যাহা লিখিয়াছেন, উহা প্রাকৃত ব্যাকরণ হইয়াছে আর বৌদ্ধেরা উচ্চারণ বৈষম্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন উহা পালী ব্যাকরণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" মহামতি ই বি কাউয়েল্ বররুচি প্রণীত প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণের যে একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন উহার ভূমিকায় উইলসন্ সাহেবের মত অনুসরন করিয়া বলিয়াছেন যে, বররুচি ও কালিদাস সমসাময়িক অতএব বররুচি যে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক তাহা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইয়াছে সুতরাং কালিদাসও প্রথমশতাব্দীর লোক।"

* ৫। বেদ, বাল্মীকিরামায়ণ, কুমারসম্ভবপ্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহের ইংরেজী অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর গ্রিফিৎ সাহেব ভাষাবিচারদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

* ৬। সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট খৃঃ পঞ্চমশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, তিনি তাঁহার "তন্ত্রবার্ত্তিকে" কালিদাসের শকুন্তলায় বর্ণিত "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ" এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন অতএব ইহার বহুপূর্ব্বে যে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই—ইহাদ্বারা ও তিনি যে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক ইহা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে।

(বিশ্বকোষ)

সকলেই আহ্লাদিত হইয়া এই কথায় যোগ দিল কিন্তু কে সেই ভীষণ স্থানে গমন করিবে। বস্তুতঃ উটক্কেট্ গ্রামের অনতিদূরস্থ শ্মশান বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। উহার চতুর্দ্দিকে ডই ক্রোশের মধ্যে লোকালয় ছিল না, দিবারাত্রি সেখানে মৃতদাহ হইত। উহার সমীপে একটী দীর্ঘ অরণ্য ও প্রাচীন বৃক্ষসকল বিদ্যমান ছিল। নরমুণ্ড ও মনুষ্যকঙ্কালে পরিব্যাপ্ত সেই স্থান যে দেখিত তাহারই মনে ভয়ের উদ্রেক হইত। অজ্ঞ লোকের

---

* ৭। ভোটদেশীয় তঞ্জুর গ্রন্থে কালিদাসের নাম দৃষ্ট হয়, উহা অতি প্রাচীন। এতদ্ভিন্ন যবদ্বীপেও বলিদ্বীপে কবিভাষায় কালিদাস কৃত রঘুবংশ ও কুমার সম্ভবের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে হিন্দুগণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন অতএব তাঁহাদের যবদ্বীপ গমনের পূর্ব্বে যে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন ইহা এক প্রকার নিশ্চিত ইহাদ্বারাও কালিদাস যে প্রথম শতাব্দীর লোক তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (বিশ্বকোষ)

* ৮। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে শরাসন ও বনপুষ্পমালাধারিণী যবনীগণ মৃগয়াপ্রিয় হিন্দুরাজের সহচারিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ;—"এসো বাণাসনহত্থাহিং জবণীহিং বনপুপ্প মালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছই পিঅ বঅস্সো" (২য় অঙ্ক অভিজ্ঞানশকুন্তল) পুরাবিদগণ এই চিত্রটী বাহ্লীক রমণীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে বাহ্লীকদিগের সহিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এরূপ স্থলে যে সময়ে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতবাসী হিন্দুর সম্বন্ধ ছিল কালিদাস সেই সময়ের লোক ছিলেন, অপর কোন সংস্কৃত নাটকে এরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। এতদ্বারা কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক ইহা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

বিশ্বাস ছিল এই ঘোর শ্মশানে একাকী গেলে অত্রত্য পিশাচী এবং ডাকিনীগণ তাহার প্রাণসংহার করে।

কেহই শ্মশানগমনে স্বীকৃত হইল না। তখন সেই দরিদ্র পশুপালক ব্রাহ্মণসন্তান ভাবিল ফলাহার প্রায় ঘটে না, যদি সুযোগ হইয়াছে ছাড়িব কেন? সে সকলের নিকট জানাইল যে সে যাইবে। প্রথমে কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না, শেষে তাহার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া সকলে বলিল "তুমি যে শ্মশানে যাইবে তাহার প্রমাণ কি? আমরা ত তোমার সঙ্গে যাইব না।" ব্রাহ্মণযুবক বলিল, "তোমরা কালীমন্দিরে ফলাহারের সামগ্রী রাখিয়া আইস, আমার ক্ষমতা থাকে ত গিয়া আহার করিব।"

**। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও অস্মদ্দেশীয় ইতিহাসলেখক বলেন "কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে জামিত্র শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন যথা ;—

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ
তিথৌ চ জামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়াঃ
বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ॥

(কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ)

এই জামিত্র শব্দটী গ্রীক্‌হোরা শাস্ত্রোক্ত ডিয়ামিত্রন্ বা ডিয়ামিত্রা শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীক্‌গণের হোরাশাস্ত্র খৃঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হয় নাই অতএব কালিদাস খ্রীঃ তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু এই কথার মূলে কোন যুক্তি নাই। গ্রীক্ হোরাশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইবার এবং খৃষ্ট জন্মাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রণীত প্রাচীনকবি হোমার প্রভৃতির গ্রন্থে ডিয়ামিট্রন্ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং জামিত্র শব্দটী অতি প্রাচীন বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষীয় লোকের পরিচিত ছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই একটী শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসকে তৃতীয় বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারেনা।" বিশ্বকোষ)

গ্রাম্য লোকেরা তাহাই করিল, দিবসে অনেকে একত্র গিয়া এক হাঁড়ী দধি ও যথেষ্ট চিপিটক রাখিয়া আসিল এবং সেই সময় হইতে রজনী দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণযুবককে আট্‌কাইয়া রাখিল। শৃগালের রবে নিশীথকাল উপস্থিত জানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ব্রাহ্মণ যুবক অকুতোভয়ে সেই তামসীনিশার

---

* ১০। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শন ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত কুমারসম্ভবকাব্যের ভূমিকায় কালিদাস সংক্রান্ত যে গল্পটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন নিম্নে উহার মর্ম্ম লিখিত হইল। "কোন নৃপতির একটী বিদুষী কন্যা ছিল। পিতা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত যে সকল পাত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, বিদুষী কন্যা শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকার সমাগত অনেক বর কন্যার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। শেষে পরাজয় ভয়ে কেহই আসিতে ইচ্ছা করিল না। তখন রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "অতঃপর যে পাত্র আসিবে তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।" দূতেরাও বারংবার গমনাগমনে খেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় বর আনিতে যাইবার সময় দেখিল একটী লোক বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়াছে তাহারই মূলদেশ ছেদন করিতেছে। তাহা দেখিয়া দূতেরা ঈর্ষ্যাবশতঃ উহাকেই কন্যার বররূপে সম্প্রদানশালায় উপস্থিত করিল। রাজাও পূর্ব্ব অঙ্গীকারবশতঃ পাত্রের দোষ গুণের বিচার না করিয়াই ঐ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পরিণয় সম্পন্ন হইল, বরবধূ বাসর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর রাজকুমারী তাঁহার পাণিগ্রহীতাকে বর্ব্বর এবং অপভ্রংশ ভাষী দেখিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। কালিদাস পত্নীকৃত অবমাননা প্রযুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর আরাধনা করিলেন। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভীষ্টবর প্রদান করিলেন। কালিদাস বিদ্যা ও

ঘন অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে সকলেরই হৃদয়ে যেন একপ্রকার করুণা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল "এই দরিদ্র যেন ফলাহারের লোভে আকৃষ্ট হইয়া জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিল না, আমরা কেন ইহাকে পাঠাইলাম।" অন্যেরা বলিল "এ কখনই সেই ভীষণ স্থানে যাইতে পারিবে না, দূর হইতে ডাকিনীদের নৃত্য দেখিয়াই ফিরিয়া আসিবে।" অপরে বলিল "যাইবে বটে কিন্তু প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না।" এইরূপ এক এক ব্যক্তি এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল।

এদিকে ফলাহার প্রার্থী যুবক কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চিপিটক ও দধি লইল এবং নির্ভয়ে বসিয়া উহা সমস্ত আত্মসাৎ করিল। আহারান্তে ভাবিল ফলাহার ত শেষ হইল, যাহাহউক আমি যে আসিয়াছিলাম উহার একটা

কবিত্বে বিভূষিত হইয়া পত্নী সকাশে গমন করিলেন এবং দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। পত্নী স্বরদ্বারাই তাঁহার স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ?" (কোন বিশেষ কথা আছে?) কালিদাস পত্নী বাক্যের অস্তি পদ অবলম্বন করিয়া "কুমারসম্ভব" কশ্চিৎপদ অবলম্বন করিয়া "মেঘদূত" এবং বাক্ পদ অবলম্বন করিয়া "রঘুবংশ" রচনা করিয়া পত্নীকে উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহার রচনাপাঠে রাজকুমারী নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া মহাসমাদরে পতিকে গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ কালিদাসের কাব্য রচনার খ্যাতি দিগদিগন্তর প্রচারিত হইতে লাগিল। গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কর্ণে কালিদাসের সুখ্যাতির সংবাদ প্রবিষ্ট হইলে, তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া উজ্জয়িনীর রাজকীয় নবরত্নসভার নবরত্নের অন্যতম পদে নিযুক্ত করিলেন।

নিদর্শন রাখিয়া যাইতে হইবে। আর কোথায় চিহ্ন রাখিবে। সেই মন্দিরে যে পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি বিরাজমান ছিলেন, তাঁহার দুই গণ্ডস্থলে দধি মাখা হস্তের দুইটী চপেটাকার চিহ্ন দিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইতেছে—এই সময় করুণাময়ী দেবীর হৃদয়ে অত্যন্ত কারুণ্য উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন "এই নির্ব্বোধ যুবক অতি লোভান্ধ, ফলাহারের আশায় জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিল না অতএব ইহার সাহসের পুরস্কারস্বরূপ বর প্রদান করিব।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া যুবককে বলিলেন "ওহে ব্রাহ্মণযুবক! তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর"। দেবীর কৃপায় যুবকের সুমতি হইয়াছে, সে ভক্তি গদ্গদ চিত্তে দেবীকে প্রণিপাত করিয়া বিদ্যা ও কবিত্ব যাচ্ঞা করিল। দেবী তথাস্তু বলিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ যুবক দেবীকে প্রণিপাত করিয়া সেই ঘোর নিশীথে একাকী গৃহে প্রতি গমন করিলে গ্রাম্য লোকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইল। গ্রামের ও দেশের লোকের মধ্যে এই অসীম সাহসের কথা লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। নানা লোকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল কিন্তু এখন আর সে পশুপাল ব্রাহ্মণতনয় নির্ব্বোধ নহে, সে জ্ঞানীর ন্যায় কথা বলিতেছে। তখন শাস্ত্রজ্ঞেরা দেবী মন্দিরে কোনরূপ বিভীষিকা দেখিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণযুবক সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিলেন এই যুবকের দয়াময়ী কালীর করুণায় জড়তা বিদূরিত হইয়াছে অতএব ইহার নাম কালিদাস হইল।

তাহারপর আত্মীয়গণের অনুরোধে কালিদাস অধ্যয়নে

প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ যাহা অধ্যয়ন করেন, তাহাতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। তদানীং তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত প্রতিভা প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। স্বদেশে তাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইলে সকলেই তাঁহাকে অন্যান্য দেশের নরপতিদিগের নিকট পরিচিত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি মগধ, কান্যকুব্জ কোশল,সৌরাষ্ট্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অবন্তিজনপদে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুকাল উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত পরিচিত হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অভীষ্টদেব হরপার্ব্বতীর লীলাময় কুমারসম্ভব-নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন।

রাজা এই মহাকাব্য পাঠে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ কুমারসম্ভবের রচনা অতুলনীয়, ইহার মধুরতর ভাবে কাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত না হয়। এই কাব্যের সমস্তই মনোহারী, যদৃচ্ছাক্রমে দুই একটী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম, ইহাদ্বারাই পাঠকগণ কালিদাসের কবিত্বের পরিচয় পাইবেন। অনেক পাঠক বাঙ্গালা পুস্তকে সংস্কৃত শ্লোক পছন্দকরেন না, তজ্জন্য কবিতাগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিলাম কিন্তু কালিদাসের কবিতার ভাবান্তর করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। কালিদাসের কবিতার মাধুরী কালিদাসের ভাষায়ই প্রকাশিত হইতে পারে, অন্যের ভাষায় হইতে পারেনা। আশাকরি পাঠকগণ নিম্নে টীকায় উদ্ধৃত এই মহাকবির প্রকৃতকবিতা-

গুলি পাঠকরিয়া উহার অনুপম মাধুর্য্য অনুভব করিবেন। কালিদাস কুমারসম্ভবের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

* যদিও পুত্রের পিতা হিমগিরিবর
তথাপি নয়ন তাঁর   নহে তৃপ্ত অনিবার
নিরখিয়া নবজাত কন্যকারতনে।
বসন্তে সৌরভময়   প্রফুল্ল কুসুমচয়
অলি তবু সদা রত রসালপ্রসূনে॥

এই কবিতাটীতে অপার স্নেহ, অনন্ত দর্শনলালসা ও কি অপূর্ব্ব মধুময় ভাব বর্ণিত হইয়াছে, আবার দেখুন অন্তস্থলে লিখিয়াছেন।

† শোভায় অতুল   স্বর্ণপদ্ম ফুল
কিন্তু গন্ধহীন তায়
করিছে দুঃখিত   সদা মম চিত
(কি কহিব বিধাতায়)
প্রায় একাধারে   জগৎ মাঝারে
সৃজিতে সকল গুণ
প্রবৃত্তি ধাতার   বিশ্ববিধাতার
পরাঙ্মুখী চিরদিন॥

---

* মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টি
স্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধো র্হি চূতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা॥
(কুমারসম্ভব ১ম সর্গ ২৭ শ্লোক)

† বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং
দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।

এই কবিতাটীতে কালিদাস দেখাইয়াছেন জগতে কিছুই পূর্ণ নহে, বিধাতা দোষ ও গুণ এই উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থের সমষ্টিতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তজ্জন্য বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থেই অংশতঃ গুণ ও দোষ দৃষ্ট হয়। কবি এই কাব্যের অন্য এক স্থলে বন্ধুত্বের কি এক সুন্দর আদর্শ দেখাইয়াছেন। কন্দর্প, হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তমা রতি শোকসন্তপ্ত হইয়া কতই রোদন করিলেন কিন্তু প্রিয়-তমের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না, আবার প্রাণেশের দর্শন-লালসায় বলিতেছেন।

* অয়ি স্মর! অচিরেতে দাও দরশন,
মাধব কাতর তব চিরমিত্র হায়।
কান্তাতে প্রণয় স্থির নহে অনুক্ষণ
বন্ধুজনে চিরস্থির বন্ধুর প্রণয় ॥

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, যিনি কুমারসম্ভব পাঠ

প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥
(কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ ২৮ শ্লোক)

* অয়ি সংপ্রতি দেহি দর্শনং
স্মর পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং
ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥
(কুমারসম্ভব ৪র্থ সর্গ ২৮শ শ্লোক)

করিবেন, তিনিই ইহার মনোহর ভাবমাধুর্য্যে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কিছুদিন পরে কালিদাস, রঘুবংশ নামক আর একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে উপহার প্রদান করিলেন। ইহা দ্বারা কালিদাসের যশোগরিমা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল, রঘুবংশ মহাকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর, অজবিলাপ, লঙ্কা হইতে রামের প্রত্যাগমন প্রভৃতির বর্ণনা কালিদাসের অলৌকিক সৃষ্টি, নিম্নে উহার দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী ইন্দুমতী স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিলে সভাস্থ নরপতিগণের যে অবস্থা হইয়াছিল কবি তাহাই বর্ণন করিতেছেন।

* ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কন্যকা হেরিতে
শত শত নৃপ আঁখি পড়িত তাহায়।
তাঁহাদের দেহমাত্র স্থিত আসনেতে
ধাবিত ইন্দ্রিয় মন নৃপেন্দ্র বালায়॥

অন্যস্থলে পাঠ করুন, ইন্দুমতী অজের রূপগুণে মোহিত হইয়াছেন, অথচ লজ্জাপ্রযুক্ত নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

---

* তস্মিন্ বিধা ।তিশয়ে বিধাতুঃ
কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রাঃ
দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু॥
(রঘুবংশ ৬ষ্ঠ সর্গ ১১শ শ্লোক)

* সেই যুবা বর প্রতি নিজ অভিলাষ,
লাজে নারে রাজবালা ফুটিয়া কহিতে।
রোমাঞ্চরূপেতে দেহ বিদরি তাঁহার
প্রকাশিল প্রেম যেন প্রণয়ী (অঙ্গেতে)॥

অন্যত্র দেখুন, দেবর্ষি নারদের বীণা হইতে স্খলিত মন্দার কুসুমেরমালা স্পর্শ মাত্র ইন্দুমতী অচেতন হইলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তালবৃন্ত ব্যজন ও সুশীতল জলসেকপ্রভৃতি কোন উপায়েই তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন না, মহারাজ অজ এক মাত্র প্রিয়তমার মরণে অধৈর্য্য হইয়া বহু বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন।

\+ অথবা প্রজান্তকারী কোমল বস্তুতে,
সুকোমল বস্তু দ্বারা করেন সংহার।
কোমলা নলিনী মৃতা হিমবিন্দুপাতে
ভূমণ্ডলে এই পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত তাহার॥

---

* সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং
শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্।
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিঃ
ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যাঃ॥
(রঘুবংশ ষষ্ঠসর্গ ৮১ শ্লোক)

\+ অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা॥
(রঘুবংশ ৮ম সর্গ ৪৫ শ্লোক)

রঘুবংশ রচনাদ্বারা কালিদাসের কবিত্বগৌরব দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার অসীম ক্ষমতায় বিমোহিত হইয়া বয়স্তপদে বরণ করিলেন। তাহারপর তিনি সগৌরবে উজ্জয়িনীতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীতে মহাকাল নামক এক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতে অবন্তী-তীর্থে বিরাজমান। বসন্তঋতুর তিরোভাব এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব সময়ে চৈত্রসংক্রান্তিতে উজ্জয়িনীতে মহাকালের পূজা উপলক্ষে বড়ই সমারোহ হয়, মহারাজ বিক্রমাদিত্য শৈব, সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী, দূত, ভৃত্য ও জনপদবাসী অধিকাংশই শৈব, বৌদ্ধধর্ম্মে দেশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বিক্রমাদিত্য বাহুবলে ও নানাকৌশলে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। শত শত প্রজা বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অভিনব শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে, যেখানে বৌদ্ধমঠ ছিল সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, রাজার পরিতোষের নিমিত্ত অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বৌদ্ধমতানুযায়ি-উপাসনা ও ধ্যান ধারণা ত্যাগ করিয়া শিবোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, দেশমধ্যে নূতন বায়ু প্রবাহিত হইল, নূতন রাজা, নূতন ধর্ম্ম, কালিদাসের নূতন কবিতা, উজ্জয়িনী যেন আমোদ তরঙ্গে ভাসমান। এইবার মহাকালের পূজা সন্নিহিত, উজ্জয়িনীতে বিপুলউদ্যোগ হইতেছে, নানা নগর ও নানা জনপদ হইতে অসংখ্য নরনারী কালপ্রিয়নাথের * যাত্রামহোৎসবে যোগ-

---

* মহাকাল শিবের নামান্তর কালপ্রিয়নাথ।

স্নান করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে। অন্যান্য বার এই উৎসবে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অন্যান্য যে সকল আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, এবার সে সমস্তই হইবে, অধিকন্তু উজ্জয়িনীর রাজধানীতে একটী অপূর্ব্ব নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেক প্রকার হীরক, মণি-মাণিক্য দ্বারা এই রঙ্গভূমি সুসজ্জিত করা হইয়াছে। রাজবরস্য মহাকবি কালিদাস, মহর্ষি ভরতকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নাট্যশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক অভিনব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে সেই অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় হইবে, এই আনন্দের সংবাদ প্রচারিত হইলে, প্রজাবর্গ আহ্লাদে অধীর হইল। মানুষ মাত্রেই প্রায় আমোদপ্রিয়, এত কাল বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত নীরস পঞ্চস্কন্ধের ব্যাখ্যা ও শূন্যবাদ লইয়া যাহারা কাল কাটাইতেছিল আজ তাহারা নাটক অভিনয়ের বার্ত্তা পাইয়া উজ্জয়িনীতে আসিল, যে সকল প্রদেশের লোক বিক্রমাদিত্যের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল না, তাহারাও এই আমোদ-প্রিয় নূতন শাসনকর্ত্তার অধীনতা অঙ্গীকার করিল। অনেক কৃতবিদ্য ও সামন্ত নরপতি রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন। কালিদাসের সেই অমৃতময় লেখনী-নির্গত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিনয় হইল। কালিদাস নাটকের প্রারম্ভে রাজার এবং তাঁহার উপাস্যদেব মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির স্মরণ করিয়া সূত্রধারের মুখদিয়া বলিতেছেন।

সূত্রধার। * আর্য্যে রস ও ভাবের মর্ম্মজ্ঞ বিক্রমাদিত্যের

---

* সূত্রধারঃ। আর্য্যে রসভাবদীক্ষাগুরো-র্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপ ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অস্যাং খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তল নামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ।

(অভিজ্ঞানশকুন্তল ১ম অঙ্ক)

এই সভা, পণ্ডিতমণ্ডলীপরিবৃত। অদ্য আমরা কালিদাসকর্ত্তৃক বিরচিত অভিনব অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের অভিনয়দ্বারা এই সভাস্থ ব্যক্তিগণের পরিতোষসাধন করিব।

অভিজ্ঞানশকুন্তল কি প্রকার কাব্য তাহা পাঠ না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, ইহার প্রতি অক্ষর রস ও ভাবে পূর্ণ। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—* "বসন্তকালের মুকুল এবং ফল, গ্রীষ্মকালের সর্ব্ববিধকুসুমের সুষমা ও যাহা কিছু মনের রসায়ন তৃপ্তিপ্রদ ও মোহকারী পদার্থ আছে সেই সমুদয় আর সুরলোকের ও ভূলোকের সৌন্দর্য্য যদি কেহ একাধারে অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলের সেবা করুন।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলের কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিব? ইহার পদ্য, গদ্য, সংস্কৃত, প্রাকৃত, সমুদয়ই মধুরভাবে পরিপূর্ণ। রাজা দুষ্মন্ত বনবাসিনী বল্কলপরিধানা স্বভাব-সুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিয়া বলিতেছেন।

† শৈবালবেষ্টিত তবু রম্য সরোজিনী,
বিধুর কলঙ্ক কৃষ্ণ তবু কান্তিময়।

---

* বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বঞ্চ তৎ
যৎকিঞ্চিন্মনসোরসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূদপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়ো
রৈশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্।"

জার্ম্মান্‌কবি গেটের মন্তব্য, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

† সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

বল্কলেও মনোহরা মুনীন্দ্রনন্দিনী
স্বভাব-মধুর দেহে কিনা শোভাময় ॥

আবার মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলা, তাঁহার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত তাঁহাদের বয়সের অনুরূপ ক্ষুদ্র কুম্ভে করিয়া আশ্রমের লতা এবং বৃক্ষে জলসেক করিতেছেন।

* "অনসূয়া। ওলো শকুন্তলা! সহকারতরুর স্বয়ম্বর বধূ, এবং তুমি যাহার বনতোষিণী নাম রেখেছ, সেই নবমালিকাকে ভুলে গেলে নাকি?"

শকুন্তলা। তাহা হইলে আপনাকেও ভুলিব। লতার নিকটে গিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করতঃ বলিতেছেন। সখি অতি-রমণীয় সময়েই এই লতা এবং পাদপের পরস্পর সমাগম ঘটিয়াছে।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥
(অভিজ্ঞানশকুন্তল ১ম অঙ্ক)

* অনসূয়া। হলা সউন্দলে ইঅং সঅংবর বহূ সহআরস্স তুএ কিদণা-মহেআ বণজোসিনী ত্তি ণোমালিআ ণং বিসুমরিদা সি।

শকুন্তলা। তদা অত্তাণং বি বিসুমরিস্সং। লতামুপেত্যাবলোক্য চ। হলা রমণী এ কখু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো।" ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদা এ উবহোঅক্খমো সহআরো। পশ্যন্তী তিষ্ঠতি।

প্রিয়ংবদা। অণসূএ জাণাসি কিং সউন্দলা বণজোসিণিং অদিমেত্তং পেক্খইত্তি।

অনসূয়া। ণ কখু বিভাবেমি কহেহি।

এই বনতোষিণী নবকুসুমরূপ যৌবন লাভ করিয়াছে, নবপল্লব উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং সহকার তরুও উপভোগে সমর্থ।

প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া জানিস্ শকুন্তলা বনতোষিণীকে অত করিয়া দেখে কেন?

অনসূয়া। না তাই ভাবি বল্ দেখি কি জন্য?

* প্রিয়ম্বদা। যেমন বনতোষিণী অনুরূপ পাদপের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে আমিও এই প্রকার নিজের অনুরূপ বর লাভ করিব, এই জন্য।

শকুন্তলা। এ তোমার নিজের অভিলাষের কথা কহিতেছ। (তাহার পর বৃক্ষের মূলে জল ঢালিয়া দিলেন)।

বনবাসিনী ঋষিকন্যাদের এই কথোপকথনগুলি কি মনোহর, এখানে কালিদাস প্রিয়ম্বদাকে চতুরার চূড়ামণি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার প্রতিভাসম্ভূত পরিহাস রসিকতা অনুপম। অনসূয়া তত প্রগল্‌ভা নহে, কিছু গম্ভীর প্রকৃতি। শকুন্তলা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, তাই কথায় কথায় প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে অপ্রতিভ করিতেছে।

প্রেম অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। ইহা কি প্রকার অলক্ষ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া কোন্ অবসরে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। রাজা শকুন্তলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও সরলতায় মুগ্ধ, শকুন্তলা ও মহনীয়স্বভাব রাজার প্রতি অনু-

---

* প্রিয়ম্বদা। জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাদবেণ সংগদা, অবি নাম এব্বং অহং অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅংত্তি।

শকুন্তলা। এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। কলসমাবর্জ্জয়তি ॥

রাগিণী কিন্তু এখনও উভয়ের প্রস্তাব উভয়ের কর্ণগোচর হয় নাই, কিন্তু রাজার ত শকুন্তলার মত প্রথম হাতে খড়ী হইতেছেনা সুতরাং তিনি শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়াই অনেক পরিমাণে আশান্বিত হইয়াছেন, তাই বলিতেছেন।

* "কিংবা আমার মনোরথ সিদ্ধি, সন্নিহিত। কেন না—

যদিও মুনির সুতা লজ্জায় কহে না কথা
আমা সহ, তবু দেখ আমার বচন।
শুনে অতি সাবধানে চাহেনা আমার পানে
কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টি করেনা অর্পণ॥"

যাঁহারা নব-পরিণয়ের পর বালিকা প্রণয়িনীর লজ্জামিশ্রিত অপরিস্ফুট প্রেম অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যদি ও শকুন্তলার এই পূর্ব্বরাগ নূতন পদার্থ নহে, তথাপি কবি এই স্বাভাবিক অবস্থাটী সরলভাবে কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া পাঠকের হৃদয় মোহিত করিয়াছেন।

আবার দেখুন, মহর্ষি কণ্বের শিষ্যদ্বয় ও গৌতমী, শকুন্তলাকে লইয়া হস্তিনাপুরে রাজা দুষ্মন্তের নিকট উপস্থিত। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে রাজা শকুন্তলার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু

---

* অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ—
বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া নতু দৃষ্টিরস্যাঃ॥
(অভিজ্ঞানশকুন্তল ১ম অঙ্ক)

একদিকে শকুন্তলার অনুপম রূপরাশি রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে, অপর দিকে ধর্ম্মভয় ও লোক লজ্জা, রাজা সমাজের আদর্শ, তিনি হঠাৎ একটী অপরিচিতা অন্তঃসত্বা সুন্দরী রমণীকে কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন ?

* রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন।

অনিন্দ্য রূপের রাশি উপস্থিত হেথা,
প্রথমে গৃহীত কি না তাই ভাবি চিতে।
হিমাচ্ছন্ন কুন্দে অলি প্রভাতেতে যথা
তেমতি ভুঞ্জিতে কিংবা না পারি ত্যজিতে॥

কবি এখানে ভ্রমরের সহিত রাজার ও তুষারাচ্ছন্ন কুন্দ কুসুমের সহিত অন্তঃসত্বা শকুন্তলার উপমা প্রদান করিয়া কি অসাধারণ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রমর যেমন প্রভাতে প্রফুল্ল কুন্দ কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া কুসুমটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে কিন্তু তুষারে আচ্ছন্ন সুতরাং তাহাতে বসিতে পারে না, রাজা ও তদ্রূপ শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন অথচ অন্তর্বত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

---

* রাজা। শকুন্তলাং নির্ব্বর্ণ্য। আত্মগতম্।
ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি,
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
নচ খলু পরিভোক্তুং নাপি শক্নোমি হাতুম্॥
(অভিজ্ঞানশকুন্তল ৫ম অঙ্ক)

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অনুপম অভিজ্ঞান শকুন্তলের অভিনয়ে উজ্জয়িনীবাসীরা মোহিত হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা কালিদাসকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে কালিদাস আর একখানি নূতন কাব্য রচনা করিলেন, ইহার নাম মেঘদূত। অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুসারে মেঘদূত খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত। কুবেরের অভিসম্পাত-প্রযুক্ত প্রণয়িনীর বিচ্ছেদে আত্মহারা যক্ষের বিরহবিলাপ এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস মেঘদূতের পূর্ব্বভাগে যে মেঘের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত ভৌগোলিক জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রামগিরিতে যক্ষের বিরহকালে অবস্থানের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। এই স্থানটী মধ্য ভারতবর্ষের বেঙ্গলনাগপুর রেলপথের বিলাসপুর ষ্টেসনের অনতিদূরে অবস্থিত। রামগিরিকে এখন রামটেক্ বলে। রামটেকে * এখনও কালিদাসের উল্লিখিত ছায়া-প্রধান বৃক্ষসকল ও জলাশয় বিদ্যমান আছে।

কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে আম্রকূট পর্ব্বত, নর্ম্মদানদী, দশার্ণদেশ, বিদিশানগরী, বেত্রবতীনদী, নীচশৈল, অবন্তীজনপদ, উজ্জয়িনীরাজধানী, নির্ব্বিন্ধ্যা ও শিপ্রানদী, মহাকালস্থান, গম্ভীরানদী, দেবগিরি, চর্ম্মণ্বতীনদী, ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ, সরস্বতীনদী, কুরুক্ষেত্র, কনখলতীর্থ, হিমালয়পর্ব্বত, হংসদ্বার, কৈলাসপর্ব্বত, মানসসরোবর, গঙ্গা, ও যক্ষপুরী অলকার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা পাঠ করিলে বোধ হয় তিনি স্বয়ং ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন,

* হিন্দুস্থানী ভাষায় টেক্ শব্দে পর্ব্বত।

তাহাই নানাবিধ নিপুণতাসহকারে বর্ণন করিয়াছেন। কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীই এক প্রকার ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। কালিদাস উজ্জয়িনীর সর্ব্ববিধ বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীর প্রমদাবর্গের হাবভাবে নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া মেঘদূতের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

* যদিও উত্তরে যেতে উজ্জয়িনী বাঁকা পথে
তবু তুমি যাইবে তথায়,
সৌধশিরে সমবেত নাগরী মহিলা যত
তারসনে কর পরিচয়।
প্রদীপ্ত বিজুলী দেখি পুরাঙ্গনা লোল আঁখি
যদি নেত্রে নাহয় পতিত,
তবে বৃথা ও নয়ন শুন সখে নবঘন!
নেত্র সুখে হইবে বঞ্চিত॥

কালিদাস এই কবিতাটী যে শুধু মেঘকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি জানিতেন, ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ুর সমষ্টি দ্বারাই মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং তিনি মেঘকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধ হয় তাঁহার বৈদে-

---

* বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥
(মেঘদূত ২৮ শ্লোক)

শিক বন্ধুদিগকে তাঁহার অধিষ্ঠিত মনোহর রাজধানী উজ্জয়িনীর শোভা সমৃদ্ধি ও আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি যক্ষপুরী অলকাকে উজ্জয়িনীর আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, প্রভেদের মধ্যে মর্ত্তাভূমির উজ্জয়িনীতে জরামৃত্যু ছিল, কিন্তু অলকায় বার্দ্ধক্য কিংবা মৃত্যু ছিলনা। সেখানে সকলেই যুবক যুবতী, সকলেই সুন্দর, সকলেই বিলাস ও আহ্লাদে মত্ত।

অলকার সেই মেঘস্পর্শী উন্নত প্রাসাদ সকল, মণিময়ী ভূমি, পুষ্পিত তরুসমূহ, গৃহময়ূরের কেকারব, আলোকস্তম্ভ-শোভিত রাজপথ, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ, বিরহ, যুবক যুবতীর ক্রীড়া কৌতুক, এই সমুদয়ই তদানীন্তন উজ্জয়িনী নগরীর উপযুক্ত। কালিদাস মেঘদূতে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বিরহী যক্ষের যে বিরহ-বিলাপ বর্ণন করিয়াছেন, উহা অপূর্ব্ব, উহার অনুবাদ হয় না। যক্ষ তাঁহার কল্পিত বন্ধু মেঘকে বলিতেছেন —

* নীরবে কাটেন কাল প্রেয়সী আমার
জীবনসঙ্গিনী মম জানিবে তাঁহায়,
সুদূর প্রবাসে আমি চিরসঙ্গী তাঁর,
একাকিনী চক্রবাকবধূসম হায়।

* তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥
(মেঘদূত ৮৫ শ্লোক)

বিরহে কাতরা অহো সুদীর্ঘ দিবসে
নিয়ত শিশিরপাতে যেমতি পদ্মিনী।
শোভাহীনা সেইরূপ বিরহিণীবেশে
রয়েছেন প্রিয়া মম এই মনে গণি॥

অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কালিদাস এই ক্ষুদ্র কাব্যে কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, "কালিদাস যদি অন্য কোন কাব্য না লিখিতেন, তাহা হইলেও কেবল মেঘদূত রচনা দ্বারাই তিনি জগতে সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন।"

এতদ্ভিন্ন এই মহাকবি কালিদাসের রচিত অন্যকোন কাব্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং ইহার শেষ জীবনে বিশেষ কিছু ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে * মগধাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সুলুকাতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া যবনী রমণী ও বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার ষাট্ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার

---

* চন্দ্রগুপ্তস্তস্য সুতঃ পৌরসাধিপতেঃ সুতাং।
সুলুকাস্য তথোদ্বাহ্য যাবনীবৌদ্ধতৎপরঃ॥
ষষ্টিবর্ষং কৃতং রাজ্যং বিন্দুসারস্ততোঽভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমশোকস্তনয়োঽভবৎ॥

পুত্র বিন্দুসার * জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি ও পিতার ন্যায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অশোক জন্মগ্রহণ করিলেন। অশোকের রাজত্বকালে † কান্যকুব্জ-নিবাসী ব্রাহ্মণেরা

এতস্মিন্নেব কালে তু কান্যকুব্জো দ্বিজোত্তমঃ।
অর্ব্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ ॥
বেদমন্ত্রপ্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারি ক্ষত্রিয়াঃ।
প্রমরঃ সামবেদী চ চপহানি র্যজুর্ব্বিদঃ ॥
ত্রিবেদী চ তথা শুক্লোঽথর্ব্বা স পরিহারকঃ।
ঐরাবতকুলে জাতান্ গজানারুহ্য তে পৃথক্ ॥
অশোকং স্ববশং চক্রুঃ সর্ব্বে বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ।
চতুর্লক্ষাঃ স্মৃতা বৌদ্ধা দিব্যশস্ত্রৈঃ প্রহারিতাঃ ॥
অবন্তে প্রমরো ভূপশ্চতুর্যোজনবিস্তৃতাং।
অম্বাবতীং নামপুরীমধ্যাস্য সুখিতোঽভবৎ ॥
চিত্রকূটগিরের্দ্দেশে পরিহারো মহীপতিঃ।
কালিঞ্জরপুরং রম্যমক্রোশায়তনং শুভম্ ॥
অধ্যাস্য বৌদ্ধহন্তা স সুখিতোঽভবদূর্জ্জিতঃ।
রাজপুত্রাখ্যদেশে চ চপহানি র্মহীপতিঃ ॥
অজমেরপুরং রম্যং বিধিশোভাসমন্বিতং।
চাতুর্ব্বর্ণ্যযুতং দিব্যমধ্যাস্য সুখিতোঽভবৎ ॥
শুক্লোনাম মহীপালো গত আনর্ত্তমণ্ডলে।
দ্বারকাং নাম নগরীমধ্যাস্য সুখিতোঽভবৎ ॥

(ভবিষ্যপুরাণ)

* প্রজ্ঞাপারমিতা, অবদানকল্পলতা ললিতবিস্তর, মহাবস্তু প্রভৃতি বহু-সংখ্যক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে বিন্দুসার বিম্বিসার নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

† মহারাজ অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম অতিবিস্তার লাভ করিয়াছিল, এত দীর্ঘকালের পরিবর্ত্তনের পরও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই স্তম্ভে ও শিলা-

অর্ব্বুদপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মহোমের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের বেদমন্ত্রের প্রভাবে চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রমরবংশীয়েরা সামবেদী, চপহানিবংশীয়েরা * যজুর্ব্বেদী শুক্লবংশীয়েরা ত্রিবেদী এবং পরিহারবংশীয়েরা অথর্ব্ববেদী।

তাঁহারা ঐরাবতকুলসম্ভূত গজসমূহে আরোহণপূর্ব্বক অশোককে স্ববশে আনয়ন করিয়া সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। চারিলক্ষ বৌদ্ধ অস্ত্রধারা প্রহারিত হইয়াছিল। প্রমরভূপতি অবন্তি জনপদের চতুর্যোজন বিস্তৃত অবন্তীনগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। পরিহারক নরপতি চিত্রকূট প্রদেশে রমণীয় কলিঞ্জরপুরে অধিষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধদিগকে হননপূর্ব্বক সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। চপহানি নৃপতি রাজপুতানা প্রদেশে বিবিধ শোভাসমন্বিত সুরম্য চতুর্বর্ণের অধিষ্ঠিত অজমেরনগরে বাস করিয়া

খণ্ডে অশোকের অনুশাসন দৃষ্ট হয়। এই অশোকের রাজত্বকালে কান্যকুব্জের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুক্তি করিয়া অর্ব্বুদ পর্ব্বতে গিয়া শকজাতির একটী সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদানপূর্ব্বক অশোকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিয়া নানা দেশ অধিকার করিলেন। কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম ও প্রভুত্ব রক্ষিত হইল। তাঁহারা শকসম্প্রদায়ের কোনটীর সূর্য্যবংশ, কোনটীর চন্দ্রবংশ, কোনটীর অগ্নিবংশ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই চারি প্রকার ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না।

* চপহানি—চোহানবংশ।

সুখী হইয়াছিলেন। গুরুনানক মহীপতি আনর্ত্তমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক দ্বারকানগরীতে অধিষ্ঠান করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

* অনন্তর কলিযুগের দুই হাজার আটশত ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে, প্রমর ভূপতি ছয় বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর তৎপুত্র মহামদ্ পিতার অর্দ্ধেক সময় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবাপি পিতার তুল্য সময় রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র দেবদূত পিতার তুল্যসময় রাজ্যভোগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার পুত্র গন্ধর্ব্বসেন পঞ্চাশৎ বৎসর পৃথিবী শাসন করিয়া নিজতনয় শঙ্খকে সিংহাসনে

---

* অষ্টাবিংশশতে বর্ষে ত্রিংশাব্দে চাধিকে কলৌ।
প্রমরো নাম ভূপালঃ কৃতরাজ্যঞ্চ ষট্ সমাঃ॥
মহামদস্ততো জাতঃ পিতুরর্দ্ধংকৃতং পদং।
দেবাপিস্তনয়স্তস্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্॥
দেবদূতস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদং।
তস্মাদ্গন্ধর্ব্বসেনশ্চ পঞ্চাশদব্দভূপদম্॥
কৃত্বাচ স্বসুতং শঙ্খমভিষিচ্য বনং গতঃ।
শঙ্খেন তৎপদং প্রাপ্তংরাজ্যং ত্রিংশৎসমাঃ কৃতম্॥
দেবাঙ্গনা বীরমতী শক্রেণ প্রেষিতা তদা।
গন্ধর্ব্বসেনং সংপ্রাপ্য পুত্ররত্নমজীজনৎ॥
সুতস্য জন্মকালে তু নভসঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
পেতুর্দুন্দুভয়ো নেদুর্ব্বান্তি বাতাঃ সুখপ্রদাঃ॥
শিবদৃষ্টির্দ্বিজো নাম শিষ্যৈঃসার্দ্ধং বনংগতঃ।
বিশুদ্ধিং কর্ম্মযোগং চ সমারাধ্য শিবোঽভবৎ॥
ঊনত্রিংশচ্ছতে বর্ষে ত্রিংশাব্দে চাধিকে কলৌ।
শকানাঞ্চ বিনাশার্থমার্য্যধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে॥

অভিষেক করতঃ বনে গমন করিয়াছিলেন। ঈদৃশসময়ে দেব-রাজ, বীরমতী নাম্নী দেবাঙ্গনাকে গন্ধর্ব্বসেনের নিকট প্রেরণ করেন, গন্ধর্ব্বসেন সেই দেবাঙ্গনার গর্ভে একটী পুত্ররত্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন।

সেই পুত্রের জন্মকালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভি নিনাদিত এবং সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। শিবদৃষ্টি-নামক কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের সহিত বন গমন করিয়াছিলেন,

---

জাতঃ শিবাজ্ঞয়া সোঽপি কৈলাসাদ্গুহ্যকালয়াৎ।
বিক্রমাদিত্যনামানং পিতা কৃত্বা মুমোদ হ॥
স বালোঽপি মহাপ্রাজ্ঞঃ পিতৃমাতৃপ্রিয়ঙ্করঃ।
পঞ্চবর্ষে বয়ঃপ্রাপ্তে তপসোঽর্থে বনং গতঃ॥
দ্বাদশাব্দং প্রযত্নেন বিক্রমেণ কৃতং তপঃ।
পশ্চাদম্বাবতীং দিব্যাং পুরীং যাতঃ শ্রিয়ান্বিতঃ॥
দিব্যং সিংহাসনং রম্যং দ্বাত্রিংশন্মূর্ত্তিসংযুতং।
শিবেন প্রেষিতং তস্মৈ সোঽপি তৎপদমগ্রহীৎ॥
বেতালস্তস্য রক্ষার্থং পার্ব্বত্যা নির্ম্মিতো গতঃ।
একদা স নৃপো বীরো মহাকালেশ্বরস্থলম্॥
গত্বা সম্পূজয়ামাস দেবদেবং পিনাকিনং॥
সভা ধর্ম্মময়ী তত্র নির্ম্মিতা শুদ্ধবিস্তরা।
নানাধাতুকৃতস্তম্ভা নানামণিবিভূষিতা॥
নানাদ্রুমলতাকীর্ণা পুষ্পবল্লীভিরন্বিতা।
তত্র সিংহাসনং দিব্যং স্থাপিতং তেন শৌনক॥
আহূয় ব্রাহ্মণান্ মুখ্যান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
পূজয়িত্বা বিধানেন ধর্ম্মগাথামশৃণোৎ॥

(ভবিষ্য পুরাণ)

তিনি বিশুদ্ধি এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া শিবত্ব লাভ করেন। কলিযুগের দুই হাজার নয়শত ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে শকগণের বিনাশ ও আর্য্যধর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনিই যক্ষবেষ্টিত কৈলাসপর্ব্বত হইতে মহাদেবের আজ্ঞায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা গন্ধর্ব্বসেন বিক্রমাদিত্য নামক সেই তনয় উৎপাদন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

পিতা মাতার প্রিয়কারী ও অতিশয় প্রাজ্ঞ সেই বালক পঞ্চবর্ষ বয়সে বনগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে অবন্তী নামক শোভান্বিত দিব্যপুরীতে গমন করেন। মহাদেব তাঁহার নিমিত্ত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিযুক্ত রমণীয় সিংহাসন প্রেরণ করেন, তিনিও সেই সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী বিক্রমাদিত্যের রক্ষার্থ বেতালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেতাল বিক্রমাদিত্যের নিকট অবস্থান করিত। একদা সেই বিক্রমাদিত্য নরপতি মহাকাল স্থলে গমনপূর্ব্বক দেবদেব পিনাকীকে পূজা করিয়াছিলেন এবং সেখানে ব্যূহবেষ্টিতা নানাধাতুময় স্তম্ভশোভিতা বিবিধরত্ন সমন্বিতা ধর্ম্মময়ী সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সভা নানা বৃক্ষলতায় ও পুষ্পপল্লবে শোভিত ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই উজ্জয়িনী নগরীতে দিব্য সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, হে শৌনক? তিনি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মগাথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

নবরত্নসভা বা ভারতের প্রাচীন-বিশ্ববিদ্যালয়।

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিলে বোধ হয় কবিবা পুরাণকার দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করিয়া এই উপখ্যানটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন এবং বেতাল ইহার শরীর রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। ইনি উচ্চতম জ্ঞানচর্চ্চার নিমিত্ত যে একটী বিদ্বৎসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহাতে ধন্বন্তরি প্রভৃতি নয়জন মহামনীষী প্রধান সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তজ্জন্য এই পণ্ডিতসভা নবরত্নসভা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশ হইতে পণ্ডিত গণ এখানে আগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করতঃ যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। যাঁহাদের অধিষ্ঠানে এই সভা এতদূর বিখ্যাত হইয়াছিল, ক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে। *

---

* নবরত্ন সভায় যে নয়জন পণ্ডিতের নাম দেখা যায়, ইঁহাদের গ্রন্থপাঠ করিলে এই সকল পণ্ডিত যে সমসাময়িক তাহা বলিয়া বোধ হয় না, তবে যাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তাঁহাদের কেহ কেহ ঐ সময় বর্ত্তমান ছিলেন, অবশিষ্ট ঐ সকল নামক পণ্ডিত দ্বারা এই মহতী বিদ্বৎসমিতি পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সকল পণ্ডিতের যথার্থ কাল নির্ণয় করা অতিকঠিন, অতএব সে দিকে তত আস্থা না করিয়া যথাশক্তি ইঁহাদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহে সচেষ্ট হইলাম।

ধন্বন্তরি।

নবরত্নসভায় যে নয়জন পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে ধন্বন্তরিই প্রথমে আখ্যাত হইয়াছেন। ধন্বন্তরির ইতিবৃত্ত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, ভবিষ্যপুরাণে ধন্বন্তরির যে বিবরণ পাঠকরা যায়, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল।

* ত্রেতাযুগের শেষে সিংহলদ্বীপে পরীক্ষিতনামা এক নরপতি

---

* ত্রেতান্তে সিংহলদ্বীপে পরীক্ষিতো নৃপোঽভবৎ।
বেদধর্মপরো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ॥
তস্য ভানুমতী কন্যা সর্বাঙ্গসুন্দরাঙ্গনা।
ভক্তিভাবেন সবিতা প্রত্যহং তদগৃহে স্বয়ং॥
তয়া কৃতং ভক্তং ভক্ষ্যং মধ্যাহ্নে ভুক্তবান্ প্রভুঃ।
রবিবারে কদাচিৎ সা কুমারী সাগরং প্রতি॥
স্নানার্থমাগতা কন্যা তদা নারদ আগতঃ।
দৃষ্ট্বা মনোরমাং কন্যামেকলাং জলমধ্যগাং॥
গৃহীত্বা বসনং তস্যা বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।
পাণিং গৃহাণ মে সুভ্রু কন্দর্পো বশমাগতঃ॥
ইত্যাকর্ণ্য তু মুনিং কুমারী নম্রকন্ধরা।
উবাচ শৃণু দেবর্ষে কন্যাহং স্বংহৃতপ্রদঃ॥
ভবান্ দেবাঙ্গনাভিশ্চ প্রার্থিতঃ স্বর্গমণ্ডলে।
ক্ব চ বৈ মেনকা রম্ভা ক্বাহং নম্রযোনিজা॥
নবযোবনৈমু দেহেঽস্মিন্ দুর্গন্ধাঃ সংস্থিতাঃ সদা।
নৈব দেবাঙ্গনাঙ্গে বৈ তস্মাত্তুভ্যং নমো নমঃ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা লজ্জিতো নারদস্তদা।
মহাদেবমুপাগম্য প্রোক্তবান্ সর্বকারণং॥

ছিলেন। তিনি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান ও দেবতা এবং অতিথিগণের পূজা করিতেন। তাঁহার কন্যা ভানুমতী সূর্য্যব্রতে অনুরক্তা ছিলেন। তাঁহার ভক্তিভাবে বাধ্য হইয়া স্বয়ং ভগবান্ সূর্য্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া

কৃষ্টিভুতং মুনিং দৃষ্ট্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
তুষ্টাব ভাস্করং দেবং তদাপ্রাদুরভূৎ প্রভুঃ॥
নারদস্য শুভঃ দেহং কৃত্বা শিবমুবাচ হ।
আজ্ঞাং দেহি মহাদেব তবাশাং পুরয়াম্যহং॥
ইত্যুক্তং তং শিবং প্রাহ দ্বিজোভূত্বা ভবান্ ভুবি।
গৃহাণ নৃপতেঃ কন্যাং রবিণা তু তথাকৃতং॥
সবিতা ভানুমত্যাচ সার্দ্ধং কৃত্বা তপোঽব্দং।
সূর্য্যলোকং পুনঃ প্রাপ্তা স পৌষে চ প্রকাশকৃৎ॥
তং ভজাশু মহেন্দ্র ত্বং দেবকার্য্যং প্রসাধয়।
সূতউবাচ। ইতিশ্রুত্বাগুরোর্ব্বাক্যং মহেন্দ্র শ্চ সুরৈঃসহ॥
সবিতারং পৌষমাসে তুষ্টাব শুভপূজনৈঃ।
তদা প্রসন্নো ভগবান্ দেবানাহ শুভং বচঃ॥
অহং কাশ্যাং ভবাম্যদ্য নাম্না ধন্বন্তরিঃ স্বয়ং।
রোগৈশ্চ পীড়িতাস্তেঽত্রকান্ কলিনা নির্ম্মিতৈর্জ্জ্বরৈ।
শময়িষ্যামি ভক্ত্যোষা দেবকার্য্যং ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সূর্য্যঃ কাশীমধ্যসমাগতঃ॥
কচ্ছদত্তস্ত বিপ্রস্য পুত্রো ভূত্বা মহীতলে।
দুষ্ক্রতং রাজ-পুত্রংচ বিপ্রবৃন্দসমন্বিতং॥
শিষ্যং কৃত্বা প্রসন্নাত্মা কল্প বেদ-নদী-করোৎ।
রোগৈশ্চ ক্ষপিতং দেহং কারয়েতদ্দৃঢ়ং বুধৈঃ॥

তদীয় প্রদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিতেন। এক দিন রবিবারে সেই ভানুমতী স্নানের নিমিত্ত সাগরে গমনকরিয়াছেন, এমন সময় নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই মনোরমা রাজবালাকে একাকিনী জলমধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বসন-ধারণ-পূর্ব্বক নির্ভয়ে বলিলেন "রাজকুমারি! আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর"। রাজকুমারী তাঁহার প্রস্তাবশ্রবণে লজ্জায় গ্রীবা ঈষৎ নত করিয়া বলিলেন "মুনিবর! শুনুন আমি কুমারীমাত্র আপনি পুত্রের পিতা হইবার যোগ্য, স্বর্গমণ্ডলে কত দেবা-ঙ্গনা আপনাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কোথায় মেনকা রম্ভা, আর কোথায় আমি মানবকুমারী! আমরা মানুষী, আমাদের গাত্রে সেরূপ সৌরভ নাই, দেবাঙ্গনাদের দেহে যেরূপ মনোহর সৌরভ আছে, অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতেছি"। ইহা শুনিয়া নারদমুনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের নিকটে গিয়া সমুদয় নিবেদনকরিলেন। এদিকে নারদের দেহ কুষ্ঠ-রোগে বিকৃত হইয়াছে, ভগবান্ শঙ্কর নারদের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া আরোগ্যকর্ত্তা ভগবান্ ভাস্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব নারদের দেহ রোগমুক্ত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,

---

তস্য আনিক তন্ত্রে হস্মিন্ কল্পবেদমতঃ স্মৃতম্ ॥
ধন্বন্তরিঃ স ভগবান্ প্রসিদ্ধোঽভূৎ কলৌ যুগে।
যস্য দর্শনমাত্রেণ রোগা নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥
সুশ্রুতঃ কল্পবেদং তং ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতং।
পঠিত্বা চ শতাধ্যায়ং সুশ্রুতং তন্ত্রমাকরোৎ ॥
(ভবিষ্যপুরাণ।)

"দেবদেব! আজ্ঞা করুন আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" মহাদেব বলিলেন "আপনি ব্রাহ্মণরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করুন।" তাহার পর ভগবান্ রবি তাহাই করিলেন এবং তাঁহার পত্নী ভানুমতীর সহিত তপস্যা করিয়া পুনরায় সূর্য্যমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। মহাদেব দেবরাজকে, বলিলেন "ইন্দ্র! তুমি সূর্য্যকে সেবা করিয়া দেব কার্য্য সম্পন্ন কর।"

সূত বলিলেন;—দেবরাজ মহাদেবের বাক্য শুনিয়া পৌষমাসে দেবগণের সহিত বিবিধবিধানে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সূর্য্যকে স্তব করিয়াছিলেন। ভাস্কর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমি কাশীতে ধন্বন্তরি নামে স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিব। কলির প্রভাবে ভূমণ্ডলের লোক রোগপীড়িত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিব, ইহাতে দেবকার্য্য সম্পন্ন হইবে।" এই কথা বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য কাশীধামে আবির্ভূত হইয়া কল্পদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য বিপ্রগণের সহিত রাজপুত্র সুশ্রুতকে শিষ্য করিয়া কল্পবেদ নির্ম্মাণ করিলেন। রোগ দ্বারা ক্লিষ্ট দেহকে কাল্প বলে, তাহার জ্ঞান যাহাতে বিদ্যমান আছে, তাহাই কল্পবেদ। ধনন্তরি কলিযুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ রোগক্ষয় হইত। রাজকুমার সুশ্রুত ধন্বন্তরি-প্রণীত কল্পবেদ অধ্যয়ন করিয়া আট অধ্যায় বিশিষ্ট সুশ্রুত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বরাহমিহিরাচার্য্য।

নবরত্নসভার অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বরাহমিহিরাচার্য্য। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনকালে বরাহমিহিরের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্ ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, বৃহদ্বিবাহ-পটল, লঘুবিবাহপটল, বৃহদ্যোগযাত্রা, লঘুযোগযাত্রা প্রভৃতি অতি-উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত মতভেদ আছে। ভবিষ্যপুরাণে বরাহমিহিরের যে উৎপত্তি বিবরণ বর্ণিত আছে, আমি এখানে তাহাই উল্লেখ করিলাম।

* পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরনগরীতে এক গণক-

---

* পুরা কাঞ্চীপুরে রম্যে গণকব্রাহ্মণোত্তমঃ।
পুরোধাঃ সত্যদত্তস্য রাজ্ঞো বেদপরস্য বৈ ॥
একদা গণকো ধীমান্ সত্যদত্তমুবাচ হ।
মুহূর্ত্তোঽভিজিদাখ্যোঽয়ং পুষ্যানক্ষত্র সংযুতঃ ॥
হাটং কুরু মহারাজ নাম্নাঽহং বহুবৃত্তিদং।
ইতিশ্রুত্বা তথা কৃত্বা ক্ষিতিমণ্ডলিনা পুরে ॥
নরানাজ্ঞাপয়ামাস তচ্ছৃণুষ্ব সুরোত্তম।
অক্রীতং যস্য বৈ বস্তু হাটে হস্মিন্ বৈশ্যকোবিদৈঃ ॥
ময়া ক্রীতং চ তৎ-ক্রয়ং সত্যমেতদ্বচো মম।
ইতিশ্রুত্বা শূদ্রজনাশ্চক্রুর্নানাবিধং বহু ॥
বৈশ্যস্তৎ সর্ব্বং তদা ক্রীতং মহান্ হাটো হি সোঽভবৎ।
একদা লোহকারশ্চ শনিগ্রহং লোহরূপি যৎ ॥
কৃত্বা হাটমুপাগম্য শতমুদ্রামযাচত।
অক্রীতং পুরুষং রাজ্ঞা জ্ঞাত্বা লোহনরিগ্রহম্ ॥

ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সত্যদত্তনামক নরপতির পুরোহিত। একদিন সেই পণ্ডিতবর গণক বলিলেন "মহারাজ! অভিজিতের মুহূর্ত্তে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, যদি ঐ সময় হাট বসান হয়, তাহা হইলে বহুবৃত্তি লাভ হইবে"। রাজা সেই বাক্য অনুসারে ঢেঁরা পিটিয়া জনসাধারণকে আদেশ করিলেন "এই হাটে বণিক্‌গণ যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিবে না, আমি সে সমস্ত ক্রয় করিব"। ইহা শুনিয়া শূদ্রগণ নানাপ্রকার দ্রব্য সেই হাটে উপস্থিত করিতে লাগিল, বৈশ্যগণ সে সমস্তই ক্রয় করিত। ক্রমে ক্রমে ঐ হাট অতিবৃহৎ হইয়া উঠিল। একদিন এক লৌহকার লৌহনির্ম্মিত

ক্রীতং তং শতমুদ্রাভি গৃহীত্বা গেহমাগমৎ।
কোষাগারে তদা রাজা স্থাপিতোঽভূদ্দরিদ্রকঃ॥
নিশীথে তস্য উদ্ভূতে কর্ম্মধর্ম্মাদয়স্তথা।
ভূপগেহাৎ সমাগম্য পঞ্চতত্ত্বস্তু নির্গতাঃ॥
তৎপশ্চাৎ সত্যপুরুষো রাজানমিদমব্রবীৎ।
দরিদ্রো পুরুষো যত্র তত্র কর্ম্মী নরো নহি॥
কর্ম্মণা রহিতো ধর্ম্মী ভূতলে ন স্থিরো ভবেৎ।
ধর্ম্মেণ রহিতা লক্ষ্মীর্ন শোভতি কদাচন॥
অহং লক্ষ্ম্যা বিহীনশ্চ ন তিষ্ঠামি কদাচন।
ইত্যুক্ত্বা গন্তুমিচ্ছন্তং গৃহীত্বা করয়োর্নৃপঃ॥
নম্রভূত্বা বচঃ প্রাহ শৃণু সত্য মম প্রিয়!
ন ত্যাজ্যো হি ময়া দেব। ভবান্ কিং গন্তুমর্হতি॥
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং সত্যদেবো গৃহেঽগমৎ।
তৎপশ্চাচ্চ স্বয়ংলক্ষ্মীস্তদ্গৃহে গন্তুমুদ্যতা॥
তামাহ ভূপতি র্ধীরো দেবি ত্বং চঞ্চলা সদা।
অচলা ভব ভো মাত স্থহি মন্মন্দিরংব্রজ॥

দরিদ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া হাটে উপস্থিত করিল এবং তাহার বিনিময়ে শতমুদ্রা প্রার্থনা করিল। কোন ব্যক্তিই ঐ দরিদ্র-মূর্ত্তি ক্রয় করিল না জানিয়া রাজা শতমুদ্রায় উহা ক্রয় করিলেন এবং গৃহে আনয়ন করিয়া ধনাগারে স্থাপন করিলেন। নিশীথ-কাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম রাজার সাক্ষাতেই রাজভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর সত্যপুরুষ রাজাকে বলিলেন "*যেখানে দরিদ্র পুরুষ সেখানে কর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না।*

ইতিশ্রুত্বা বরংরত্না নৃপগেহং যযৌ তদা।
পুরোধসং তং গণকং সমাহূয় নৃপোত্তমঃ ॥
অক্ষস্বর্ণং দদৌ তস্মৈ কথিত্বা সর্ব্বকারণং।
পুত্রজন্মনি কালেতু সংপ্রাপ্তে তেন বৈ ধনম্ ॥
ব্যয়ংকৃত্বা ধনং সর্ব্বং পোষয়ামাস বালকং।
পুষানাম ততো জাতো মার্গশীর্ষে শুভে দিনে ॥
স তু সূর্য্যং সমারাধ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রপরঃ সদা।
সূর্য্যে তু মোক্ষমগমদ্দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥
তস্মাত্ত্বং মার্গশীর্ষে বৈ রবিং দেবেন্দ্র পূজয়।
সূত উবাচ ;—
দেবেন্দ্রপূজনাৎ সূর্য্যঃ সমাগম্য তদা স্বয়ম্ ॥
পুষানাম বচো দেবান্ববাচ মধুরস্বরঃ।
উক্তবিজ্ঞানহং বাঞ্ছে দেবা রুদ্রবলেশ্বর হে ॥
নাম্না চ মিহিরাচার্য্যো জ্যোতিঃ-শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সূর্য্য পুত্রো জাতো দ্বিজস্ত বৈ ॥
মূলগণ্ডান্তবিষয়েঽভিজিদ্‌যোগে শুভক্ষণে।
জাতমাত্রং চ তং পুত্রং পিতা কাষ্ঠকটাহকে ॥
ধৃত্বা ক্ষিপ্ত্বা নদীমধ্যে নিশীথে সমবাসয়ৎ।
সমুদ্রনগরস্থপুরে রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষিতঃ ॥

যেখানে কর্ম্ম নাই সেখানে ধর্ম্মই বা কি প্রকারে স্থিরভাবে থাকিবে? ধর্ম্ম বিরহে লক্ষ্মীও কদাচ শোভা পাইতে পারেন না। আমি লক্ষ্মী ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারি না" ইহা বলিয়া সত্যপুরুষ গমনে উদ্যত হইলে রাজা তাঁহার কর ধারণ করিয়া অতিবিনীতভাবে বলিলেন "সত্য! আপনি আমার একমাত্র প্রিয়, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না"। সত্য রাজার বাক্য শ্রবণে পুনরায় রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর স্বয়ং লক্ষ্মীও রাজভবনে প্রতিগমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা ধীরভাবে লক্ষ্মীকে বলিলেন "আপনি সদা চঞ্চলা, জননি! যদি অচঞ্চল ভাবে আমার গৃহে বিরাজ করেন, তবেই আমার গৃহে গমন করুন"। লক্ষ্মী তাহাতে সম্মত হইয়া রাজভবনে গমন করিলেন। তাহার পর রাজা সেই গণককে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই গণকের একটী পুত্র জন্মিল, তিনি তদুপলক্ষে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া পুত্রকে পোষণ করিলেন, তজ্জন্য পুত্রের নাম পুষা হইল। জ্যোতিঃশাস্ত্রপরায়ণ সেই গণকব্রাহ্মণের পুত্র অগ্রহায়ণমাসের শুভদিনে সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া সূর্য্যের প্রসাদে সূর্য্যমণ্ডলেই মোক্ষ লাভ করিলেন, অতএব দেবরাজ! আপনিও অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য আরাধনা করুন।

সূত বলিলেন ;—

দেবরাজের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন "দেবগণ! আমি উজ্জয়িনীতে গিয়া রুদ্রবসুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিব, আমার নাম মিহিরাচার্য্য হইবে, আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইব"। এই কথা বলিয়া ভগবান্

পূর্ব্বা গণ্ডযোগে অভিজিতের মুহূর্ত্তে রুদ্রবসু নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা জাতমাত্র * গণ্ডদোষাশ্রিত সেই বালককে অল্পায়ু জানিয়া কাষ্ঠের কটাহে স্থাপনপূর্ব্বক নিশীথকালে নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। পুত্র কটাহসহিত সমুদ্রে গিয়া পড়িল, রাক্ষসীরা কটাহস্থিত শিশুকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া প্রতিপালন

লঙ্কামাগম্য তত্রৈব জ্যোতিঃশাস্ত্রমধীতবান্।
জাতকং কলিতং চৈব মূকপ্রশ্নং তথাদ্ভিতঃ॥
পঠিত্বা রাক্ষসেন্দ্রং চ বিভীষণমুপাগমৎ।
ভক্তরাজ! নমস্তুভ্যং বিভীষণ হরিপ্রিয়॥
আদৃতো রাক্ষসীভিশ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ।
ইতি শ্রুত্বা চ স নৃপো বৈষ্ণবং দ্বিজমুত্তমন্॥
মত্বা সংপ্রেষয়াস যত্র তজ্জন্মভূমিকা।
ম্লেচ্ছৈ র্বিনাশিতং যত্তু বেদাঙ্গং জ্যোতিষাংগতিঃ॥
পুনরুজ্জ্বালিতং তেন ত্রিধাভূতং সনাতনম্।

ইতি শ্রীভবিষ্যে মহাপুরাণে প্রতিসর্গে পর্ব্বণি চতুর্থযুগখণ্ডাপরপর্য্যায়ে কলিযুগীয়েতিহাসসমুচ্চয়ে মধ্যাচার্য্যশ্রীধরাচার্য্যবিষ্ণুস্বামিবাণীভূষণভট্টোজিদীক্ষিতবরাহমিহিরাচার্য্যোৎপত্তিবর্ণনো নাম ষষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

* কোন্ কোন্ নক্ষত্রের কোন কোন অংশে জন্মিলে গণ্ডদোষ হয়। গণ্ড তিন প্রকার যথা—দিবাগণ্ড নিশাগণ্ড এবং সন্ধ্যাগণ্ড। সন্ধ্যাগণ্ডে জন্মিলে জাত বালকের মৃত্যু হয়, নিশাগণ্ডে জন্মিলে প্রসূতির মৃত্যু হয় ও দিবাগণ্ডে, জন্মিলে পিতার মৃত্যু হয়। প্রমাণং যথা ;—অশ্বিনীমঘমূলানাং তিস্রো গণ্ডান্ত-নাড়ীকাঃ। অন্তে পৌষ্ণেন্দ্রসার্পাণাং পঞ্চৈব ঘটিকা স্মৃতঃ। মূলেন্দ্রয়োর্দিবাগণ্ডো নিশায়াং পিতৃসর্পয়োঃ সন্ধ্যাদ্বয়ে তথাশ্বিন্যা রেবতীতুরগক্ষয়োঃ। সন্ধ্যা রাত্রিদিবাভাগে গণ্ডযোগোদ্ভবঃ শিশুঃ। আত্মানং মাতরং তাতং বিনিহন্তি যথাক্রমম্।" (রাজমার্ত্তণ্ড)

করিয়াছিল। বরাহমিহির লঙ্কায় অবস্থান করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। জাতক, গণিত ও মূকপ্রশ্নগণনা প্রভৃতি সমুদয়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠান্তে তিনি অমর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "ভক্তরাজ"! আপনাকে নমস্কার, রাক্ষসীগণ আদর করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন আপনার শরণাগত হইলাম। বিভীষণ সেই বিপ্রতনয়কে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ম্লেচ্ছগণ বেদাঙ্গজ্যোতিঃশাস্ত্র নষ্ট করিয়াছিল, তিনি উহার পুনরুদ্ধার করিলেন।

বররুচি।

বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন। ইনি মগধদেশের অন্তর্গত পাটলিপুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে বররুচি * সর্ব্ব প্রথমে প্রাকৃতভাষার

---

* জৈনধর্ম্মাবলম্বী অভিধানকার পণ্ডিতবর হেমচন্দ্র স্থবিরাবলীচরিত নামক একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানদেশীয় পণ্ডিতবর জ্যাকোবি উহা মুদ্রিতকরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে ভারতবর্ষীয় অনেক গ্রন্থকার ও রাজার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে নবমনন্দের রাজত্বকালে মগধের পাটলিপুত্রনগরে বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে নন্দবংশের আবির্ভাবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে কলিযুগের ১৫০০ বৎসর পরে মগধে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। যথা—আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ (শ্রীমদ্ভাগবত) তাহারপর আটজন নন্দের রাজত্বের অবসান হইলে বররুচির জন্ম হয়।

ও পালীভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। পালীভাষার ব্যাকরণ সিংহলে ও প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। সোমদেবভট্টপ্রণীত কথাসরিৎসাগরগ্রন্থে এক বররুচির বৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, তাঁহার নামান্তর কাত্যায়ন। তিনি বৈয়াকরণ পাণিনির সহাধ্যায়ী। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রের বৃত্তিও তাঁহার রচিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে সকল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের এক এক ব্যক্তি এক এক শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় বররুচি পাণিনিসূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করায় গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন। বররুচি-প্রণীত "প্রাকৃতপ্রকাশ" নামক প্রাকৃত ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি ও প্রাকৃত-ব্যাকরণ ব্যতীত বররুচি-প্রণীত আর একখানি গ্রন্থ আছে, উহার নাম পত্রকৌমুদী। পত্রের নিয়ম, স্ত্রীব্যবহার ও কাহার নিকট কি পাঠ লিখিতে হয় এবং সংস্কৃত পত্নে বিরচিত কতকগুলি আদর্শ পত্র উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

ইঁহাদের অধিকার কাল যদি ২০০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলেও এখন কলির ৪৯৯৭ বৎসর অতীত হইতেছে; অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ৩২৯৭ বৎসর পূর্ব্বে বররুচির জন্ম হয়, কিন্তু তাঁহাতে বিতারবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে বররুচির আবির্ভাবকাল হয়। কলিকাতাসংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ই বি কাউয়েল মহোদয় বররুচির প্রণীত প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার সূত্রগুলি লোহিতবর্ণ অক্ষরে ও বৃত্তি উদাহরণ নীলবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার ভূমিকায় তিনি বররুচিকে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঘটকর্পর।

ঘটকর্পর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতমরত্ন, তাঁহার প্রকৃতনাম কি তাহা জানা যায় না। কথিত আছে শব্দালঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিত্য নূতন যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত কবিতা রচনা করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে উপহার প্রদান করিতেন। একদা তিনি একখানি যমক কাব্য রচনা করিয়া মহারাজের করে অর্পণ করেন, উহা পাঠ করিয়া রাজা অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করতঃ যমককাব্য রচয়িতাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবি এই উচ্চ প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন * "যে কবি যমক রচনা দ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, আমি কুম্ভে করিয়া তাঁহার জন্য জল বহনকরিব।" মহাকবি কালিদাস এই সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি এই কবির গর্ব্ব দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং দুই এক দিন পরেই নলোদয় নামক একখানি যমককাব্য রচনা করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন। নলোদয় যমকালঙ্কারের আদর্শ, ইহার শব্দবিন্যাসচাতুরীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কবি পরাজিত হইলেন। সভাসদগণ ও উজ্জয়িনীবাসীরা যদিও তাঁহার দ্বারা জল বহন করাইলেন না, কিন্তু তাঁহাকে সেইদিন হইতে ঘটকর্পর নামে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। কবির প্রকৃত নাম প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি সেই সময় হইতে ঘটকর্পর

---

* জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ।
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥ (ঘটকর্পর)

নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। নিম্নে পাঠকগণের প্রদর্শনের নিমিত্ত ঘটকর্পরের যমককাব্য হইতে ও কালিদাসের নলোদয় হইতে এক একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। *

অমরসিংহ।

পূর্ব্বকালে মগধপ্রদেশে আদিত্যদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদাদিশাস্ত্রে বিশেষ কৃতী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা সন্ধ্যা বন্দনা ধ্যান ধারণা ও যাগাদিকার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এই সময় মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার, বৌদ্ধনরপতি ও বৌদ্ধপরিব্রাজকগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহাকে বৌদ্ধসম্প্রদায়ে আনয়নের নিমিত্ত অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর রাজকীয়বলপ্রয়োগের ভয়ে আদিত্য-

---

* হংসপংক্তিরপি নাথ সংপ্রতি
প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে
দুঃখিতা পথিক সা প্রিয়া চ তে॥
(ঘটকর্পর-যমককাব্য)

* ন সমা নসমা ন সমা নসমা,
গমমাপ চিরং বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরী
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥
(কালিদাস-নলোদয়)

দাস মগধ পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহে দোষ হইত না, সুতরাং আদিত্যদাস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিজাতির কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পত্নীই সঙ্গে ছিলেন। তিনি শবরদিগের মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিন্ধ্যারণ্যবাসীরা শবরস্বামী বলিত। শবরস্বামীর শূদ্রাপত্নীর গর্ভে অমরসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মগধে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন, শেষে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক আহূত হইয়া নবরত্নসভার অন্যতম রত্নরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত অমরকোষ অভিধান অতিপ্রসিদ্ধ। যদিও তিনি শৈব মতাবলম্বী রাজার সভাসদ্ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাস বিদূরিত হয় নাই। তিনি অমরকোষের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, উহার অর্থ দুই প্রকার। প্রথম অর্থ * "জ্ঞান এবং দয়ার অর্ণব যে ভগবান্ বিষ্ণুর গুণ সকল অসীম এবং পবিত্র, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা সম্পদ্ ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত সেই নিত্য ভগবানের সেবা করুন"। দ্বিতীয় অর্থ "জ্ঞান এবং দয়ার সাগর যে ভগবান্ বুদ্ধের গুণ সমুদয় অনন্ত এবং নিষ্পাপ, হে ধীরগণ! আপনারা ঐশ্বর্য্য ও নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত সেই নিত্য ভগবান্ বুদ্ধের সেবা করুন।" এই শ্লোকটী পাঠ করিলে প্রথমোক্ত অর্থ অপেক্ষা দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

---

* যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘাগুণাঃ।
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ॥
(অমরকোষ)

তিনি অমরকোষের স্বর্গবর্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতার অগ্রে ভগবান্ বুদ্ধের নামসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অমরসিংহের জীবৎকালে তাঁহার ন্যায় শাব্দিক কেহ ছিল না। তিনি পর্য্যায়ক্রমে শব্দসংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতরচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় কালিদাস।

বর্ত্তমান সময় হইতে চৌদ্দশত বৎসর * পূর্ব্বে মালবপ্রদেশে অপর এক কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মাতার নাম জানা যায় না। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ও মহাকবি ছিলেন। এই কালিদাসের † কবিকীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তদানীন্তন উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য ‡ ইঁহাকে উজ্জয়িনীর নবরত্নসভায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য উজ্জয়িনী-

---

* কের্ণ, ভাণ্ডারাজী, প্রোফেসর মোক্ষমুলর-প্রভৃতির মতে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

† এই কালিদাস মালবপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা একটী মধ্যপ্রদেশবাসী পণ্ডিতের মুখে শ্রুত হইয়াছি।

‡ "রাজ তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, উজ্জয়িনীর অধিপতি হর্ষবিক্রমাদিত্য কবি মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীররাজ্য প্রদানকরেন, তজ্জন্য অনেকে অনুমানকরেন, মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত "ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা" সুভাষিতাবলী ও "সুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে কালিদাস এবং মাতৃগুপ্তের ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে অতএব ইঁহারা উভয়ে এক নহেন। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ আছে। প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালিদাস ঐ ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেতুকাব্য নির্ম্মাণ

রাজধানীতে সুদীর্ঘকাল নবরত্নসভা বিদ্যমান ছিল। নবরত্নের যদি কোন পণ্ডিতের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তদ্রূপ গুণসম্পন্ন অন্য এক জন বিদ্বান্‌কে সেই নাম-প্রদান করিয়া তৎপদে নিযুক্ত করা হইত। বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাসকাব্য, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রভৃতি এই কালিদাসের বিরচিত। অভিজ্ঞানশকুন্তল অপেক্ষা বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবি-

---

করেন। রামদাস সেতুপ্রবন্ধের রামসেতুপ্রদীপ নামক যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহাতে লিখিয়াছেন। "ই হভাবন্মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যোনাজ্ঞপ্তো নিখিলকবিচক্রচূড়ামণিঃ কালিদাসমহাশয়ঃ সেতুপ্রবন্ধং চিকীর্ষুঃ"। ৫৫৬ শকাব্দে প্রদত্ত চৌলুক্যরাজ পুলিকেশরীর তাম্রশাসনে কালিদাসও ভারবির নামদৃষ্ট হয় যথা "যেনাযোজিত বেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম। স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ"। বিষগুণাদর্শনামকগ্রন্থে কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি একসময়ের লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বল্লালসেনবিরচিত ভোজপ্রবন্ধের মতে কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ভোজরাজের সভাসদ ছিলেন, ঐ ভোজরাজের রাজত্বকাল ১১০০ খ্রীঃ (Journal Asiatique, September 1894, p. 250)

ভোজপ্রবন্ধে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন যথা—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, গোপালদেব, ভারেন্দ্র, দামোদর, ধনপাল, জয়দেব (প্রসন্নরাঘবনাটকপ্রণেতা) বাণভট্ট, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচুকুন্দ, রামেশ্বর। আর নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল ও কালিদাস প্রণীত বলিয়া কথিত আছে যথা;—অম্বাস্তোত্র, কালীস্তোত্র, কাব্যনাটকালঙ্কার, ঘটকর্পর, চণ্ডিকাদণ্ডস্তোত্র দুর্ঘটকাব্য, নলোদয়, নবরত্নমালা, নানার্থকোষ, পুষ্পবাণবিলাস, প্রশ্নোত্তরমালা, রাক্ষসকাব্য, লঘুস্তব, বিদ্বদ্বিনোদকাব্য, বৃত্তরত্নাবলী, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারসার, শ্যামলাদণ্ডক, শ্রুতবোধ। এতদ্ভিন্ন মলভপ্রণ্ত্র কালিদাস কুন্ত-

কাম্বিমিত্র আর রঘুবংশ কুমারসম্ভব অপেক্ষা ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস যে কবিত্বাংশে অনেক হীন, তাহা বোধ হয় কালিদাসের কবিতাপাঠকদিগের অবিদিত নহে। পরস্পরের পার্থক্য দেখাইবার জন্ম দুই চারিটী কবিতা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অতিবিস্তৃতিভয়ে আর উহা উদ্ধৃত হইল না।

কালিদাসের কর্ণাটরাজ্যে গমন।

এই কালিদাস সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এখানে দুই চারিটীর উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা মহাকবি কালিদাস নবরত্নসভায় বসিয়া রাজা অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি যে সমধিক সম্মানিত ইহাই বর্ণনা

প্রকাশরচনা করেন। রামগোবিন্দপুত্র কালিদাস ত্রিপুরসুন্দরীস্তুতিটীকা প্রণয়ন করেন। অপর এক কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, রত্নকোষ, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, ও গঙ্গাষ্টক রচনাকরেন। কালিদাসগণক শক্রপরাজয় এবং শান্তনায় রচনা করেন। অভিনব কালিদাস ভারতচম্পূ ও ভাগবতচম্পূ প্রণয়ন করেন। কাশ্যপ অভিনবকালিদাস শৃঙ্গারকোষভাণ রচনা করেন। নবকালিদাস সারসংগ্রহ কাব্য রচনা করেন। কালিদাসত্রিবেদী নামক একজন কবি ১৬২৩ খ্রীঃ হইতে ১৭১৮ খৃঃ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে সময় দিল্লীর অধীশ্বর ঔরঙ্গজীবরাদসাহ গোলকুণ্ডায় অবস্থিতি করিতেন, তখন ইনি তাঁহার নিকটে থাকিতেন। পরে অম্বুপ্রদেশের রাজা রঘুবংশীয় যোগজিৎসিংহের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি বধুবিনোদকাব্য এবং ২১২ জন কবিরকাব্য হইতে ১০০০ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া কালিদাসসাহজ্রী রচনা করিয়াছিলেন।"

(বিশ্বকোষ।)

করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "কালিদাস! আমি তোমাকে রত্নস্তূপদে বরণ করিয়াছি এবং তোমাকে অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তজ্জন্য তুমি এই রাজ্যে এত-দূর সম্মানিত হইয়াছ, নতুবা তুমি যদি অন্য কোন রাজার রাজ্যে অবস্থান কর, তাহা হইলে কি এইরূপ সমাদৃত হইতে পারিবে?" কালিদাস তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন "মহা-রাজ! আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমি কেবল রাজানু-গ্রহে জীবন কাটাইতে ইচ্ছা করি না। রাজা তৎক্ষণাৎ কালি-দাসকে যাইতে অনুমতি করিলেন। কালিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণাটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তদানীং কর্ণাটপ্রদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রের ও কবিতার অত্যন্ত আদর, এমন কি রাজা রাজ্ঞী সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত এবং সুকবি।

কর্ণাটরাজের মনে মনে ধারণা ছিল যে, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবি আর নাই এবং নূতন কবিতা শুনাইয়া আমাকে কেহই মুগ্ধ করিতে পারিবে না। অতএব তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি-লেন যে, যদি কেহ নূতন কবিতা শুনাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ দেশসকল সেই কবিকে প্রদান করিবেন। মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত এই দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এবং কোন পণ্ডিত আসিলে প্রথমে তাঁহার পরিচয় লইতেন। যদি তাঁহাকে কবি বলিয়া জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাজাকে জানাইতেন না, কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া বিদায় দিতেন। কালিদাস উপস্থিত হইলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। সভাপণ্ডিত বল্লনকবি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবিতা রচনা করিতে পার?

কালিদাস বলিলেন পারিব। বল্লনকবি তাঁহাকে একটী কবিতা রচনা করিবার আদেশ করিলেন। চতুর কালিদাস ভাবিলেন "রাজধানীতে যে সকল সভাপণ্ডিত থাকেন তাঁহারা প্রায়ই আত্মাভিমানী রাজার নিকট অন্য কাহারও সম্মান লাভ হয় ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং প্রথমে তিনি একটা কদর্য্য শ্লোক রচনা করিয়া বল্লনকবির হস্তে দিলেন। বল্লনকবি শ্লোকটী পাঠ করিয়া ঈষৎহাস্য করতঃ কালিদাসকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

* "বল্লনকবি। মহারাজের জয় হউক!

রাজা। বল্লন কবে! আপনার হস্তে কি?

বল্লনকবি। শ্লোক,

রাজা। কোন কবির?

বল্লন কবি। ইহার,

রাজা। আপনার?

কালিদাস। হাঁ,

রাজা। পাঠকরুন!

কালিদাস বলিলেন, পাঠ করিতেছি, কিন্তু এই অরবিন্দসুন্দর-নয়না প্রমদারা চামরব্যজন করায় ঝটিতি চামর আন্দোলন প্রযুক্ত

---

* রাজন্ভুবনযোঽস্তু বল্লনকবে। হস্তে কিমাস্তে তব
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্য ভবতো হুম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে।
কিন্তু সারসবিন্দসুন্দরদৃশাং প্রাক্ চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লীকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্॥

তাঁহাদের বাহুলতা বিকম্পিত হওয়াতে যে কঙ্কণধ্বনি হইতেছে, ক্ষণকালের জন্য উহা নিবারিত হউক।” রাজা চামর ব্যজন করিতে নিষেধ করিলে, কালিদাস তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া একটী কবিতা পাঠ করিলেন। উহার মর্ম্ম এই *—

“মহারাজ! বিধাতা আপনার যশোরূপবিশুদ্ধমুক্তাবলী ও আপনার গুণ এই দুইটী বস্তু লইয়া একগাছি সুন্দর হার প্রস্তুত করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যশোরূপ মুক্তায় কোন ছিদ্র (দোষ) এবং গুণসমূহের অন্ত না পাইয়া উহা নভোমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, ঐ মুক্তাবলী নক্ষত্রপঙ্ক্তিরূপে আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিয়া থাকে, আর গুণ সকল তড়িৎরূপে কখন কখন মেঘের ক্রোড়ে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।”

রাজা এই কবিতাটী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তিনি যেদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন, সে দিকের রাজ্য নীরবে কালিদাসকে অর্পণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। কালিদাস রাজার ঐরূপ ব্যবহার দেখিয়া ভাবিলেন “রাজা আমার কবিতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়েন নাই, অতএব পুনরায় আর একটী কবিতা শুনাইব।” তাহারপর তিনি ক্রমে ক্রমে আর তিন দিকে গিয়া আর তিনটী † নূতন কবিতা রাজাকে শুনাইলেন। রাজা ও পূর্ব্বৎ সর্ব্বদিকের

---

* শ্রীমন্নাথ! ত্বদার্জ্জিতোজ্জ্বলযশঃসংশুদ্ধমুক্তাবলী
মাদায়ৈব বিধি র্বিধিৎসুরমলং হারং গুণীয়ৈস্তৈঃ।
নীরন্ধ্রামপি তাং বিলোক্য সহসা নান্তং গুণানামপি
উৎক্ষিপ্য স্বর্গগনাঙ্গনে সমকিরৎ তাস্তে তড়িৎ-তারকাঃ॥

† বাহুল্যভয়ে আর তিনটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম না।

রাজ্য প্রদান করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বসিলেন। তখন কালিদাস মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন * "মহারাজ! কোন রূপ প্রত্যুপকার করিতে হইবে এই ভয়ে বিমুখ হইবেন না, আমার সুধাসিক্ত কথাগুলি একবার শ্রবণ করুন (আমরা কবি) কত পর্ব্বত, সাগর, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যারণ্য, ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতি বর্ণন করিয়া থাকি, তাহাদিগের নিকট আমরা কি প্রাপ্ত হই?"

এদিকে মহারাজ একজন কবিকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছেন এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইলে কর্ণাটরাজমহিষী ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তিনি তাঁহার নবযৌবনা লাবণ্যবতী কন্যার সহিত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন †। "এক কবি মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক কবি নদী পুলিনে উৎপত্তি লাভকরেন, আর এক কবি বল্মীকহইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথার্থ কবি এবং ত্রিলোকের শিক্ষাদাতা অতএব সেই সকল কবিকে নমস্কার। অধুনাতন যে সকল কবি গদ্যপদ্যরচনা দ্বারা লোকের চিত্ত চমৎকৃত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি কর্ণাটরাজমহিষী সেই সকল কবির মস্তকে বামচরণ অর্পণ করি"।

---

* মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
রে কর্ণাটবসুন্ধরাধিপ! সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি ভূধরার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃপ্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

† একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ
তে সর্ব্বে কবয় স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে,
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥

তাহারপর সকল কথা প্রকাশিত হইল। কালিদাস রাজার ঐরূপ ব্যবহার ও মহিষীর ক্রোধের কারণ জানিতে পারিয়া বলিলেন। * "আমি হস্তী ও অশ্বসমূহ প্রার্থনা করি না, আমার চিত্ত বিভবের প্রতি কখন ধাবিত হয় না, ঐ যে লাবণ্যময়ী রাজবালা, যিনি মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া এই সভাস্থলে দণ্ডায়মানা আছেন, উনি একবার আমার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত করুন।" মহিষী কালিদাসের প্রার্থনা শ্রবণে পরমপরিতুষ্ট হইলেন এবং কালিদাসের সহিত সেই-রাজকুমারীর বিবাহ দিবেন তৎক্ষণাৎ এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। আর তিনি যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই নিরপরাধ উদার কবির মস্তকে বামচরণ নিক্ষেপ করিয়াছেন সেই অশিষ্টতার কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমি যে কবিতাটী পাঠ করিয়াছিলাম, উহার অর্থগ্রহ করিতে পারিয়াছেন?" কালিদাস বলিলেন ঐ সরল কথা কয়টার অর্থ কেইবা না গ্রহণ করিতে পারে, তা যাউক রাজবালাকে লাভ করিয়া আমার শিরোবেদনা দূর হইয়াছে তজ্জন্য আপনি লজ্জিত হইবেন না। মহিষী বলিলেন "তবে আপনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। উহার প্রকৃত অর্থ এই যে "অধুনাতন যে সকল কবি পদ্য-গদ্য রচনাদ্বারা মানবের চিত্তবৃত্তি বিমোহিত করেন, সেই সকল কবির বামচরণ আমি কর্ণাটরাজমহিষী মস্তকে ধারণ

---

* নযাচে গজালীং নবা বাজিরাজিং
ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিন্মদীয়ং।
ইয়ং সুস্তনী মস্তকন্যস্তহস্তা
লবঙ্গী কুরঙ্গী দৃগঙ্গীকরোতু॥

করি।" কালিদাস আপাততঃ রাজমহিষী অথচ অজ্ঞ সহোদরা এই পরবর্ত্তিত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া কি করেন? কর্ণাটরাজ্যে মহাকবি বিশেষতঃ রাজজামাতা কালিদাসের অতুল সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হইল। তিনি সগৌরবে পরমসুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনপরে বিক্রমাদিত্য কালিদাসের এইরূপ গৌরবের সংবাদ পাইয়া পুনরায় আপন রাজধানী উজ্জয়িনীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

কালিদাসের ব্যাকরণনিষ্ঠা।

একদা একটী ব্রতোপলক্ষে কালিদাস উপবাস ও মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। গৃহে থাকিলে লোকের সহিত ক্রমক্রমে কথা বলিলে ব্রতভঙ্গ হইবে এই ভয়ে কোন অরণ্যসন্নিধানে কালযাপন করিতে ছিলেন। এই এই সময় কোন দেশের একটী সামন্ত নরপতি শিবিকায় আরোহণ করিয়া সেই পথে যাইতে ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কালিদাস কদাকার পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার কিছুমাত্র পরিচ্ছদপারিপাট্য ছিল না। তিনি কালিদাসকে কোন অসভ্য বনেচর ভাবিয়া তাঁহাকে শিবিকাবহনে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বকালে ঐরূপ বেগার ধরিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কালিদাস নীরবে শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বাহকেরা হুংকাররব ও স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, কিন্তু কালিদাস কেবল মৌনাবলম্বনকরিয়া চলিতেআরম্ভ করিলেন। নিরীহ নূতন বাহকটীর অবস্থা দেখিয়া রাজার মনে কিঞ্চিৎ দয়া হইল, তিনি বলিলেন।

* "ওহে বর্ব্বর! তুমি যদি স্কন্ধে পীড়া অনুভব করিয়া থাক তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।"

† "কালিদাস বলিলেন। আমি শিবিকাবহনেও তত ক্লেশ অনুভব করিতেছি না তুমি অশুদ্ধ পদপ্রয়োগ করায় যেরূপ ক্লেশ অনুভব করিয়াছি।"

কালিদাস এতক্ষণ নিরাপত্তিতে শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তিনি অবশ্যপাল্য ব্রতানুরোধে উহাতেও ক্লেশ অনুভব করেন নাই কিন্তু নিত্য আত্মনেপদ ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ করিতে শুনিয়া কোন ক্রমেই উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্তমর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজার ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। রাজা শিবিকাবাহকের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথা শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তেই শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাহকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহাকে কালিদাস জানিয়া পদতলে পতিত হইলেন। বহু প্রকারে স্তুতি,মিনতি ও ক্ষমা প্রার্থনার পর ঐ শিবিকায় আরোহণ করাইয়া কালিদাসকে গৃহে রাখিয়া গেলেন। রাজা ও কালিদাস উভয়ের যে সংস্কৃতে কথোপকথন হইয়াছিল ঐ শ্লোকটী নিম্নে লিখিত হইল।

কালিদাসের সমস্যাপূরণ।

একদা নবরত্নসভায় বহু পণ্ডিত সমবেত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

---

* রাজা। ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম! স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।

† কালিদাসঃ। ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে॥

"অদ্য আমি একটী সমস্যাপূরণ করিতে দিব, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পূরণ করিতে পারিবেন, তিনি পুরস্কৃত হইবেন। সমস্যার মর্ম্ম এই * "কোথায় জপ কোথায় তপ আর কোথায়ই বা সমাধি।"

সভায় পণ্ডিতদিগের এক এক জন এক এক প্রকার পূরণ করিলেন,কিন্তু কোনটীই মহারাজের মনোমত হইল না। তাহার পর কালিদাস এই সমস্যা পূরণের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। কালিদাস জানিতেন বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত আদিরসপ্রিয় সুতরাং তিনি নিম্ন লিখিত প্রকারে পূরণ করিয়াছিলেন।

† দ্বিজরাজ যিনি যার সুন্দর বদন
মৃগরাজসমকটি শোভে অনুক্ষণ,
গজরাজ নিন্দি যার গতি মনোহর
যদি সে প্রমদা হৃদি রহে নিরন্তর।
কোথা জপ কোথা তপ কোথায় বা ধ্যান
কোথায় বা রহে বল সমাধিবিধান॥

বলা বাহুল্য রাজা এই সমস্যাপূরণের জন্য অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কালিদাসকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* ক জপঃ ক তপঃ ক সমাধিবিধিঃ।

† দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজকটিঃ
গজরাজবিনিন্দিতমন্দগতিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক জপঃ ক তপঃ ক সমাধিবিধিঃ॥

কালিদাসের কন্যাস্নেহ।

মহাকবি কালিদাসের একটী কন্যা ছিল। তিনি বিবাহ-যোগ্যকালে কন্যাটীর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত জামাতাকে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। প্রথমে ভাষ্যাদির সহিত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া তিনি জামাতাকে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। তদানীং ভারতবর্ষে বেদান্ত-দর্শনের অতিশয়চর্চ্চা হইতেছিল, অতএব কালিদাসজামাতা বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদান্তের মায়াবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার সংসারের প্রতি অনাস্থা জন্মিল, তিনি বুঝিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা সুতরাং সংসারবন্ধনের নিদান নবপরিণীতা বধূর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বদা চতুষ্পাঠীতে জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, পার্থিব সংসারের অসার আলাপ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এদিকে ষোড়শী বিরহবিধুরা কালিদাসদুহিতা মানসিক-ক্লেশে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন তিনি পতির প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, তাঁহার নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামীকে একবারও দেখিতে পান না, সুতরাং নীরবে মনের কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট নারীজাতি কখনও হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতে পারে না। তিনি ত কেবল বালিকাবয়স অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। একদিন বসন্তকালে অপরাহ্ণে কালিদাস তাঁহার একটী নির্জ্জনগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছেন। মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, গৃহের নিকটস্থ একটী আম্রশাখায়

কোকিল কুহু কুহু রব করিতেছে। কালিদাসতনয়া একটী গৃহের বারান্দায় একাকিনী বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, এমনসময় একটা মার্জ্জার তাহার প্রণয়িনী কোন মার্জ্জারীর প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিতেছিল। বিরহিণী কালিদাসতনয়া মার্জ্জারদম্পতীর প্রণয়সম্ভাষণ দেখিয়া কুপিত হইলেন। তিনি যাহাতে বঞ্চিত তাহা দেখিয়া কেন বিরক্ত না হইবেন? এ ধৃষ্টতা তিনি ক্ষমা করিলেন না, মার্জ্জারকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন "শুন মার্জ্জার! তুমি কেন ওরূপ চপলতা করিতেছ? অতঃপর তোমার ঐরূপ চঞ্চলতা দেখিলে আমি পিতৃদেবকে বলিয়া তোমাকে বেদান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত করিব।

সহসা এই কথাটী কালিদাসের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই মর্ম্মান্তিক তিরস্কারের কারণ অনুভব করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জামাতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! আগামী কল্য হইতে তুমি কাব্য, অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হও! এই সকল শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতীত মনুষ্যসমাজে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না।" জামাতা শ্বশুরের আদেশে কাব্য অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। কালিদাস আদিরস-প্রধান একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই কাব্য অধ্যয়নের ফলে জামাতা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি বিস্মৃত হইলেন। কালিদাস তনয়াও প্রতিদিন স্বামীর সন্দর্শনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া আত্মাকে সুখী মনে করিয়াছিলেন।*

---

* মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপক নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আলঙ্কারিক

ক্ষপণক।

কেহ কেহ বলেন ক্ষপণকের প্রকৃত নাম দিঙ-নাগাচার্য্য। তিনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীনগরের সন্নিহিত সিংহবক্ত্র গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দিঙ্নাগ পাঠ্যাবস্থায় প্রথমে ন্যায়-দর্শন অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ কৃতী হইয়াছিলেন এবং এক সময় তিনি উৎকলের সমুদয় নৈয়ায়িককে পরাস্ত করিয়া "তর্ক পুঙ্গব" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বসুবন্ধুর শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে বিদর্ভপ্রদেশে বাস করিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি সকলসম্প্রদায়ের মনীষী-দিগকেই সমাদর করিতেন, অসাধারণ তার্কিক বলিয়া দিঙ্নাগাচার্য্য ও নবরত্নসভায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মতভেদ থাকায় কালিদাসের সহিত ইহার সদ্ভাব ছিল না। সুযোগ পাইলেই দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসের কবিতায় দোষ ধরিতেন। এই জন্য কালিদাসও মেঘদূতের একটী কবিতায় দিঙ্নাগের প্রতি কটাক্ষ করিতে ত্রুটী করেন নাই, মেঘদূতের ১৪শ শ্লোকটী পাঠ করিলে উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।*

---

* কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্তশিরোরত্ন মহাশয়ের মুখে কালিদাস সম্বন্ধীয় বহুগল্প শ্রবণ করিয়াছি, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

* অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

(মেঘদূত)

সাধারণতঃ লোকে বৌদ্ধপরিব্রাজকদিগকে ক্ষপণক বলে। দিঙ্‌নাগাচার্য্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় ক্ষপণক নামে আখ্যাত হইতেন। তিনি "প্রমাণসমুচ্চয়" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ তিব্বতের পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে। *

শঙ্কু।

পণ্ডিতবর শঙ্কু বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতমরত্ন। কথিত আছে ইনি এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। ইহার প্রণীত কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানিতে পারি নাই, তবে ইনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, বিশেষকৃতিত্ব না থাকিলে নবরত্নসভায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেন না। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের গ্রন্থকার অগ্রে শঙ্কুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পণ্ডিতবর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পাঠে উহা অবগত হওয়া যায়। †

---

* শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্রদাস বাহাদুর সি,আই, ই মহোদয় তিব্বত হইতে যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন উহাতে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের বিবরণ আছে।

† শঙ্কাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
জ্যোতির্ব্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ।
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি রাজ্যবুদ্ধে
স্তৈরপ্যহং নৃসখঃ কিল কালিদাসঃ

(জ্যোতির্ব্বিদাভরণ)

বেতালভট্ট।

মহারাজবিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় কবিবর বেতালভট্ট অন্যতম রত্ন ছিলেন। কথিত আছে ইনি পুরাবৃত্ত শাস্ত্রে অসামান্য বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজসভায় বংশাবলী কীর্ত্তনকারী একজন বা ততোঽধিক কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন, বেতালভট্ট সেই স্থানীয়। পরবর্ত্তী নৃপতিগণও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াছিলেন, যেমন পৃথ্বীরাজের সভায় চন্দ্রভট্ট বংশাবলী কীর্ত্তনকারী ও বরস্তপদে বরিত হইয়াছিলেন। বোধহয় ইতিহাসশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী বলিয়াই ইনি নবরত্নসভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্য কাল ও নবরত্নসভায় বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অধুনা তৎপরবর্ত্তী উজ্জয়িনী রাজগণের বিষয় লিখিত হইতেছে।

বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী উজ্জয়িনীরাজগণ।

ভবিষ্যপুরাণের মতে বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক নৃপতি রাজশাসন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাধারণতঃ আঠারটী দেশ অতিপ্রসিদ্ধ ছিল। পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীর, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, উত্তরে বদরীস্থান, পূর্ব্বে কপিলসন্নিধান। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, কাম্পিল, বৃন্দাবনের অন্তর্বেদী, অজমের, মরুধন্বা, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, অবন্তি, উড়ুপ, বঙ্গ, গৌড়, মগধ, কোশল। এই

সকল দেশের পৃথক্ পৃথক্ রাজা ছিলেন এবং এই সকল দেশে নানা ভাষা ও বহু প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। এই প্রকারে শত বৎসর অতীত হইলে, শকপ্রভৃতি জাতিগণ ভারতে ধর্ম্মলোপ

স্বর্গতে বিক্রমাদিত্যে রাজানো বহুধা হ্যভবন্।
তথাষ্টাদশ রাজ্যানি তেষাং নামানি মে শৃণু॥
পশ্চিমে সিন্ধুনদ্যান্তে সেতুবন্ধে হি দক্ষিণে।
উত্তরে বদরীস্থানে পূর্ব্বে চ কপিলান্তিকে॥
অষ্টাদশৈব রাষ্ট্রাণি তেষাং মধ্যে বভূবিরে।
ইন্দ্রপ্রস্থং চ পাঞ্চালং কুরুক্ষেত্রং চ কাপিলম্॥
অন্তর্বেদী ব্রজশ্চৈবাজমেরং মরুধন্ব চ।
গৌর্জ্জরং চ মহারাষ্ট্রং দ্রাবিড়ং চ কলিঙ্গকম্॥
আবন্ত্যং চৌড়ুপং বঙ্গং গৌড়ং মাগধমেব চ।
কৌশল্যং চ তথাজ্ঞেয়ং তেষাংরাজা পৃথক্ পৃথক্॥
নানাভাষাঃ স্থিতাস্তত্র বহুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ।
এবমব্দশতং জাতং ততস্তে বৈ শকাদয়ঃ॥
শ্রুত্বা ধর্ম্মবিনাশং চ বহুসৈন্যৈঃ সমন্বিতাঃ।
কেচিত্তীর্ত্বা সিন্ধুনদীমার্য্যদেশং সমাগতাঃ॥
হিমপর্ব্বতমার্গেণ সিন্ধুমার্গেণ চাগমন্।
জিত্বার্য্যান্ লুণ্ঠয়িত্বা তান্ স্বদেশং পুনরায়যুঃ॥
গৃহীত্বা যোষিতস্তেষাং পরং হর্ষমুপাযযুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শালিবাহনভূপতিঃ॥
বিক্রমাদিত্যপৌত্রশ্চ পিতৃরাজ্যং গৃহীতবান্।
জিত্বা শকান্ দুরাধর্ষাংশ্চীনতৈত্তিরিদেশজান্॥
বাহ্লীকান্ কামরূপাংশ্চ রোমজান্ খুরজাংশ্চঠান্।
তেষাং কোষান্ গৃহীত্বাচ দণ্ডযোগ্যানকারয়ৎ॥

হইয়াছে জানিয়া পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একদল সিন্ধুনদ পার হইয়া হিমালয়ের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আর্য্যদেশে সমাগত হইয়াছিল। তাহারা লুণ্ঠন ও আর্য্যরমণীদিগকে হরণ করিয়া পুনরায় স্বদেশে গমন করিয়াছিল।

এই সময় বিক্রমাদিত্যের পৌত্র শালিবাহন নরপতি উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং তিনি শক, চীন, তৈত্তিরিদেশজ, বাহ্লীক, কামরূপী, রোমজ, শঠপ্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিনি ম্লেচ্ছ এবং আর্য্যদিগের পৃথক্ পৃথক্ মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং আর্য্যদিগের জন্য সিন্ধুস্থান ও সিন্ধুর পরপারে ম্লেচ্ছদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। একদা তিনি হিমালয়প্রদেশে গমন করেন, সেখানে

স্থাপিতা তেন মর্য্যাদা ম্লেচ্ছার্য্যাণাং পৃথক্ পৃথক্ ।
সিন্ধুস্থানমিতি জ্ঞেয়ং রাষ্ট্রমার্য্যস্য চোত্তমম্ ॥
ম্লেচ্ছস্থানং পরং সিন্ধোঃ কৃতং তেন মহাত্মনা ।
একদা তু স নৃপালো হিমতুঙ্গং সমাযযৌ ॥
হূণদেশস্য মধ্যে তু গিরিস্থং পুরুষং শুভং ।
দদর্শ বলবান্ রাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রকম্ ॥
কো ভবানিতি তং প্রাহ সহোবাচ মুদান্বিতঃ ।
ঈশপুত্রং চ মাং বিদ্ধি কুমারীগর্ভসম্ভবম্ ॥
* * * ধর্ম্মশ্রবক্তারং সত্যব্রতপরায়ণম্ ।
ইতি শ্রুত্বা নৃপঃ প্রাহ ধর্ম্মে কিং ভবতোমতম্ ॥
শ্রুত্বোবাচ মহারাজ ! প্রাপ্তে সত্যস্য সংক্ষয়ে ।
নির্ম্মর্য্যাদে * * * দেশে মসীহোঽহং সমাগতঃ ॥
* * * স্থাপিতো ধর্ম্মো ময়া তচ্ছৃণু ভূপতে ।
মানসং নির্ম্মলং কৃত্বা মলং দেহে শুভাশুভম্ ॥

হূনদেশের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতবস্ত্র এক পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজা সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? পুরুষ উত্তর করিলেন "আমি ঈশপুত্র কুমারীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি। আমি ধর্ম্মবিশেষের বক্তা এবং সত্যপরায়ণ।" রাজা তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার ধর্ম্মের মত কি?" ঈশপুত্র বলিলেন মহারাজ! সত্য ক্ষয় হইয়াছে, দেশ-বিদেশে আর মর্যাদা নাই অতএব আমি মসীহ রূপে আবির্ভূত হইয়া জাতিবিশেষের মধ্যে ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছি। ভূপতে! মনোবৃত্তি নির্ম্মল করতঃ পবিত্র বিভুকে চিন্তা করিবে। ন্যায়, সত্যবাক্য, মনের একতা ও ধ্যান দ্বারা সেই সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ঈশকে উপাসনা করিবে।

এই প্রভু অচল, সূর্য্য সেই প্রকার সর্ব্বদা অচল। রাজা এই কথা শ্রবণকরতঃ সেই উপাসককে দেশবিশেষে স্থাপন করিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি ষাট্ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

শালিবাহনের পর ক্রমে দশজন নরপতি পাঁচশত বৎসর উজ্জয়িনীতে রাজ্যভোগ করিয়া লোকান্তর গমন করেন। ক্রমে ভূমণ্ডলে রাজাদিগের মর্য্যাদা বিলীন হইতে আরম্ভ হইল। শালিবাহন হইতে গণনা করিয়া যিনি দশম ভূপতি তাঁহার নাম ভোজরাজ। তিনি পৃথিবীকে রাজমর্য্যাদাবিহীন দেখিতে পাইয়া দশসহস্রসেনা ভোজরাজীয়কালিদাস ও অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তিনি কাশ্মীর জয় করিয়া সিন্ধুনদের পারে গমন করিলেন। অনন্তর গান্ধারদেশীয়লোক ও আরববাসীদিগকে পরাস্তকরিয়া দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং

তাহাদের ধনাগার হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারপর সেই ভোজরাজ মরুস্থলনিবাসী মহাদেবকে গঙ্গাজল পঞ্চগব্য ও বিবিধ উপকরণ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। সূত বলিলেন "মহাদেব রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন" ভোজ-রাজ! তুমি মহাকালেশ্বরস্থানে গমন কর। এই ভূমি দূষিত হইয়াছে, এই দারুণদেশে আর আর্য্যধর্ম্ম নাই"। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ স্বদেশগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈদৃশসময়ে মহামদ শিষ্যাদির সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া ভোজরাজের সহিত সিন্ধু-তীর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন।

নৈগমং জ্ঞানমাস্থায় অপেত নির্ম্মলঃ পরং।
জ্ঞায়েন সত্যবচসা মনসৈকেন মানবঃ॥
ধ্যানেন পূজয়েদীশং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতং।
অচলোঽয়ং প্রভুঃ সাক্ষাৎ তথাস্তুযে ঽহচলঃসদা॥

(ভবিষ্যপুরাণ)

সূত উবাচ।

শালিবাহনবংশেচ রাজানো দশ চাভবন্।
রাজ্যং পঞ্চশতাব্দং চ কৃত্বা লোকান্তরং যযুঃ॥
মর্য্যাদা ক্রমতো লীনা জাতা ভূমণ্ডলে তদা।
ভূপতি র্দশমো যো বৈ ভোজরাজ ইতি স্মৃতঃ॥
দৃষ্ট্বা প্রক্ষীণমর্য্যাদাং বলী দিগ্বিজয়ং যযৌ।
সেনয়া দশসাহস্র্যা কালিদাসেন সংযুতঃ॥
তথান্যৈ র্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং সিন্ধুপারমুপাযযৌ।
জিত্বা গান্ধারজান্ ম্লেচ্ছান্ কাশ্মীরান্ আরবান্ শঠান্॥

ভোজরাজ স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার বংশে সাতজন নরপতি তিন শত বৎসর উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন। তাঁহারা অল্লায়ু ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন না। ইঁহাদের সপ্তম নরপতির নাম বীরসিংহ, তাঁহার বংশে আর তিনজন নৃপতি তিন শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করেন,যিনি দশম নৃপতি তাঁহার নাম গঙ্গাসিংহ।

তেষাং প্রাপ্য মহৎ কোষং দত্তবোপ্যানকারয়ৎ
নৃপশ্চেন মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনং ॥
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্থাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ।
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ্চ্য তুষ্টাব মনসা হরম্ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স্তবং দেবঃ শব্দমাহ নৃপায় তং।
গন্তব্যং ভোজরাজেন মহাকালেশ্বরে স্থলে ॥
* * * দূষিতা ভূমির্বাহীকা নাম বিশ্রুতা।
আর্য্যধর্ম্মো হি নৈবাত্র বাহীকে দেশদারুণে ॥
ইতিশ্রুত্বা নৃপশ্চৈব স্বদেশান্ পুনরাগমৎ।
এতস্মিন্নন্তরে * * * *
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ।
মহামদশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং সিন্ধুতীরমুপাযযৌ ॥

(ভবিষ্যপুরাণ)

স্বর্গতে ভোজরাজে তু সপ্তভূপাস্তদন্বয়ে।
জাতাশ্চাল্পায়ুষো মন্দা ত্রিশতাব্দান্তরে মৃতাঃ ॥
বহুভূপবতী ভূমি স্তেষাং রাজ্যে বভূব হ।
বীরসিংহশ্চ যো ভূপঃ সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

গঙ্গাসিংহের পরও অনেকগুলি হিন্দুনরপতি উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন, ইহাদের শেষ কতিপয়নৃপতির রাজ্য শাসনকালে উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন মুসলমান প্রভুত্বের অধীন হয়। তাহার পর ১৩০৩ খ্রীঃ হইতে কিয়ৎকাল খিলিজিবংশীয় অল্লাবদীন, ১৫৪০ খ্রীঃ হইতে শূরবংশীয় সেরসাহ, ১৫৮৬ খ্রীঃ হইতে মোগল-বংশীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভারতসম্রাট্ অকব্বর ও ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের পর তদীয় প্রপৌত্র ঔরঙ্গজীব, ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার দ্বারা অবন্তি বা মালবপ্রদেশ শাসিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে উজ্জয়িনীর সিংহাসনের শোভা সমৃদ্ধি সমুদয়ই বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের পর মহারাষ্ট্রনরপতি বাজীরাও-পেশওয়া অবন্তিবা মালবপ্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইন্দোরের হলকার ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া উভয়েই অবন্তি বা মালব শাসন করিতেন। এখন আমাদের ভারতেশ্বরীর মিত্ররাজ গোয়ালিয়রের এক সিন্ধিয়ানরপতিই অবন্তি বা মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন।

তদন্বয়ে ভিভূপাশ্চ ত্রিশতাব্দান্তরে গতাঃ।
গঙ্গাসিংহশ্চ যো ভূপো দশমঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
(ভবিষ্যপুরাণ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীতে অবস্থান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১০ই বৈশাখ সোমবার প্রত্যূষে উজ্জয়িনী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। শকট হইতে অবতরণ করিলেই পাণ্ডাগণ আসিয়া ঘেরিয়া ধরিল। তাহাদের পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া আমি প্রথম যাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল তাহার সহিত যাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ষ্টেসন হইতে সিপ্রাতীর প্রায় একক্রোশ, একটী মুটের মাথায় ব্যাগটী দিয়া পাণ্ডার অনুসরণ করিলাম। উন্নতানত রাজপথ ও খোলার ঘরবেষ্টিত পল্লীসকল অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ৭ টার সময় সিপ্রাতটে পৌছিলাম। পাণ্ডা, বহুদিনের পরিত্যক্ত নির্জ্জন অতি প্রাচীন ত্রিতল প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার উপর উপস্থিত করিল। সিপ্রার দিকে পশ্চিমাভিমুখে শারী শারী শূন্য ঘর গুলি যেন মুখব্যাদান করিয়া আছে। পাণ্ডা বলিল "ইহার একটায় আসবাব রাখুন আর একটায় পাকের স্থান হইবে"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই বাড়ীতে আর কে আছে''? পাণ্ডা উত্তর করিল "কেহ নাই বটে কিন্তু কোন ভয় নাই, আমি দিবসে ও রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রায়ই আপনার নিকট আসিব।'' আমি ভাবিলাম এখানে কোন চোর কিংবা যদি দস্যু আসে, তাহা হইলে চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না, অতএব এরূপ স্থানে থাকা উচিত নহে।; আমি সেখানে থাকিতে অস্বীকার করিলে, পাণ্ডা সেখান

হইতে অবতরণ করিয়া এক শেঠের গৃহে উপস্থিত করিল। সিপ্রাতীরে ঘাটে যাইবার রাস্তার ঠিক বামভাগে শেঠের নূতন দোতালা খোলার বাড়ী। ইহার কাঠের ছাদ ও মেঝে বারান্দা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বারান্দার একদিকে দোকান, এই দোকানে না পাওয়া যায় এরূপ দ্রব্য অতিবিরল। শেঠের সহিত একটী থাকার ঘর ও একটা পাকের ঘরের ভাড়ার বন্দোবস্ত ঠিক হইলে, সে বলিল "রাজপুতানার একটী বিধবা রাণী তীর্থে আসিয়াছেন। তিনি লোক লস্কর সহিত উপরে আছেন, অদ্যই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে ফিরিবেন অতএব এই সময় টুকু আপনাকে নীচে থাকিতে হইবে, তিনি চলিয়া গেলে আপনি স্বচ্ছন্দে উপরে থাকিবেন, বিস্তর স্থান আছে। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া হস্ত মুখপ্রক্ষালনাদি শেষ করিলাম। তাহারপর সিপ্রাতটের জন্য শ্রীফল ও তীর্থশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি শেঠের নিকট হইতে লইয়া পাণ্ডার সহিত সিপ্রাস্নানে গমন করিলাম।

---

* সিপ্রাস্নান ও তীর্থশ্রাদ্ধ।

পুরাণে উক্ত আছে সুবর্ণময় মানসপর্ব্বতে মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে যথাবিধি বিবাহ করিয়া অতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহে যজ্ঞাবশিষ্ট যে শান্তিজল মানস-

---

* এবং বিবাহ বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাচলে।
অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্তু মোদমাপ তয়া সহ॥
তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাচলকন্দরে।
বিবাহাবভৃথার্থায় শান্ত্যর্থং চ পুরাকৃতম্॥

পর্ব্বতের গুহায় পতিত হয়, উহা সাতভাগে বিভক্ত হইয়া হিমাদ্রির গুহায়, শৃঙ্গে এবং সরোবরে প্রবাহিত হইয়াছিল। উহার যে প্রবাহটী দেবভোগ্য সিপ্রাসরোবরে নিপতিত হয়, তাহাই সিপ্রানদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু সিপ্রা-নদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অনেক নদীতে অবগাহন করিয়াছি কিন্তু সিপ্রানদীর জলের ন্যায় বিমল জল কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। দাড়িম্বীবীজের ন্যায় নির্ম্মল সলিল পার্ব্বত্যভূমিতে প্রবাহিত হওয়ায় ৪।৫ হাত জলের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সিপ্রা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, উহার পূর্ব্বতীরে উজ্জয়িনী নগরী পূর্ব্বগৌরবের নষ্টাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান, প্রস্তরময় প্রাচীন অট্টালিকা, মঠ, উচ্চচূড়াশোভিত দেবমন্দির প্রভৃতিতে ইহার তীরের দৃশ্যটী পরম রমণীয় বোধ হয়। সিপ্রার তটে রামঘাট, দত্তাত্রেয়ঘাট, পিশাচমুক্তেশ্বরঘাট, ছত্রীঘাট, গন্ধর্ব্বতীঘাট, মঙ্গলাঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি ঘাট বিদ্যমান, ইহার অধিকাংশ প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রত্যহ বহুসংখ্য দণ্ডী, পরমহংস, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গৃহস্থ এবং গৃহস্থমহিলারা সন্ধ্যা, পূজা ও স্তোত্রপাঠ কার্য্যে নিরত হইয়া সিপ্রাতটের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপাণিভিঃ সমুদীরিতং।
ততোহয়ং সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাচলে॥
হেমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্তাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ততোহয়ং পতিতং সিপ্রে দেবভোগ্যে সরোবরে॥
তেন সিপ্রানদী জাতা বিষ্ণুনা প্রেরিতা ক্ষিতিম্।
(কালিকাপুরাণ ২০শ অধ্যায়)

স্রোতে যে সকল পূজার পুষ্প বিল্বপত্রাদি ও সিপ্রাস্রোতের শ্রীফল ভাসিয়া যায়, বালক বালিকারা দ্রুতবেগে সন্তরণপূর্ব্বক উহা ধরিয়া থাকে। উহাদের গৌরবর্ণ দেহগুলি আদর্শের ন্যায় বিমল সলিলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে, ঘাটে গিয়া আচমনান্তে সিপ্রাভেট প্রদান করিয়া অবগাহন করিলাম। সিপ্রাস্নানের সঙ্কল্পের মন্ত্রটী অতি উপাদেয়, ইহাতে কালনির্ণয়, জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ, অবন্তিদেশ ও তাহার রাজা, সিপ্রানদী এবং তাহার মাহাত্ম্য প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক কথার উল্লেখ আছে। সন্ধ্যা, তর্পণ শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম, বঙ্গদেশের শ্রাদ্ধের প্রক্রিয়ার সহিত ইহার অনেক ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল। এখানকার তীর্থপুরোহিত আদিগৌড়ব্রাহ্মণ, পাণ্ডারা যাজনকার্য্য করেনা। এই তীর্থের পুরোহিতেরা বড়ই শিষ্ট ও মদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের পুরোহিতদিগের ন্যায় ইহারা তীর্থযাত্রীদের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করেনা।

মহাকালের অর্চ্চনা।

তাহার পর বাসায় আসিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক মহাকালের মন্দিরে চলিলাম। মহাকালের মন্দির বাসা হইতে দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। এপর্য্যন্ত অনেক শিবমন্দির দেখিয়াছি কিন্তু এত বড় মন্দির কোথায় ও আছে বলিয়া স্মরণ হয় না, এই মন্দিরটী কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, ইহার প্রধান দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। মহাকাল শিব

এখন এই মন্দিরে থাকেন না, মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রদ্বার আছে, তাহাতে প্রবেশ করিলেই একটী সুড়ঙ্গ পাওয়া যায়, উহাদিয়া কিছু দূর নিম্নে অবতরণ করিলে একটী গৃহে প্রকাণ্ড শিব বিরাজমান, ইনিই মহাকাল বা কালপ্রিয়নাথ। আমি যে সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন স্ত্রীপুরুষে প্রায় ৩০।৪০ জন শিবার্চ্চনায় নিরত ছিলেন, এই মন্দিরে সর্ব্বদা ঘৃতের প্রদীপসকল দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, ধূনার গন্ধে সর্ব্বত্র আমোদিত, উজ্জয়িনীর গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণমহিলারা কোমলকণ্ঠে মহিম্নস্তব আবৃত্তি করিতেছেন। একটী দ্বার ব্যতীত কোন দিক্‌ হইতে বায়ুসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই সুতরাং মন্দিরে প্রবেশ করিলেই যেন বায়ুর অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি কথঞ্চিৎ স্থির করিয়া পূজা ও স্তব সমাপ্ত করিলাম। তাহারপর বহুজনে একত্র সুড়ঙ্গ হইতে উপরে উঠিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। মন্দিরের পশ্চিমে চিররুদ্ধ প্রধানদ্বারটীর সম্মুখেই চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় সোপানবিশিষ্ট অতিপ্রাচীন কালের একটী পুষ্করিণী আছে। উহার পূর্ব্বতীরে মহাকালের বড় মন্দিরের বারান্দা, উহাতে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলিতেছে, প্রত্যেকেই পূজা অন্তে একবার ঘণ্টারব করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। বারান্দায় দুই দিকে দুই খানি চৌকীতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, সকলেই প্রায় তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া যাইতেছে। আমি ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সমীপস্থ হইলাম, তাঁহারা অতি প্রসন্নবদনে আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাকাল এখন বড়

মন্দিরে অবস্থান করেন না কেন? তাহার উত্তরে তাঁহাদের কেহ বলিলেন "মুসলমান্ পাৎসা অল্লাবদ্দীনের আক্রমণে মহাকালকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল"। কেহ বলিলেন "ঔরঙ্গজীব বাদসাহের ভয়ে মহাকালকে এই সুড়ঙ্গমধ্যস্থ গুপ্তমন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল" আর একজন বলিলেন "কালাপাহাড় দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিতে আসিতেছে শুনিয়া মহাকালের জন্ত এই গুপ্তমন্দির প্রস্তুত করিয়া উহাতে মহাকালকে স্থাপিত করা হইয়াছিল"। ইহাদের কথায় বুঝা গেল কোন ধর্ম্মবিদ্বেষীর ভয়েই যে এই মন্দিরের প্রধানদ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাদেবকে গোপনে রাখা হইয়াছিল তাহায় কোন সন্দেহ নাই।

হর্ষদ্বীপে কালীদর্শন।

তাহারপর পাণ্ডার সহিত মহাকালেশ্বর-স্থান হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে হর্ষদ্বীপে চলিলাম। হর্ষদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বোধহয় বহুদূর ব্যাপী সরোবর ছিল, উহার কোন কোন স্থানে জলে বিকসিত অসংখ্য শ্বেত ও রক্তপদ্ম বায়ুভরে বিকম্পিত হইয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে বা ঘন শ্যামবর্ণ দূর্ব্বার উপরিভাগে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, ঘোটক চরিতেছে। কোথায় বা কর্দ্দমাক্ত জলে ভেকসকল ছুটাছুটি করিতেছে। একটী স্থানে শুষ্ক কর্দ্দমের উপর দিয়া পথ হইয়াছে, আমরা ঐ পথে হর্ষদ্বীপের কালিকার মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। কথিত আছে মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য প্রস্তরময় সুবৃহৎ মন্দিরে এই ভয়ঙ্করী পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এখানে আরও কয়েকটী মন্দির আছে, উহাতে অন্যান্য দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রাঙ্গনে হাড়ীকাঠ প্রোথিত, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই যে ছাগবলি হইয়াছে তাহার চিহ্ন শোণিতধারা পরিলক্ষিত হইল। এখানেও পূজক, দ্বারবান্ প্রভৃতি আছে। তাহার পর এখানে প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিয়া বাসা অভিমুখে নির্গত হইলাম। আমি যে দ্বীপ সন্দর্শন করিলাম উহা ভিন্ন ও রুদ্রদ্বীপ, রুদ্রসরোবর প্রভৃতি দূরে দূরে কয়েকটী দ্বীপ ও সরোবর বিদ্যমান আছে। একজন বলিলেন "হর্ষদ্বীপের দক্ষিণভাগে যে দীর্ঘপ্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায় ঐস্থানে প্রাচীনকালে একটী উদ্যান ছিল। বহুকালের বলিয়া লোকে উহাকে জীর্ণোদ্যান বলিত, মৃচ্ছকটিকে ও জীর্ণোদ্যানের বর্ণনা আছে"।

শেঠের গৃহ।

অনন্তর ১২টার সময় শেঠের গৃহে আসিয়া দেখিলাম, ঠিকে চাকরাণী আমার জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল, পরে শেঠপত্নীর উপদেশে পাকের জন্য সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দিয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছে। আমি পাক করিতে গেলাম বটে কিন্তু উনান ধরাইব কিরূপে ভাবিয়া মহাচিন্তাকুল হইলাম, একবার ভাবিলাম শেঠপত্নী বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, উহাকেই না হয় উনানটা ধরাইয়া দিতে বলি কিন্তু শেঠের আদরের গৃহিণীকে সে নিজেই কোন কার্য্যে বলেনা, আমি বলিব কোন সাহসে? শেষে নিজেই উনানে কাঠ ও আগুন দিলাম, নূতন উনান ক্ষণকাল মধ্যে ধূমে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল।

আমি কেবল পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম কিন্তু কিছু-তেই আগুন জ্বলিল না। শেঠপত্নী একবার উঁকিদিয়া গিয়াই হাসিতে হাসিতে গলিয়া পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধশেঠ ও পত্নীর অনুরোধে হাসিতে আরম্ভ করিল। আমি ভাবিলাম ইহারা হাসে কেন? আমি ত কোন প্রহসনের অভিনয় করিতে বসি নাই, পাক করিতে আসিয়াছি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবর প্রাণপণে বাতাস করিতেছি, ইহাতে হাসির কি আছে? অথবা শেঠপত্নী নিজেই হাস্যরসের আধার, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ বিকাশমাত্র। প্রায় ২০মিনিটের পর আমি উনান ঐ অবস্থায় রাখিয়াই বাহিরে আসিলাম। তখন শেঠ ও তাহার পত্নী নীরব হইল এবং শেঠ সংক্ষিপ্তভাষায় তাহার পত্নীকে উনান ধরাইতে অনুরোধ করিল। শেঠপত্নী উনানের নিকট আসিতে না আসিতে উনান দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাদের হাসির মাত্রা আরও বাড়িল. শেঠপত্নী মারাঠী ভাষায় বলিল "দেখিলে পণ্ডিতজী! এতক্ষণ তুমি এত চেষ্টা করিতেছিলে আগুন কিছুইতে জ্বলিল না, কেবল কতকগুলা ধূঁয়া পাঠাইয়াছিল, আমি যাইতে না যাইতে স্বয়ং আসিয়া হাজির হইল।" চতুষ্পাঠীর ছাত্রদেরও অনেকে বেশ রসিকতা জানেন, ভাগ্যে আমি ও বিষয়ে তত অভিজ্ঞ নহি সুতরাং সরল কথায় বলিলাম "আগুন যে শুধু বাইজীর খাতিরেই জ্বলিয়াছে তাহা নহে—আমাকেও অনেকক্ষণ বাতাস করিতে হইয়াছিল, বাইজী বলিলেন "না না তাহা নয় তাহা নয়"। তাহার পর আমি রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম, অল্প সময়ের মধ্যে আলু ও মুগের ডাউলসিদ্ধ আতপান্ন পাক করিয়া লইয়া ঘৃত দুগ্ধ ও

লেবুর চাটুনী দ্বারা ভোজন শেষ করিলাম। ভোজনান্তে শেঠের সেই বিস্তৃত বারান্দায় একটী নূতন মাদুরে শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইয়াছি। কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডার প্রেরিত একটী বালক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া তুলিল। আমি অবন্তী ও উজ্জয়িনীর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইবার জন্য পাণ্ডাকে একটী প্রদর্শক পাঠাইতে বলিয়াছিলাম, এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দশবর্ষীয় বালক সেই প্রদর্শক।

শেঠ সেই বালককে দেখিয়াই চটিয়া বলিল "এত রৌদ্রে কোথায় যাবি এখনও ২।টা বাজে নাই, রৌদ্রে রাস্তা আগুন হইয়া রহিয়াছে এখন কি পথে চলা যায়"। বালক বলিল "তবে আমি কিছুক্ষণ এখানে বসি বেলাশেষে লইয়া যাইব"। আমি হাতে মুখে জল দিয়া বসিয়াছি এমন সময় রাণীজীর পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন তাঁহার সহিত সংস্কৃতভাষায় আলাপ ও কথোপকথন হইল। আমি কথা প্রসঙ্গে শেঠকে জিজ্ঞাসা করিলাম "শেঠ! তোমার সন্তান হয় নাই"? সে বলিল "ঈশ্বর আমার কোন সন্তান দেন নাই তাহাতে আমি তত দুঃখিত নহি"। শেঠপত্নী তখন সুযোগ পাইয়া নিজের ইতিহাস বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল, বলা বাহুল্য শেঠপত্নীর জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণে আমার এক ঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। শেঠপত্নী মালবভাষায় পর্য্যায়ক্রমে নিজের জীবনের ঘটনাগুলি একে একে প্রকাশ করিল। তাহার গল্পের মর্ম্ম এই—"সে একটী ধনী গৃহস্থের কন্যা, বালিকা-বয়সেই তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। অগত্যা মাতুলের গৃহে প্রতিপালিত হইত, পরিষ্কার বর্ণ ও অঙ্গ সৌষ্ঠব থাকায় অনেক ধনশালী লোকের ঘরে তাহার বিবাহের কথা

হইয়াছিল কিন্তু মাতুল অনেক টাকা লইয়া এই বিপত্নীক বৃদ্ধের হস্তে তাহাকে অর্পণ করে। বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে চক্ষুর অন্তরালে পাঠাইত না, নিজে স্নান করাইয়া দিত, নিজে চুল বাঁধিয়া দিত। তাহার বয়স যখন ১৩। ১৪ বৎসর, সেই সময় একদিন সে উপরে বারান্দায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের বর দেখিতেছিল, হটাৎ রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় মূর্চ্ছিত হয়, শেঠ বহু অর্থব্যয় করিয়া পত্নীকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে কিন্তু শরীরের অস্থি ভগ্ন হওয়ায় শেঠপত্নীর শরীরে শান্তি নাই"। বস্তুতঃ শেঠ পত্নীর দেহে বোধ হয় কোনরূপ যাতনা আছে তজ্জন্য সকল সময় লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া কাল অতিবাহিত করিতে বাঞ্ছা করে। নিরন্তর একত্র থাকায় শেঠদম্পতীর লজ্জা সঙ্কোচ অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে। শেঠ অনেক সময় পত্নীর চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিতে যায়, লোকের সাক্ষাতে হইলে শেঠপত্নী কিছু কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শেঠের টিকী ধরিয়া কষিয়া টানে—এই সামান্য অনুগ্রহের জন্য শেঠ নিতান্ত বাধিত—সে প্রিয়তমা গৃহিণীকে ক্রীতদাসের ন্যায় সর্ব্বদা অকাতরে সেবা করিয়া থাকে।

অবন্তী ও উজ্জয়িনীর প্রাচীন দৃশ্য এবং ভর্ত্তৃগুহা।

বেলা তিনটা বাজিল, আর বসিয়া থাকা উচিত নয়, সেই প্রদর্শক থাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণ বালকের সহিত নির্গত হইলাম। সিপ্রাতীর অবলম্বন করিয়া ক্রমে উত্তরদিকে বহু দূর গমন করিলে মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে

বসুদেবতনয় রাম এবং কৃষ্ণ, এই অবন্তী নগরে মহর্ষি সন্দীপনের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এখন এখানে অনেকগুলি সাধুর আশ্রম ও দুই একটী দেবমন্দির আছে। এখান হইতে বহুদূর দক্ষিণে ভর্তৃগুহা। কথিত আছে ভর্তৃহরি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রথমে ভর্তৃহরিই রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও কবি ছিলেন। বাক্যপদীয়নামক ব্যাকরণগ্রন্থ, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক নামক তিন-খানি কাব্যগ্রন্থ ভর্তৃহরির রচিত। তিনি তরুণ বয়সে অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, উহার মর্ম এই—"একদা কোন সংন্যাসী একটী মন্ত্রপূত ফল রাজা ভর্তৃহরিকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ ফল যে ভক্ষণ করিবে তাহার অমরত্ব লাভ হইবে। রাজা এই উপাদেয় ফল তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীকে অর্পণ করেন। মহিষীর অন্য একজন প্রিয়তম ছিল সুতরাং তিনি আবার তাহাকে ঐ ফল দান করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মহিষীর প্রিয়তম হইলেও তাহার অন্য একটী প্রেয়সী ছিল, সে ঐ ফল সেই রমণীকে দিল, সে উহা প্রাপ্ত হইয়া রাজা ভর্তৃহরিকে প্রদান করিল, কারণ ঐ মহিলাটী রাজার প্রেমে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিল। রাজা তাঁহার প্রদত্ত ফল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত হইলেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—*"আমি যাহাকে সর্ব্বদা

---

* যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং সজনোঽন্যাসক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥

হৃদয়ে চিন্তাকরি, সে আমার প্রতি বিরক্তা এবং অন্য ব্যক্তিকে বাঞ্ছা করে, তাহার বাঞ্ছিতজনও অন্য রমণীতে আসক্ত, সে রমণী আবার আমার প্রেমে অনুরাগিণী অতএব আমার মহিষীকে তাহার প্রিয় ব্যক্তিকে, প্রিয় ব্যক্তির প্রণয়িনীকে, কন্দর্পকে ও আমাতে আসক্তা রমণীকে এবং আমাকে ধিক্"। পরে রাজা ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্যপ্রযুক্ত ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিয়া যোগ অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্ঞী পিঙ্গলাও যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন।" আমিও খাণ্ডেবালারাজ্ঞন বালক অতিশ্রান্ত দেহে ভর্ত্তৃগুহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী উজ্জয়িনীসহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে শিপ্রাতীরে অবস্থিত, ইহার নিকটে লোকালয় নাই, ছোট ছোট দুইটী মন্দির আছে, একটী মন্দিরে একজন সাধু থাকেন। সঙ্গী খাণ্ডেবালাতনয় কি এক প্রকার অস্পষ্ট কথায় হাঁক ছাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল। সাধু বাহিরে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা ভর্ত্তৃগুহা দেখিব বলিলে তিনি গৃহে গিয়া একটী দীপ জ্বালিলেন, এবং দক্ষিণস্থায়ী মন্দিরটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি প্রদর্শক খাণ্ডেবালাকেও সঙ্গে লইলাম, সাধু তাঁহার ভাষায় বলিলেন "ও অনেক বার দেখিয়াছে" তথাপি আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলাম। সাধু দীপহস্তে সেই গৃহ মধ্যস্থিত একটী সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন, আমরাও সিঁড়ী বাহিয়া ক্রমে তাঁহার সঙ্গে অবতরণ করিলাম। একতলায় গিয়া কতকগুলি মূর্ত্তি দেখাইলেন, তাহার পর দোতলায় নামিলেন, এদিকে অতদূর ভূগর্ভে বায়ুসঞ্চার রহিত স্থানে যাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে

লাগিল, বিশেষ একটী দীপমাত্র সম্বল, কোন প্রকারে প্রদীপটী নির্ব্বাণ হইলে সেখান হইতে সিঁড়ী চিনিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। সাধু এক এক মূর্ত্তির নিকট লইয়া যান, আর বলেন "এখানে দু'পয়সা চড়াও ওখানে চারি পয়সা চড়াও" আমি বলিলাম "এখন পয়সা খুলিতে বিলম্ব হইবে অতএব আমি উপরে গিয়া সমুদয় পয়সা গণিয়া দিব"। সাধু বলিলেন "তোমার মরজী"। তাহারপর তিনি তেতলায় নামিলেন, আমি বলিলাম "একপ্রকার দেখা হইয়াছে এখন উপরে চলুন" কিন্তু সাধু ছাড়িবেন কেন? তিনি তেতলার সমুদয় মূর্ত্তিগুলি দেখাইয়া তবে আমাদিগকে নিতান্ত নির্জ্জীব—অবস্থায় উপরে লইয়া আসিলেন।

আমি উপরে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম, তাহারপর সাধুর প্রার্থনাস্বরূপ পয়সা কয়টী গণিয়া দিলাম। ভর্ত্তৃগুহা প্রকৃত গুহা নহে, ভূগর্ভস্থ সুন্দর একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা, ইহাতে যে সকল মূর্ত্তি আছে উহার অধিকাংশই সমাধিস্থ বোধিসত্বের মূর্ত্তি, অন্যপ্রকারও অনেক মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এ মন্দিরে ধ্যানস্থ ভর্ত্তৃহরি ও তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথ আছেন; অন্য মন্দিরে রাজ্ঞী পিঙ্গলা ও যোগমগ্নাবস্থায় আছেন। অবশ্য সাধু, এই মূর্ত্তিগুলি হিন্দু দেব দেবীর কি বৌদ্ধ দেব দেবীর উহা স্পষ্ট কিছু বলিলেন না কিন্তু স্থানীয় অজ্ঞলোকে হিন্দুদেব দেবীর মূর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন "দেশমধ্যে কোন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবনতি ঘটিলে প্রতিদ্বন্দী নবধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি নিজ দেবদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা

করেন, কারণ চিরকাল ঐ সকল দেবদেবীর প্রতি লোকের অটল বিশ্বাস আছে সুতরাং ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সহজে ইষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহাতে সেই পূর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের কীর্ত্তিলোপ ব্যতীত অন্য কোন লাভ নাই। উৎকলে পুরীর জগন্নাথ বৌদ্ধমূর্ত্তি কিন্তু হিন্দুরা ইঁহাকে হিন্দু দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন"। বস্তুতঃ এই সকল কথার মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা নহে; কার্য্যানুরোধে আমাকে অনেকগুলি বৌদ্ধসংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করিতে হয় উহাতে এমন অনেক দেব দেবী, রাজা ও নগরীর বর্ণনা পাঠ করিলাম যাহা আমাদের পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণ নামক একখানি সংস্কৃতগ্রন্থে বুদ্ধদেব জগন্নাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সকল দেবদেবী প্রভৃতির বিষয় বৌদ্ধেরা পৌরাণিকদিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন কি, পৌরাণিকেরা বৌদ্ধদের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন উহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না।

বেদে তেত্রিশটী দেবতার * উল্লেখ আছে, বোধ হয় বৈদিক কালে ঋষিগণ ঐ কয়টী দেবতার উপাসনা করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে মানবের প্রকৃতি ও রুচির অনুরূপ অনেক প্রকার দেবদেবী কল্পিত হইয়াছেন। অনেকে বলেন "হিন্দুদের দেবতা তেত্রিশ কোটি" কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। তেত্রিশ সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত করিয়া লোকে তেত্রিশকোটিতে পরিণত করিয়াছে কিন্তু অষ্টাদশপুরাণ ও অন্যান্য প্রচলিত উপপুরাণ, চতুঃষষ্টিতন্ত্র এবং যামল প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত দেবতা, অধিদেবতা, প্রত্যধি-

* বেদোক্ত ৩৩টী দেবতা যথা; দ্বাদশ আদিত্য, একাদশরুদ্র, অষ্টবসু ও দ্যৌঃ এবং পৃথিবী।

দেবতা, গণদেবতা প্রভৃতি গণনা করিলে বোধ হয় পঞ্চাশ সহস্র হয় কিনা সন্দেহ।

হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ "প্রজ্ঞাপারমিতায়" অতি-অল্পই দেবতার উল্লেখ আছে কিন্তু ললিতবিস্তর, বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ, সুবর্ণপ্রভা, করুণাপুণ্ডরীক, মহাবস্তুপ্রভৃতি গ্রন্থে বহুদেবতার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় জৈনদের মহামায়ূরী নামক এক খানি তন্ত্রগ্রন্থে কতকগুলি দেবীমূর্ত্তি চিত্রিত আছে। উহার মহাবিদ্যার মূর্ত্তিটী আমাদের তারামূর্ত্তির অনুরূপ, আর গর্দ্দভা-রূঢ়া মূর্ত্তিটী শীতলার ন্যায় ও গরুড়োপরি উপবিষ্ট মূর্ত্তিটী হরি বা বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারপর আমরা ভর্তৃগুহা হইতে নির্গত হইয়া সিপ্রাতীর দিয়া দক্ষিণদিকে চলিলাম। রাজপথের উপরে ও পার্শ্বে যে কত বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় পতিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোনস্থানে বা মূর্ত্তির উপর দিয়াই পথ হইয়াছে। কিয়দ্দূর আগমন করিয়াই বামভাগে দূরে প্রান্তর-মধ্যে অতি বৃহৎ এক কালিকা মন্দির দেখিতে পাইলাম। কথিত আছে এই মন্দিরটী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত, ইহার মধ্যে ভিত্তিতে এক কালী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য নাকি এই মন্দিরে বীরাচার মতে শক্তি সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন। আমরা দেবীকে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় সিপ্রাতীর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলাম। উজ্জয়িনীর এই অংশটী অতিনির্জ্জন, পথের উভয়পার্শ্বে বহুসংখ্য মনুষ্যকঙ্কাল ও নরমুণ্ড পতিত রহিয়াছে। অনতিদূরে সিপ্রাতীরে শ্মশানভূমি, এখানে মৃতদাহ হইয়া থাকে। সায়ংকাল উপস্থিতপ্রায়, শৃগালগুলি

আমাদের নিকট দিয়া বারংবার ছুটাছুটী করিতে লাগিল। পথের পার্শ্বে দেবমূর্ত্তি, মনসাবৃক্ষ এবং অন্যান্য গুল্মের মধ্যে সান্ধ্যবায়ু-সেবনের জন্য সর্পসকল সর্ সর্ শব্দে যাতায়াত করিতে লাগিল। আলোক থাকিতে থাকিতে আমরা অতিদ্রুতপদে ঠিক সন্ধ্যা-কালে বাসায় উপস্থিত হইলাম।

মহাকালের আরতি।

হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় শেঠপত্নী ধীরে ধীরে মহাকালের মন্দির হইতে গৃহে উপস্থিত হইল। শেঠপত্নী আমাকে দেখিয়া বলিল "পণ্ডিতজী। আরতি দেখিতে যাও নাই"? আমি উত্তর করিলাম "ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি আর ঘুরিতে পারি না।" শেঠপত্নী আবার বলিল "মহারাজ! উজ্জয়িনীতে আসিয়া যদি মহাকালের আরতি না দেখিবে ত দেখিবে কি? যাও যাও অনেক লোক যাইতেছে" আমি তখন উঠিয়া মহাকালের মন্দির অভিমুখে চলিলাম, পথে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ আরতি দেখিতে যাইতেছেন। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখি লোকের ভিড়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা দুরূহ, অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর মহাকালের দর্শন করিলাম। এখানকার আরতিতে প্রতিদিনই অত্যন্ত সমারোহ হয়। ঘড়ী কাঁশরের গম্ভীর শব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত, ধুপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। অনেক নরনারী উদাত্তস্বরে মহা-দেবের স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ঘণ্টা রব করিতেছেন। প্রত্যহ বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ

বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই নানাবিধ সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে মহাকালের মন্দিরে আগমন করিয়া থাকেন। এখানকার আরতির দৃশ্যটী বড়ই মনোহর। মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি আর নাই, এই স্থলে উহার প্রত্যক্ষ বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মহাকালের আরতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কালিদাসও তাঁহার মেঘদূতে এই আরতির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

আরতিশেষে অনেকগুলি স্থানীয় লোকের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে প্রায় রাত্রি নয়ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম। রাত্রিতে ফলমূল কলাকন্দ ও দুগ্ধ দ্বারা জলযোগ শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। সমস্তদিনের শ্রান্তির পর শয়ন করায় গাঢ়নিদ্রায় নিশাবসান হইল। ১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রত্যূষে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদি সমাপ্ত করিয়া সিপ্রাস্নানে গমন করিলাম। গ্রীষ্মের প্রাতঃকালে সিপ্রাস্নানে বড়ই আরাম। সিপ্রাতরঙ্গসংস্পর্শী প্রভাতসমীরণ যেন স্নানার্থীদের গাত্রে সুধাবর্ষণ করে। এ সময় সিপ্রার সলিলপ্রবাহ কাচখণ্ডের ন্যায় বিমল পরিলক্ষিত হয়। স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া দত্তাত্রেয়মন্দিরে গমন করিলাম। সেখানে দত্তাত্রেয়মূর্ত্তিদর্শনার্থে বহুসংখ্য

---

* অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥
(মেঘদূত)

স্বামী ও পরমহংসদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারপর পুনরায় নগরমধ্যে ভ্রমণে চলিলাম। বাসা হইতে কয়েকরশী দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে একটী প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান। কথিত আছে ইহা সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বাটীর সিংহদ্বারের নষ্টাবশেষ। প্রাচীন বস্তুর প্রতি লোকের এতই শ্রদ্ধা যে বহুলোকে প্রত্যহ গন্ধ পুষ্প চন্দন ও সিন্দূর পুষ্পমালা দ্বারা এই প্রাচীর পূজা করিয়া থাকে। তাহার পর গোয়ালিয়রের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতপাঠশালায় গমন করিলাম। এখানে প্রায় ৩০।৩২টী বিদ্যার্থী, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। চারিজন অধ্যাপক তন্মধ্যে দুইজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণজ্যোতিষীর সহিত কথোপকথন হইল। তিনি আমার সহিত হিন্দীভাষায় আলাপ করিলেন। আমি বরাহ মিহিরের বিষয় তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলাম, তিনি ঐ সম্বন্ধে আমাকে যাহা জানাইলেন উহা উজ্জয়িনী-বাসী অধ্যাপকের পক্ষে প্রচুর বলিয়া বোধ হইল না। অনন্তর ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশী-নারায়ণ শাস্ত্রীর সহিত বহুক্ষণব্যাপিয়া সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকটেও বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অনেক কথা বলিলেন বটে কিন্তু উহার অধিকাংশ সামঞ্জস্যরহিত। একটী ছাত্র আমাকে এই নগরীর বর্ষীয়ান্ প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্তজানকীশরণশাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন, তাঁহার বাটীতে গেলাম কিন্তু উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাহারপর আর

একটী বুদ্ধিমান্ সংস্কৃতবিদ্যার্থীর নিকট স্থানীয় নানাবিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিলাম। তিনি বলিলেন "এখানে গুর্জ্জরগৌড়, উদীচ্য, নাগর, শ্রীগৌড়, কান্যকুব্জ, সরোবিয়া, সারস্বত, দক্ষিণী, দেশস্থ, কোকনস্থ, বাবীশা, চব্বিশা, ছিন্নাতি, গৌড়, আদিগৌড়, শ্রীমালী, মেওয়ারী, দশরা, শাকবাল, সনাঢ্য, ভট্টমেওয়ার, খাণ্ডেবালা প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ৫০০০ সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করে। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বণিক্, নবশাক, শূদ্র প্রভৃতির বাস আছে। এখানে কতিপয় বৌদ্ধমঠ ও জৈনমন্দির আছে। প্রকৃতবৌদ্ধ ভিক্ষুর বাস এখানে আছে কিনা বলিতে পারা যায় না কিন্তু অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী এখানে বাস করে। এখানে মুসলমানও নিতান্ত অল্প নহে। নানাকারুকার্য্যশোভিত মসজীদও কয়েকটী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ২।১টী দিল্লীর সম্রাট্দিগের সময়ের নির্ম্মিত। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি উজ্জয়িনী এখন গোয়ালিয়রের মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে মহারাজের প্রাসাদ, বিচারালয়, পুলিস্ষ্টেসন, সৈন্যাবাস, সংস্কৃতপাঠশালা ও কলেজ্ আছে। একজন বলিলেন "কলেজটী বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত, এই কলেজে বি, এ পর্য্যন্ত অধীত হইয়া থাকে। এখানকার পরিচ্ছদ দুই প্রকার, মহারাষ্ট্রী ও গুজ্রাটী। দক্ষিণীস্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রী পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহারা কাছা দেয় কিন্তু গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা কাছা দেয় না। আমি শেঠপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাইজী! তুমি কাছা দেওনা কেন?" বাইজী হাসিয়া উত্তর করিল "আমরা রাঁড্ডী, আমরা কাছা দেই না, পণ্ডিতারা কাছা দেয়"। ইহারা মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে পণ্ডিতা বলে।

পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় বাসায় ফিরিয়া রন্ধন ভোজন শেষ করিলাম। শেঠকে তাহার প্রাপ্যের হিসাব দিতে বলিলাম, শেঠ সূক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া তাহার প্রাপ্যের তালিকা দিল। আমি আমার দেয় যত মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাহিল। আমি তাহার, পাণ্ডার ও প্রদর্শকের প্রাপ্য প্রদান করিয়া ষ্টেসনে আসিবার জন্য একা ডাকিলাম। শেঠ ও শেঠপত্নী আমার গমনোদ্যোগ দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইল। ইহারা অতিসজ্জন, আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিল। শেঠ বলিল "পণ্ডিতজী! আবার কবে আসিবে?" আমি উত্তর দিলাম "বলিতে পারি না।" শেঠ কখনও বিদেশে যায় নাই আমার বাড়ী কোনদেশে উহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলায়ও বুঝিতে পারিল না। আমি একায় আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে উজ্জয়িনীষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনী হইতে ইন্দোর গমন।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১॥ টার সময় উজ্জয়িনীষ্টেসনে রেলশকটে আরোহণ করিয়া ফতেবাবাদ উপস্থিত হইলাম। এখানে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করার পর আজমীড়ের দিক্ হইতে গাড়ী আসিল ঐ গাড়ীতে উঠিয়া অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ইন্দোর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। বাঙ্গালী দেখিয়াই একজন গাড়োয়ান্ তাড়াতাড়ি তাহার গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল এবং সে বাঙ্গালীবাবুকে

খাসা চিনে বলিয়া আশ্বাস দিল। আমি নিরাপত্তিতে গাড়ীতে উঠিয়া ইন্দোর-ছাউনীতে রেসিডেন্টের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। রাধানাথবাবু বাসায় ছিলেন না, তাঁহার পুত্রেরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি বিশ্রাম ও জলযোগের পর বসিয়া আছি এমন সময় রাধানাথবাবু বাসায় আসিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষি মাননীয় শ্রীযুক্তকালীচরণবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্নিহিতজ্ঞাতি কিন্তু এরূপ সদাচার আস্তিক ব্যক্তি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। রাধানাথবাবু প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা ও নারায়ণ পূজা করিয়া থাকেন। ইনি পরোপকারী এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তি। শ্রীরাধিকাপ্রযুক্ত সন্ধ্যার পর রাজপথের পার্শ্বে অনেকগুলি চৌকী পাড়া হইল, সেখানে অনেকে সমবেত হইয়া নানাগল্পে বিশেষ রাধানাথবাবুর ইচ্ছা অনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভবকাব্যের আলোচনা ও কয়েকটী উৎকৃষ্টশ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা সময় অতিবাহিত করা গেল।

মৎস্যদেশ বা হুলকাররাজ্য।

জয়পুর হইতে থাঃগুরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে পুরাকালে মৎস্যদেশ বলিত। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এই মৎস্যদেশের বিষয় বহুল পরিমাণে বর্ণিত আছে। কলি-যুগের প্রথমে মহাভারতীয় যুদ্ধকালে প্রসিদ্ধ নৃপতি বিরাট এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বিরাটতনয়া উত্তরার সহিত মধ্যম

পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছিল। কলিযুগের প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়, বিরাট যুধিষ্ঠিরের সমকালে মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ন্যূনাধিক ৪৯৯৭ বর্ষ পূর্ব্বে বিরাট নৃপতি এই দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। মৎস্যদেশের নৃপতিগণের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়না। হুলকাররাজ্য মৎস্যদেশের অন্তর্গত অতএব ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

১৭৬২ খৃঃ মহারাষ্ট্রযোদ্ধ্ সমিতির অন্যতম প্রধানবীর মলহররাও হুলকার ইন্দোরনগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৬৬ খৃঃ মলহররাও অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তদীয় বিধবা পুত্রবধূ অহল্যাবাই হুলকাররাজ্যের অধীশ্বরী হন। ভারতবর্ষে অহল্যাবাইর নাম না শ্রুত হইয়াছেন এরূপ লোক অতিবিরল। তিনি বিশুদ্ধস্বভাবা ও পরমধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, পুষ্কর প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রেই অহল্যাবাইর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপ দেদীপ্যমান। ১৭৯৫ খৃঃ অহল্যাবাই পরলোক গমন করেন ও তাঁহার দত্তক পুত্র তুকাজীহুলকার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তুকাজী এক বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় পুত্র যশোবন্তরাও হুলকার ইন্দোররাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন যশোবন্তরাও হুলকারের বংশধর H. H. THE মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর সেওয়াই শিবাজীরাওহুলকার G. C. S. I. মহোদয়, ইংরেজরেসিডেণ্টের পরামর্শে হুলকার রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। এই রাজার মন্ত্রি সভা, সৈন্যবিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ, বিচারবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ

শান্তিরক্ষাবিভাগ, পূর্ত্তকার্য্যবিভাগ, কারাগৃহ প্রভৃতি সমুদয়ই বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন ইহার সম্মানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ২১ তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

হলকাররাজ্যে ১০৫৪২৩৭ সংখ্যক লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়, গুর্জ্জরগৌড় ও অন্যান্য বহুবিধ ব্রাহ্মণ বাস করে। রাজপুতের সংখ্যা তত অধিক নহে। নাগপুরের রাজবংশ যে প্রকার নাগবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, হলকার রাজবংশও ঐরূপ অভিনব কোন ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত * বস্তুতঃ এই বংশের ভূতপূর্ব্ব নৃপতিগণের অদম্য বাহুবল ও রণকৌশলই ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইবার একমাত্র কারণ। এই রাজ্যে নানাবিধ বণিক্ ও অন্যান্য বর্ণের বসতি আছে। হিন্দু ব্যতীত মুসলমান ও খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

ইন্দোর রাজধানী।

১১ই বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে স্নানাদি শেষ করিয়া রাজসহর সন্দর্শনে বহির্গত হইলাম। ইন্দোর-ছাউনীর চন্দভাগস্থ রেলপথ অতিক্রম করিলেই একটী ক্ষুদ্রনদী পাওয়া যায়। উক্ত নদীর সেতুপার হইলে ইন্দোরসহরে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত রাজপথ। এই সহরটী চতুর্দ্দিকে প্রায় ন্যূনাধিক একবর্গ মাইলব্যাপী। নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেই নানা-

* কেহ কেহ বলেন "দাক্ষিণাত্যে নীরানদীর তীরে মেষপালক এক সম্প্রদায় বাস করিত, ইন্দোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও হলকার তাহাদিগের মধ্য হইতে আসিয়া পেশওয়ার অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হন।"

বিধ পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ দোকানসকল দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও যব, গোধূম, মটর, কলাই, ধান্যপ্রভৃতি শস্যরাশি, কোন স্থানে তামা পিত্তলের বাসনসকল রাশীকৃত। কোন কোন অংশে কেবল বস্ত্রের দোকান। এখানকার ব্যবসায়ী বণিকেরা অল্প সময়ে প্রভূত বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া ধনশালী হয় কিন্তু গুনাবার কাহারই স্থায়িত্ব নিশ্চিত নহে, রাজাজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়।

হলকারনৃপতির প্রাসাদ এক নূতন পদার্থ, আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও কাষ্ঠনির্ম্মিত এতবড় অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর করি নাই। প্রধান অট্টালিকাটী ন্যূনাধিক ৫০ বিঘা ভূমির উপরি অবস্থিত। এই বাড়ীটী ছতলা কি সাততলা হইবে, ইহার আকৃতি দেখিলে রথের ন্যায় বোধহয়। গৃহচূড়ায় বহুসংখ্য লোহিত পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া অট্টালিকাটীর সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে ইহার কোন অংশে রাজকীয়কার্য্যালয়, কোন অংশে দেবা কোন অংশে ভাণ্ডার, কোন অংশে অন্তঃপুরমহিলারা ব করেন। মহারাজ এ প্রাসাদে অবস্থান করেন না, ইহার উ দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট ছোট দুইটী সুন্দর অট্টালিকা আ মহারাজ ঐ অট্টালিকায় বাস করেন। ১৩ই শুক্রবার অপরা মহারাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাশঙ্করজ্যোতিষী ও শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর উপাধ্যায়ের সহিত সংস্কৃতভাষায় বহুক্ষণ ব্যাপিয়া হল-কাররাজ্য-সংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল। এ সময় মহা-রাজ রাজধানীতে ছিলেন না, কোন গ্রামে গিয়াছিলেন্। ১৫ই বৈশাখ শনিবার প্রসিদ্ধ ভোজবংশসম্ভূত ধারানগরীর মহারাজের উকীলের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল।